মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে '৯৯

প্রকাশকঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোনঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬১৩৭৮।
মুদ্রণেঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ৭৭৪৬১২।

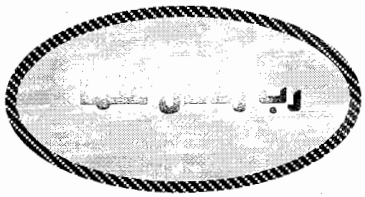

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية دينية
جلد:٢ عدد:٨، محرم ١٤٢٠هـ /مايو ١٩٩٩م
رئيس التحرير: د.محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নবনির্মিত মঠবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে' মসজিদ, সাতক্ষীরা।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writers of home and abroad, aiming to establish a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are, Such as: 1. Dars-i Quran 2. Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News: Home & Abroad & Muslim world 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11.Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হারঃ

* শেষ প্রচ্ছদ ঃ	৩,০০০/=
* দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,৫০০/=
* তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,০০০/=
* সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ	১,৫০০/=
* সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠাঃ	৮০০/=
* সাধারণ সিকি পৃষ্ঠাঃ	৫০০/=
* অর্ধ সিকি পৃষ্ঠাঃ	২৫০/=

* স্থায়ী,বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হারঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/=। ষান্মাষিক ৮০/=)	====
এশিয়া মহাদেশঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভূটানঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তানঃ	৫৪০/=	৪৭০/=
ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশঃ	৮৭০/=	৮০০/=

* ভি, পি, পি -যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে। বছরের যেকোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
ড্রাফট্ বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বরঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি-১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor: Dr.Muhammad Asadullah Al-Ghalib.
Edited by: Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by: Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi.Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post: Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.
Address: Editor, *Monthly* AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH. P.o. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph: (0721) 760525. Ph & Fax: (0721) 761378.

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

২য় বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা
মুহাররম ১৪২০ হিঃ
বৈশাখ ১৪০৬ বাং
মে ১৯৯৯ ইং

প্রধান সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
ওয়ালিউয্ যামান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
প্রধান সম্পাদক ফোন- (০৭২১) ৭৬০৫২৫
মাদরাসা ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
ঢাকা ফোনঃ ৮৯৬৭৯২, ৯৩৩৮৮৫৯

মূল্যঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআন ০৩
- দরসে হাদীছ ১০
- প্রবন্ধ ঃ
  - কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে চল ১৮
    – অনুবাদঃ মুয্যাম্মিল আলী
  - ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২১
    – আহমাদ শরীফ
- ছাহাবা চরিত
  যায়েদ বিন ছাবিত আল-আনছারী (রাঃ) ২৫
  – মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৩০
  – আব্দুস সামাদ সালাফী
- কবিতা ৩৩
  আল্লাহ মহান –তোফাযযল হোসাইন
  আহবান –মুহাম্মাদ নাজমুস সা'আদাত
  মুজাহিদ –মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকীল
  বিপ্লবী হাতিয়ার –মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
- সোনামণিদের পাতা ৩৪
- স্বদেশ–বিদেশ ৩৭
- মুসলিম জাহান ৪১
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৩
- সাক্ষাৎকার ৪৩
- পাঠকের মতামত ৪৫
- সংগঠন সংবাদ ৪৬
- প্রশ্নোত্তর ৫২

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

নববর্ষের সংস্কৃতি

মানুষের জীবন মূলতঃ অসংখ্য ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড, পাক ও অনুপলের সমষ্টির নাম। যাকে 'হায়াত' বলা হয়। আল্লাহ নির্ধারিত সময়ে হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার মত এক সময় জীবন বায়ু নির্গত হয় ও 'মউত' সংঘটিত হয়ে যায়। মানুষের এই হায়াত ও মউত সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'কে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আমল করে, সেটা পরীক্ষা করার জন্য তিনি তোমাদের হায়াত ও মউত সৃষ্টি করেছেন, (মুল্‌ক ২)। এই 'সর্বাধিক সুন্দর আমল' বা কাজের হিসাব নেওয়ার জন্যই আমাদের দৈনিক, মাসিক ও বাৎসরিক হিসাব তৈরী করতে হয় ও তার ভাল মন্দ পর্যালোচনা করে সামনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে আমাদের নতুন জীবন শুরু হয়। পিছনের দিনটি আর ফিরে আসে না। এইভাবে অতীত ও বর্তমানের দোলাচলে আমাদের অনিশ্চিত জীবন তরী এগিয়ে চলেছে চূড়ান্ত মুহূর্তের দিকে। জীবনদাতা আল্লাহ্‌র নিকটে জীবনের প্রতিটি সেকেণ্ড ও মিনিটের হিসাব দিতে হবে। তাই সচেতন মুমিনের নিকটে সময়ের মূল্য সবচাইতে বেশী। এইভাবে সময়ের গুরুত্ব বিবেচনা করেই দিন, মাস ও বর্ষ গণনা গুরুত্ব লাভ করেছে। আল্লাহ পাক পুরা বৎসরকে ১২টি মাসে গণনা করেছেন (তওবা ৩৬)। পৃথিবীর সকল জাতি তা মেনে নিয়েছে। এরি মধ্যে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় ইস্যুকে সামনে রেখে তাদের বর্ষ গণনা শুরু করেছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রবীউল আউয়াল মাসে মদীনায় হিজরত করলেও ওমর (রাঃ) আরবদেশে প্রচলিত বছরের প্রথম মাস হিসাবে মুহররম থেকেই হিজরী সন গণনার সূত্রপাত করেন। মুগল আমলে ভারতবর্ষে হিজরী সন গণনা করা হ'ত ও সেই ভিত্তিতে রাজস্ব আদায় করা হ'ত। কিন্তু চান্দ্র মাসগুলি সৌর ঋতুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারায় প্রজাদের পক্ষে অন্য মৌসুমে রাজস্ব আদায়ে বিপাকে পড়তে হ'ত। বিষয়টি চিন্তা করে সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খৃঃ) বাংলাদেশে রাজস্ব আদায়কে নিয়মানুগ করার জন্য ফসল ওঠার মৌসুমের সাথে হিসাব মিলিয়ে নতুন একটি সন বা বর্ষপঞ্জী তৈরী করার জন্য তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্য পণ্ডিত ফাৎহুল্লাহ সিরাজীকে দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি চান্দ্র মাসের পরিবর্তে সৌর মাস অনুযায়ী নতুন বাংলা সন উদ্ভাবন করেন ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু বাংলা সনের গণনা শুরু হয় সম্রাট আকবরের সিংহাসনারোহণের বছর ৯৬৩ হিজরী মোতাবেক ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ হ'তে। ঐ সময় ছিল হিজরী সনের মুহররম মাস ও বাংলাদেশে ছিল শকাব্দের দ্বিতীয় মাস বৈশাখ মাস। সেকারণে বাংলাদেশে নতুন বাংলা সনের প্রথম মাস হিসাবে নির্ধারণ করা হয় বৈশাখ মাসকে। যদিও শকাব্দের প্রথম মাস শুরু হয় পহেলা চৈত্র হ'তে। পরবর্তীকালে মাস গণনার সুবিধার্থে ডঃ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ১৯৬৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী যে রিপোর্ট প্রদান করেন, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার তা অনুমোদন করে এবং বর্তমান বাংলাদেশ সরকার তা বহাল রাখে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা নববর্ষের সৃষ্টি মূলতঃ রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে এবং এর প্রচলন হয় সম্রাট আকবরের নির্দেশে পণ্ডিত ফাৎহুল্লাহ সিরাজীর হাতে ও বর্তমান সংশোধিত রূপ লাভ করে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে জ্ঞানতাপস ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে একটি কমিটির মাধ্যমে। সম্ভবতঃ মুসলমানদের দ্বারা প্রবর্তিত ও হিজরী সনের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাধীনতার পর হ'তেই বাংলা সনের পরিবর্তে শকাব্দ ব্যবহার করে আসছেন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, চান্দ্র বর্ষ ৩৫৪ দিন ৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটের কিছু বেশী সময়ে সম্পন্ন হয় এবং সৌর বর্ষ ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ডে সম্পন্ন হয়। হিজরী সন হ'তে বাংলা সনের উৎপত্তি হ'লেও এই কম-বেশীর কারণে বিগত ৪৪৩ বছরে হিজরী সনের সাথে বাংলা সনের ১৩ বছরের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এখন বাংলা ১৪০৬ সাল কিন্তু তার সঙ্গে ১৩ বছর যোগ হয়ে এখন হিজরী ১৪১৯ সাল। হিজরী সন বাংলা সনের চেয়ে প্রতি ৩৩ বৎসরে এক বৎসর এগিয়ে যাচ্ছে। সৌরবর্ষ সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় বাৎসরিক ঋতু পরিক্রমা, মাস, দিন, ঘণ্টা নির্দিষ্ট সময়ে আবর্তিত হয়। ফলে আমাদের গণনা কার্যেও সুবিধা হয়। কিন্তু চান্দ্রবর্ষ চন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় এবং সৌরবর্ষ হ'তে বছরে ১০/১১ দিন কম হওয়ার ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদত পালনে সুবিধা হয়। সারা বছর সকল ঋতুতে ঘুরে-ফিরে রামাযান, হজ্জ, ঈদ ইত্যাদি পালনের সুযোগ ঘটে। অন্যথায় কোন দেশে হয়ত শুধু গ্রীষ্মকালেই রামাযান আসত কিংবা কোন দেশে কেবল শীত কালেই। এতে নির্দিষ্ট এলাকার জন্য অবিচার হ'ত। ইসলাম বিশ্বধর্ম। তাই বিশ্বের সকল এলাকার সকল বান্দার প্রতি সুবিচার করার জন্য ফরয ইবাদতগুলির সময়কালকে আল্লাহ চান্দ্র মাসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনায় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, নববর্ষ কোন উদযাপনের বিষয় নয়। বরং হিসাব কষার দিন। হিজরী নববর্ষ কখনো বিশেষভাবে উদযাপিত হয়েছে বলে খুলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাসে এমন কিছু জানা যায় না। প্রতিটি দিন, মাস ও বর্ষ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। বান্দার কর্তব্য অতীতের হিসাব করে বর্তমানকে ব্যবহার করা ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা গ্রহণ করা। বাংলাদেশে নববর্ষ মূলতঃ তিনটি। ১- ইংরেজী নববর্ষ ১লা জানুয়ারী, ২- হিজরী নববর্ষ ১লা মুহররম ও ৩- বাংলা নববর্ষ ১লা বৈশাখ। এর মধ্যে বাংলা নববর্ষ হ'ল সবচেয়ে উপেক্ষিত। কেননা এ দেশের সরকারী-বেসরকারী দিন, তারিখ, সময় সবকিছু নির্ধারিত হয় ইংরেজী ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী। চীন ও জাপান যেমন নিজস্ব ভাষা ও সনের উপরে দাঁড়িয়েই ইংরেজীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে চলেছে, ইচ্ছা করলে আমরাও সেটা পারি। কিন্তু সেটা হৌক বা না হৌক আমাদের লক্ষ্য এখন অন্যদিকে। সেটা হ'ল নববর্ষ উদযাপনের নামে বেলেল্লাপনা, বেহায়াপনা ও মূর্তি সংস্কৃতির প্রচলন করা। প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতির মধ্যে তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার ছাপ থাকে। কিন্তু এবারে রাজধানী ঢাকায় যে নববর্ষ উদযাপিত হ'ল এবং পত্রিকান্তরে কপালে চাঁদতারা খচিত সাপ, ঘোড়া, পেঁচা ইত্যাদি পশু-পক্ষীর মুখোশ মিছিল, টিএসসিতে দু'ঘণ্টা ধরে প্রকাশ্যে ফ্রি ষ্টাইলে নারী নিপীড়ন, সিঁথিতে সিঁদুর লাগিয়ে কপালে চন্দনতিলক দিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবী ও লালপেড়ে শাড়ী পরে ঢোল-তবলা বাজিয়ে মিছিল করা কোন সংস্কৃতির নিদর্শন? 'এসো হে বৈশাখ! দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো' বলে আহবান কোন আক্বীদার প্রতিনিধিত্ব করে? মূলতঃ বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে ১লা বৈশাখকে মূল্যায়ন করেছেন তাঁদের স্ব স্ব ধারণা অনুযায়ী। যেমন প্রেসিডেন্ট তাঁর বাণীতে বলেছেন, 'বিগত বছরের সাফল্য ও ব্যর্থতার আলোকে নতুন উপলব্ধিতে কর্মক্ষেত্রে নিজেকে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়োজিত করতে হবে'। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'উন্মত্ত সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে নিত্য সংগ্রামমুখর বাঙালীর জাতীয় জীবনে নববর্ষ নতুন উদ্যমে বাঁচার সাহস যোগায়'। বিরোধী দলীয় নেত্রী 'নববর্ষের প্রথম দিন চলমান গণ আন্দোলনকে গণ অভ্যুত্থানে পরিণত করার শপথ নেওয়া'র আহবান জানান। ঢাকার রাজপথে যখন সংস্কৃতি সেবীরা ৫০ থেকে ২০০ টাকা প্লেট ইলিশ-পান্তা খাওয়ার বিলাসিতা করছেন। বাংলার নিভৃত পল্লীতে তখন অসংখ্য মানুষ অনাহারে নীরবে চোখের পানি ফেলছেন। তাই বলি নববর্ষ উদযাপনের নামে অহেতুক অপচয় ও অপসংস্কৃতির আমদানী বন্ধ করে দেশের প্রতিটি পয়সা ও প্রতিটি ঘণ্টা ও মিনিট দেশগড়ার কাজে লাগান। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!! -[প্রঃ সঃ]

দরসে কুরআন

দশটি হারাম থেকে বেঁচে থাকুন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّ لاَ تَقْتُلُوْا أَوْلاَدَكُمْ مِّنْ إِمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوْا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ لاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۞ وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوْا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَ بِعَهْدِ اللّه أَوْفُوْا ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِه لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۞ وَأَنَّ هذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَ لاَ تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ، ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۞

১. অনুবাদঃ আপনি বলুন! এসো আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। দরিদ্রতার কারণে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমরা তোমাদের ও তাদের রূযী দান করে থাকি। প্রকাশ্য ও গোপন বেহায়াপনার নিকটবর্তী হয়ো না। ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত এমন কোন প্রাণ সংহার করোনা, যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন। তিনি তোমাদেরকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা বুঝ' (আল-আন'আম ১৫১)।

ইয়াতীমদের মালের নিকটবর্তী হয়োনা উত্তম পন্থা ব্যতীত, যতক্ষণ না সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। তোমরা ওযন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায়নিষ্ঠভাবে। আমরা কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেই না। আর যখন তোমরা কিছু বলবে, ন্যায় কথা বলবে। যদিও সে নিকটাত্মীয় হয়। তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। তিনি তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর (১৫২)।

নিশ্চয়ই এটি আমার সোজা-সুদৃঢ় পথ। তোমরা এর অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের অনুসরণ কর না। তাহ'লে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। তিনি তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা সংযত হও' (১৫৩)।

২. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(ক) তা'আ-লাও (تَعَالَوْا)ঃ 'তোমরা এসো!' صيغه جمع مذكر حاضر বাবে তাফা-'উল, একবচনে تَعَالَ।

(খ) আত্‌লু (أَتْلُ)ঃ 'আমি পাঠ করব' صيغه واحد متكلم বাবে نَصَرَ يَنْصُرُ মূলে ছিল اَتْلُوْ শেষ অক্ষর حرف علت متحرك বা হরকত যুক্ত স্বরবর্ণ হওয়ার কারণে واو পড়ে গিয়ে اَتْلُ হয়েছে। অর্থাৎ 'তোমরা এসো! আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শুনাব'।

(গ) ইমলা-ক্ব (إِمْلاَقٌ)ঃ 'দরিদ্রতা' (الفقر)। কেউ বলেছেন, ক্ষুধা (الجوع)। জাহেলী আরবদের মধ্যে অনেকে দরিদ্রতা ও ক্ষুধার তাড়নায় ভূমিষ্ট ছেলে বা মেয়ে সন্তানকে মাটিতে পুঁতে মেরে ফেলত।

(ঘ) যা-লেকুম (ذلِكُمْ)ঃ 'ঐগুলি'। হারামকৃত বিষয়গুলির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'কুম' (كُمْ) খেত্বাব বা সরাসরি কাউকে উদ্দেশ্য করে মধ্যম পুরুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সর্বদা মধ্যমপুরুষ অর্থে আসেনা। বরং এখানে নামপুরুষ অর্থে এসেছে। যেমন হযরত ওছমান গণী (রাঃ) যখন হামলাকারীদের দ্বারা স্বগৃহে আক্রান্ত হন, তখন তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেনঃ তোমরা কি জন্য আমাকে হত্যা করবে? আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানকে হত্যা করা যায় না। ১- বিবাহিত ব্যক্তি যেনা করলে ২- ইচ্ছাকৃত ভাবে কাউকে হত্যা করলে তার বদলা হিসাবে হত্যা করা এবং ৩- ইসলাম গ্রহণের পরে মুরতাদ হয়ে গেলে। অথচ আমার মধ্যে এগুলির কোনটাই নেই...। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। ذلِكُمُ الَّذِيْ ذَكَرْتُ لَكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ 'উক্ত বিষয়গুলি যা আমি তোমাদের নিকটে বর্ণনা করলাম, আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দান করেছেন যাতে তোমরা অনুধাবন কর'।[১] হযরত ওছমান (রাঃ)-এর উক্ত

১. আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; তাফসীরে ইবনে কাছীর ও তাফসীরে কুরতুবী।

হাদীছে 'যা-লেকুম' (ذلكم) বলে পূর্বে বর্ণিত বিষয়গুলির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা হামলাকারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন। অত্র আয়াতেও অনুরূপভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা মুসলিম উম্মাহ্কে উদ্দেশ্য করে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

(ঙ) **আশুদ্দাহু** (أَشُدَّهُ)ঃ 'তার শক্তি' (قوته)। অর্থাৎ ইয়াতীম শিশু যতক্ষণ পর্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। সাধারণতঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লেই মানুষ শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হয় ও জ্ঞানবান হয়। ইমাম কুরতুবী বলেন, এখানে দৈহিক ও বুদ্ধি বৃত্তিক উভয় প্রকার শক্তি ও যোগ্যতার অধিকারী হওয়া বুঝানো হয়েছে। কেননা 'শক্তি' কথাটি এখানে সাধারণ ভাবে বলা হয়েছে' (কুরতুবী)। অতএব শুধু বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লেই চলবে না; বরং তাকে সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষণের মত যোগ্য ও বুদ্ধিমান হওয়া আবশ্যক।

(চ) **মুস্তাক্বীমান** (مُسْتَقِيْمًا)ঃ 'সোজা-সুদৃঢ় যাতে কোনরূপ বক্রতা নেই' (مستويا قويما لا اعوجاج فيه)। এখানে نصب হয়েছে هذا صراطى থেকে حال হওয়ার কারণে। অর্থাৎ আমার এ রাস্তা জান্নাতের পথ নির্দেশনায় এমন সোজা ও সুদৃঢ় যা ভঙ্গুর নয় এবং যাতে কোন বক্রতা নেই।

৩. গুরুত্বঃ

হযরত উবাদা বিন ছামিত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা এরশাদ করেন যে, তোমাদের মধ্যে কে আছ যে, আমার নিকটে তিনটি আয়াতে বর্ণিত বিষয় সমূহের উপরে বায়'আত করতে পারে? একথা বলে তিনি উপরোক্ত তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি উক্ত দশটি বিষয় মেনে চলবে, তার পুরষ্কার আল্লাহ্র নিকটে রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তা থেকে কিছু ত্রুটি করবে, আল্লাহ তার শাস্তি হিসাবে দুনিয়াতেই তাকে গ্রেফতার করবেন। অথবা তার শাস্তি আখেরাত পর্যন্ত বিলম্বিত করবেন। হয় তাকে ক্ষমা করবেন, নয় তাকে শাস্তি দিবেন'।[২]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, সূরায়ে আল-আন'আমে বর্ণিত এই আয়াতগুলির মধ্যে ইতিপূর্বেকার সকল শরীয়ত জমা হয়েছে। কোন শরীয়তেই এই বিধানগুলি রহিত হয়নি।[৩] ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শেষ অছিয়ত দেখে খুশী হ'তে চায়, সে যেন উক্ত আয়াতগুলি পাঠ করে'।[৪] ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, 'উপরোক্ত বিষয়গুলি সকল বনু

২. হাকেম, মুত্তাফাক্ব আলাইহ; তাফসীরে ইবনে কাছীর ২/১৯৪ পৃঃ।
৩. কুরতুবী ৭/১৩২ পৃঃ।
৪. তিরমিযী, ত্বাবারাণী, বায়হাক্বী প্রভৃতি; তিরমিযী হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন; মুখতাছার তাফসীরুল মানার (বৈরুতঃ ১৯৮০) ২/৫৬৮ পৃঃ।

আদমের উপরে হারাম। যে ব্যক্তি এগুলির উপরে আমল করবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি এগুলি পরিত্যাগ করবে, সে জাহান্নামে যাবে'।[৫]

৪. আয়াত গুলির ব্যাখ্যাঃ

বর্ণিত তিনটি আয়াতে দশটি বিষয়কে মুমিনের জন্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি সরাসরি হারাম করেছেন এবং কয়েকটি আদেশের ভঙ্গিতে বলা হয়েছে, যার বিপরীত করাটা হারাম। সংক্ষেপে উক্ত দশটি হারাম বিষয় নিম্নরূপঃ

(১) আল্লাহ্র সাথে শরীক করা (২) পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার করা (৩) দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা (৪) প্রকাশ্য বা গোপন অশ্লীলতা (৫) অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করা (৬) ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা (৭) ওযন ও মাপে কম দেওয়া (৮) অন্যায় বিচার করা (৯) আল্লাহ্র সাথে খেয়ানত করা (১০) আল্লাহ্র পথ ছেড়ে অন্য পথে যাওয়া। এক্ষণে উপরে বর্ণিত দশটি হারাম (العشرة المحرمة) বিষয় সম্পর্কে আমরা নাতিদীর্ঘ আলোচনা পেশ করব।

১ম হারামঃ আল্লাহ্র সাথে শিরক করাঃ এর অর্থ আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীর সাথে অন্য কারু সত্তা ও গুণাবলীকে শরীক করা। জাহেলী আরবের কাফেররা আল্লাহ্কে অস্বীকার করেনি বা তাঁর সত্তার সাথে অন্য কোন সত্তাকে শরীক করেনি। বরং তারা তাঁর গুণাবলীর সাথে অন্যের গুণাবলীকে শরীক করেছিল। আল্লাহ্র নিকটে সুপারিশ করেই হৌক বা যেভাবেই হৌক অন্যের মধ্যেও কিছু গায়েবী শক্তি আছে বলে তারা বিশ্বাস করেছিল। আর সেকারণেই তারা সকল ব্যাপারে তাদের মধ্যেকার নেক্কার মৃত মানুষের মূর্তির কাছে গিয়ে তার অসীলায় মুক্তি কামনা করত। আর মূর্তি পূজাই হ'ল বিশ্ব ইতিহাসের প্রাচীনতম শিরক। এর ফলে মানুষ স্রষ্টাকে ছেড়ে সৃষ্টির পূজারী হয়ে পড়ে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অসীলা পূজারী হয়ে যায়। ইসলাম এটাকে হারাম ঘোষণা করেছে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে খালেছ ভাবে কেবল আল্লাহ্র ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'তুমি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত কর' (যুমার ২)। অন্যত্র তিনি বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তার সঙ্গে কাউকে শরীক করো না' (নিসা ৩৬)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

...لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ وَ إِنْ قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ... رواه ابن ماجه عن ابى الدرداء

'তুমি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না। যদিও তোমাকে টুকরা টুকরা করা হয় কিংবা জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়'...।[৬]

৫. তাফসীরে বাগাভী ১/২৮০-৮১ পৃঃ।
৬. *ইবনু মাজাহ হা/৪০৩৪ 'ফিতান' অধ্যায়; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/ ৩২৫৯; মিশকাত হা/৫৮০ 'ছালাত' অধ্যায়।*

মানুষের সামগ্রিক জীবনে কেবলমাত্র আল্লাহ্র নিকট থেকে অর্থাৎ তাঁর প্রেরিত অহি-র বিধান থেকে আলো গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনাই হ'ল 'তাওহীদে ইবাদত'-এর মূল কথা। এর বিপরীতটাই হ'ল 'শিরক'। যদি কেউ ধর্মীয় জীবনে অহি-র বিধান মেনে চলেন। কিন্তু বৈষয়িক জীবনে তা অস্বীকার করেন ও অন্যের বিধান কবুল করেন, তবে সেটাও হবে শিরক। অনুরূপভাবে যদি কেউ নাম-যশের জন্য দান-ছাদকা করেন বা লোক দেখানো ছালাত আদায় করেন, তবে সেটাও হবে শিরক। আল্লাহ বান্দার সব গোনাহ ক্ষমা করেন। কিন্তু শিরকের গোনাহ কখনোই ক্ষমা করেন না (নিসা ৪৮, ১১৬)। যে ব্যক্তি শিরক করে, তার উপরে আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দেন (মায়েদাহ ৭২)। কিন্তু বাস্তব কথা এই যে, অধিকাংশ মানুষই শিরকের প্রতি আগ্রহশীল। মুসলিম সমাজ এর ব্যতিক্রম নয়। আল্লাহ বলেন, 'ওদের অধিকাংশ মুমিন নয় বরং মুশরিক' (ইউসুফ ১০৬)।

২য় হারামঃ পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার করাঃ

বর্ণিত আয়াতে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কেবল পিতা-মাতার অবাধ্য না হওয়াই যথেষ্ট নয়। বরং সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখা ফরয। হাদীছে পিতার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি বলা হয়েছে।[৭] অন্য হাদীছে পিতার চাইতে মায়ের হক আদায়ের জন্য পরপর তিনবার তাকীদ করা হয়েছে।[৮] কুরআনের অন্য আয়াতে পিতা-মাতার জন্য সর্বদা বিনয়ের হস্ত প্রসারিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (বনী ইস্রাঈল ২৪)। তাছাড়া আল্লাহ্র ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (বনী ইস্রাঈল ২৩)। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায়ের নির্দেশ দানের পরপরই পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (লোকমান ১৪)।

বর্তমান আয়াতে শিরকের মহাপাপের উল্লেখের পরপরই পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দানের মাধ্যমে একথা বুঝানো হয়েছে যে, শিরকের পরবর্তী মহাপাপ হ'ল মাতা-পিতার সাথে অসদ্ব্যবহার করা। পিতা-মাতা যদি তাদের সন্তানকে শিরক করার নির্দেশ দেন ও সেজন্য চাপ প্রয়োগ করেন, তবে তাদের সে নির্দেশ অমান্য করার জন্য আল্লাহ পাক সন্তানদের প্রতি আদেশ দিয়েছেন এবং অন্যান্য দুনিয়াবী বিষয়ে পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন (লোকমান ১৫)।

৩য় হারামঃ সন্তান হত্যা করাঃ বর্ণিত আয়াতে দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যার কথা বলা হয়েছে সাধারণ ও প্রচলিত কারণ নির্দেশ করার জন্য। এর অর্থ এটা নয় যে, অন্য কারণে সন্তান হত্যা করা যাবে। বরং সন্তান হত্যা করা সর্বাবস্থায় হারাম। পূর্বের আয়াতে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য বলা হয়েছে এবং বর্তমান আয়াতে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য বলা হয়েছে। উক্ত কর্তব্যের বিরোধিতা করে সন্তানকে হত্যা করা হারাম ও মহাপাপ। যেমন পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার করা সন্তানের জন্য হারাম।

জাহেলী আরবের লোকদের অনেকে দারিদ্র্যের ভয়ে কিংবা বড় হয়ে মেয়ের বিবাহ দিতে না পারা কিংবা শত্রু পক্ষের নিকট থেকে তার ইয্যতের হেফাযত করতে না পারার লজ্জা ঢাকার জন্য কেউবা অন্য কোন কারণে মেয়ে জন্মের পরেই তাকে নিজে বা অন্যের দ্বারা হত্যা করত। প্রসবের সাথে সাথে পাশে খুঁড়ে রাখা গর্তে পুঁতে ফেলত অথবা কুয়ায় ফেলে দিয়ে হত্যা করত। মুসনাদে দারেমী (হা/২) ও ত্বাবারাণীতে এধরনের কিছু ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

সন্তান হত্যার বিষয়টি জাহেলী আরবের সামাজিক জীবনে কোন অন্যায় কাজ বলে মনে করা হ'ত না। যেমন অন্যায় মনে করা হ'ত না মদ্যপান, ব্যভিচার, সূদ-জুয়া-লটারী ইত্যাদিকে। তাদের নৈতিকতা এমন ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল যে, এগুলিকে অন্যায় ভাবার অনুভূতিও তারা হারিয়ে ফেলেছিল। এইসব অন্যায় কাজে তারা এমনই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, রাসূল (ছাঃ) যখন পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে তাদেরকে সংশোধনের জন্য আল্লাহ্র বাণী নিয়ে অগ্রসর হ'লেন, তখন তারা সংশোধন তো হ'লই না বরং উল্টা রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সাথীদের উৎখাতের জন্য সকল প্রকারের চক্রান্তে লিপ্ত হ'ল। অবশেষে তাঁকে মক্কা ছাড়তে বাধ্য করল। ইসলাম এইসব অনুভূতিহীন মানুষগুলির মধ্যে প্রথমে পরকালীন অনুভূতি সৃষ্টি করেছে। জান্নাতের সুসংবাদ ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করেছে। এইভাবে পরকালীন মুক্তির অনুভূতি জাগ্রত করার পরে তাদের নিকটে একে একে বিধান পেশ করেছে। সন্তান হত্যার নিষেধাজ্ঞা যার অন্যতম। এই বিধানের বরকতে অগণিত সন্তান বিশেষ করে কন্যাশিশু পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের নির্মম নিষ্ঠুরতা হ'তে বেঁচে গেছে।

দুর্ভাগ্য, ফেলে আসা সেই ফেরাঊনী ও জাহেলী আরবের মর্মান্তিক কুপ্রথা আধুনিক সভ্যতাগর্বী মানুষের মধ্যে ফিরে আসতে শুরু করেছে। সম্প্রতি আমেরিকায় গর্ভপাত আইন পাস করা হয়েছে। জাহেলী আরবরা গর্ভ খালাসের পরে জীবন্ত সন্তান গর্তে পুঁতে হত্যা করত। আধুনিক জাহিলরা সেটা গর্ভপাত আইনের মাধ্যমে গর্ভে রেখেই জীবন্ত হত্যা করে গর্ভপাত ঘটাচ্ছে। বাংলাদেশের মুসলিম মা-বাবাদের মধ্যেও কেউ কেউ তাদের সদ্য প্রসূত সন্তানকে জীবন্ত নদীতে ছুঁড়ে ফেলছে কিংবা ডাষ্টবিনে অথবা কচুরীর ডোবাতে ডুবিয়ে হত্যা করছে। আরেক দল রক্ত শোষক লোকেদের সন্তান চুরি করে নিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে পাচার করছে ও তাদেরকে সেখানে হত্যা করে মাথার ঘিলু, কলিজা, হৃৎপিণ্ড, কিডনী ইত্যাদির ব্যবসা করছে। ফেরাঊন বা জাহেলী আরবরা নিশ্চয়ই এত নিষ্ঠুর ছিল না।

৭. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯২৭ 'সদ্ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা' অনুচ্ছেদ।*
৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯১১।*

এমনিভাবে সন্তানকে সুশিক্ষা না দেওয়া কিংবা সুশিক্ষার বদলে কুশিক্ষা দেওয়াও এক প্রকার সন্তান হত্যার শামিল। এ বিষয়ে অভিভাবকদের দায়িত্ব অপরিসীম।

৪র্থ হারামঃ প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতাঃ এর দ্বারা সাধারণভাবে যেনা-ব্যভিচার বুঝানো হ'লেও মূলতঃ প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকারের অশ্লীলতা ও বেহায়াপনাকে বুঝানো হয়েছে। হযরত সা'দ বিন ওবাদা (রাঃ) একদা বলেন, আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে কোন পর পুরুষকে দেখি, তবে আমি তাকে সরাসরি হত্যা করব। কোনই করুণা করব না। একথা রাসূল (ছাঃ)-এর কর্ণগোচর হ'লে তিনি বলেন, আমি সা'দের চাইতে অধিকতর সম্মান বোধ সম্পন্ন এবং আল্লাহ আমার চাইতে অনেক বেশী আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন। আর একারণেই তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকারের অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন।[৯] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, জাহেলী আরবের লোকেরা প্রকাশ্যে যেনাকে খারাপ মনে করত। কিন্তু গোপনে এগুলিকে খারাপ মনে করত না। সেকারণ অত্র আয়াত নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ উভয় প্রকার অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন' (রশীদ রিযা, মুখতাছার তাফসীরুল মানার)।

হাল-যামানার জাহেলিয়াত প্রাচীন যুগের জাহেলিয়াতকে হার মানিয়েছে। পারস্পরিক সম্মতিতে যেনা কিংবা সমকামিতা হ'লে পাশ্চাত্যের আধুনিক জাহেলী রুচিতে কোন অন্যায় নয়। আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট তার মেয়ের বয়সী ডজন খানেক নষ্টা মেয়ের সাথে লাম্পট্য করে বিশ্বব্যাপী আমেরিকানদের নৈতিক দেউলিয়াত্ব প্রকাশ্যভাবে তুলে ধরেছেন। এই অপকর্মের জন্য সেদেশের সিনেট বা কংগ্রেস তার বিরুদ্ধে সামান্য নিন্দা প্রস্তাবও আনেনি। এমনকি জনগণ বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা নাকি আগের চেয়ে বেড়ে গেছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ। তার স্ত্রী ও যুবতী কন্যাও এব্যাপারে নাখোশ বলে মনে হয়নি। অমনিভাবে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে বিগত সরকারের আমলে যে মুনীরের ফাঁসি হ'ল। সেটা কিন্তু একজন যুবক ছেলের বয়স্কা নষ্টা মা কোহিনূর ওরফে খুকুর সাথে তরুণ প্রেমিক মুনীরের অবৈধ সম্পর্কের জন্য নয়। বরং ঐ মহিলার প্ররোচনায় নিজের সতীসাধ্বী স্ত্রী শারমীনকে হত্যা করার অপরাধে মুনীরের ফাঁসি হয়েছিল। হত্যার মূল নায়িকা কোহিনূর কিন্তু বেকসুর খালাস পেয়ে গিয়েছিল। একটি স্বাধীন মুসলিম দেশে এটা কিভাবে সম্ভব হ'ল? কারণ বাংলাদেশ মুসলিম দেশ হ'লেও তা চলছে পাশ্চাত্য আইনের ধাঁচে। যেখানে পারস্পরিক সম্মতিতে যেনা করাটা কোন দোষের ব্যাপার নয়। তাই আমেরিকার মনিকা নিওলস্কি ও ঢাকার কোহিনূর আইনের দৃষ্টিতে দোষী সাব্যস্ত হয়নি। হায়রে মানব রচিত আইন!!

বর্ণিত আয়াতে প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হ'তেও নিষেধ করা হয়েছে। অতএব যেসব কাজ করলে মানুষকে অশ্লীলতার নিকটবর্তী করে, সেসব কাজ থেকে বিরত থাকা যরূরী। হাদীছে এসেছে 'একজন পুরুষ যখন একজন পরনারীর সাথে গোপনে কথা বলে, তখন সেখানে তৃতীয় আরেকজন থাকে। যার নাম শয়তান'।[১০] অতএব এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া থেকে সর্বদা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

যৌন উত্তেজক ছবি চরিত্র ধ্বংসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। মদ দেহকে উত্তেজিত করে। কিন্তু যৌন ছবি দেহ ও মন উভয়কে উত্তেজিত করে এবং অশ্লীলতায় প্ররোচিত করে। মদের চাইতে নগ্ন নারীচিত্র অধিক ভয়ংকর। অথচ বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায়, রাস্তা-ঘাটে, দোকানে ও রিক্সার পিছনে এ ধরনের নোংরা ছবির ছড়াছড়ি। যা উঠতি বয়সের তরুণদের চরিত্র নষ্ট করছে। সমাজ জীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে। অথচ এগুলো রুখবার দায়িত্ব যাদের, তারা নির্বিকার।

অনুরূপভাবে এমন কোন ছবি দেখা বা বই-পত্রিকা পড়া যা মনকে অন্যায় কাজে প্রলুব্ধ করে, এমন পর্ণো ছবি ও বাজে সাহিত্য ও পত্রিকা পাঠ করা যাবে না। সর্বদা দৃষ্টি নিম্নে রাখতে হবে। সর্বদা সৎ চিন্তা, সৃষ্টিশীল চেতনা, সৎ-সাহিত্য পাঠ ও সৎ সংসর্গে থাকার মাধ্যমে নিজেকে সুন্দর মনের অধিকারী সুন্দর মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। সাথে সাথে এ সবের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করতে হবে। অশ্লীল কাজ শুধু নয়। অশ্লীল কথাও বন্ধ করতে হবে। আজকাল আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও তাদের অনুসারী তথাকথিত প্রগতিপন্থী রাজনৈতিক সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে এমনামন নোংরা উক্তি করছেন, যা পড়তেও ঘৃণা হয়। এমনকি কিছু কিছু ধর্মীয় নেতার আচরণ এর ব্যতিক্রম নয়। ফলে এইসব নেতৃবৃন্দ জনগণের এমনকি নিজেদের সমর্থক ও কর্মীদের কাছেও শ্রদ্ধাবোধ হারিয়েছেন। অতএব আমাদেরকে অবশ্যই কথা ও কাজে শ্লীল ও মার্জিত হ'তে হবে। প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকারের অশ্লীলতাকে রুখতে হবে এবং যেকোন মূল্যে ইসলামী নৈতিকতাকে নিজের জীবনে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৫ম হারামঃ অন্যায় ভাবে মানুষ হত্যা করাঃ

সঙ্গত কারণ ব্যতীত ইসলামে চিরকালের জন্য মানুষ হত্যাকে হারাম করা হয়েছে। আধুনিক আইনেও এটা নিষিদ্ধ। কিন্তু উভয় আইনের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য রয়েছে। যেকারণে সংবিধানে লেখা থাকলেও বাস্তবে খুন-খারাবী বেড়েই চলেছে। আধুনিক আইনে ফাঁক-ফোকর এত বেশী রয়েছে যে, উভয় পক্ষের উকিলের কুটতর্কের লড়াইয়ে জজ বেচারা অসহায় শ্রোতা হয়ে কেবল দিন ফেলতেই থাকেন। ফলে কয়েক বছর পরে গিয়ে দেখা যায় যে, প্রকৃত আসামী বেকসুর খালাস। **দ্বিতীয়তঃ** আধুনিক আইনে ওকালতির নিয়ম চালু থাকায় মূল বাদী-বিবাদী ও

৯. বুখারী ও মুসলিম, ইবনু কাছীর।

১০. *তিরমিযী, মিশকাত, হা/৩১১৮ 'বিবাহ' অধ্যায়।*

বিচারক এখানে গৌণ হয়ে যান। অথচ ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় ঐ তিনজনই মুখ্য। যাদের সরাসরি অংশ গ্রহণ ও জিজ্ঞাসাবাদে এবং নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে খুব সহজে ও দ্রুত সময়ে আসামী চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। তৃতীয়তঃ 'ক্বিছাছ' অর্থাৎ খুনের বদলা খুন অথবা রক্ত মূল্যের বিধান মওজুদ থাকায় ইসলামী আইনে হত্যার প্রবণতা হ্রাস পায়। কিন্তু আধুনিক আইনের সূর হ'ল জীবনকে বাঁচিয়ে রাখা। সূরটি ভাল। কিন্তু এটার বাড়াবাড়ির ফলে কয়েকটি খুনের আসামীও নির্ভীক চিত্তে আরেকটি খুন করে এবং পেশাদার খুনী হিসাবে সমাজে বুক ফুলিয়ে চলে। ইসলামী আইনে খুনীর প্রতি কোনরূপ অনুকম্পা নেই। ওর জীবন বাঁচিয়ে নয় বরং ওকে খুন করার মধ্যেই অন্যের জীবন নিহিত। কেননা ওই খুনী বেঁচে গেলে আরও পাঁচজনকে খুন করবে এবং অন্য খুনীরা উৎসাহিত হবে। আল্লাহ বলেন, 'হে জ্ঞানী সমাজ! ক্বিছাছ বা খুনের বদলা খুনের মধ্যেই তোমাদের জীবন নিহিত' (বাক্বারাহ ১৭৯)।

৬ষ্ঠ হারামঃ অন্যায় ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করাঃ

অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ গোনাহে কবীরাহ্র অন্তর্ভুক্ত। সহায়-সম্বলহীন ইয়াতীমের অসহায়ত্বকে সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে যারা তাদেরকে তাদের প্রাপ্য হক হ'তে বঞ্চিত করে, তারা মানুষের দেহধারী পশু ছাড়া কিছুই নয়। পিতৃহীন কিংবা পিতৃমাতৃহীন নাবালক সন্তানকে 'ইয়াতীম' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَنَا وَ كَافِلُ الْيَتِيْمِ كَهَاتَيْنِ 'আমিও ইয়াতীমের অভিভাবক জান্নাতে দুই আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব। এই বলে তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল দু'টি উচুঁ করে দেখালেন'।[১১] কিন্তু ঐ অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক যদি ইয়াতীমের হক বিনষ্টকারী হয় ও তার মাল অন্যায় পন্থায় ভক্ষণকারী হয়, তবে সে খেয়ানতকারী হিসাবে আল্লাহ্র নিকটে উত্থিত হবে। ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে এবং যোগ্য ও জ্ঞান সম্পন্ন হ'লে তার মাল তাকে বুঝে দিতে হবে।

বাংলাদেশে বহু সরকারী ও বেসরকারী ইয়াতীমখানা রয়েছে। কিন্তু সেই সব ইয়াতীমদের জন্য প্রদত্ত বাজেট আত্মসাৎ সংক্রান্ত যে সব খবরাখবর পত্র-পত্রিকায় মাঝে-মধ্যে প্রকাশিত হয়, তার যদি সিকি ভাগও সত্য হয়, তবে সেটা হবে এক মারাত্মক আত্মঘাতি সংবাদ। সম্প্রতি ঢাকার একটি বালিকা ইয়াতীমখানার তত্ত্বাবধায়ক জনৈক নৈতিকতাহীন পশু নিয়মিতভাবে ইয়াতীম কিশোরী মেয়েদের নিয়ে যেসব ফষ্টিনষ্টি করছে বলে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তা আরও মারাত্মক দুঃসংবাদ। তাই ইয়াতীমদের মাল-সম্পদের তত্ত্বাবধান শুধু নয়, তাদের ইয্যতের হেফাযতকারী এবং তাদেরকে সুশিক্ষিত ও সুমার্জিত হিসাবে গড়ে তোলাও অভিভাবকদের দায়িত্ব।

অনেক পিতৃহীন বালক-বালিকা রয়েছে, বড় ভাই বা চাচা যাদের অভিভাবক। পিতৃ সম্পত্তিতে প্রাপ্য হক থেকে ঐসব অভিভাবকগণ তাদের বঞ্চিত করে থাকেন। এমনকি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরে ছোট ভাইদের সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়ার সময় তারা যে নোংরামির পরিচয় দেন, তাতে তারা রক্ষক হয়ে রীতিমত ভক্ষকের পর্যায়ে চলে যান। ছোট ভাইয়েরা মান-সম্মানের খাতিরে অনেক সময় মনের ব্যথা মনেই চেপে রাখে। অনেক সময় যবরদস্তি তাদের কাছ থেকে মাফ করিয়ে নেওয়া হয়। অথচ তারা অন্তর থেকে মাফ করে না। এমতাবস্থায় অন্তরের খবর যিনি রাখেন, সেই সুক্ষ্মদর্শী আল্লাহ্র বিচার থেকে ঐসব বড় ভাইয়েরা বা চাচারা কখনোই রেহাই পাবে না। বরং ঐ ইয়াতীম ছোট ভাই, ভাইঝি বা ভাইপোর চোখের পানি বা বুক ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস একদিন তার জন্য কাল হয়ে দেখা দিবে। অন্যায়ভাবে এক সরিষা দানা পরিমাণ মাল ভক্ষণ করলেও তা ক্বিয়ামতের দিন দেখা হবে। অতএব ইয়াতীম নাবালকদের তত্ত্বাবধায়কগণ সাবধান! অন্যায় চিন্তা নিয়ে ইয়াতীমের মালের নিকটবর্তী হ'তেও আল্লাহ নিষেধ করেছেন।

৭ম হারামঃ ওযন ও মাপে কম দেওয়াঃ

এটি একটি মারাত্মক সামাজিক অপরাধ। হযরত শু'আইব (আঃ)-এর কওমে এই অপরাধ ব্যাপকতা লাভ করেছিল। ফলে আল্লাহ্র গযবে এক ভয়ংকর বজ্রনিনাদে তারা নিমেষে ধ্বংস হয়ে যায়। শু'আইবের কওম পরিষ্কার ভাবে বলেছিল, أَصَلٰوتُكَ تَأْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ 'আপনার ছালাত কি আপনাকে এই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা ছেড়ে দেব? (হূদ ৮৭)। সুললিত বাগ্মিতার অধিকারী 'খত্বীবুল আম্বিয়া' হযরত শু'আইব (আঃ) অধিকাংশ সময় ছালাত ও নফল ইবাদতে রত থাকতেন। তিনি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে নিজ কওমকে উপদেশ দিয়েও ব্যর্থ হয়েছিলেন। তারা তাঁর ছালাতকে বিদ্রুপ করে উপরোক্ত কথা বলেছিল এবং কোন মতেই প্রচলিত শিরক হ'তে এবং ওযনে কম দেওয়ার বদভ্যাস হ'তে তওবা করেনি। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা দ্বীনকে তাদের মনমত গড়েছিল এবং বৈষয়িক জীবনে দ্বীনের হেদায়াত মেনে চলতে হবে, একথাতেও তারা বিশ্বাসী ছিল না। ন্যায়-অন্যায় যেভাবে হৌক অর্থোপার্জন তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আজকের পৃথিবীও সেই একই দুর্নীতিতে ভাসছে। এদেশেও যেসব মুসলমান ছালাত-ছিয়াম-হজ্জে অভ্যস্থ হ'য়েও অর্থনৈতিক দুর্নীতি ও হারাম উপার্জন থেকে বিরত হন না, শু'আইব (আঃ)-এর কওমের মধ্যে তাদের

১১. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২ 'সৃষ্টির উপরে অনুগ্রহ ও অনুকম্পা' অনুচ্ছেদ।*

জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আল্লাহ বলেন, ধ্বংস তাদের জন্য, যারা ওযন ও মাপে কম বেশী করে। যারা নেওয়ার সময় পুরোপুরি নেয় ও দেওয়ার সময় কম করে দেয়' (মুত্বাফফেফীন ১-৩)। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন কোন কওমের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আমানতের খেয়ানত ব্যাপ্তি লাভ করে, তখন আল্লাহ তাদের অন্তর সমূহে ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করেন। যখন কোন জনপদে যেনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেই সমাজে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়। যখন কোন সমাজে মাপ ও ওযনে কম দেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়, তখন সেই সমাজে রূযির স্বচ্ছলতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। যখন কোন সমাজে অবিচার শুরু হয়, তখন সেই সমাজে খুন-খারাবী সস্তা হয়ে যায়। যখন কোন কওম চুক্তিভঙ্গ করে, তখন তাদের উপরে শত্রু জয়লাভ করে'।[১২] তবে ইবনু আবিদল বার্র বলেন, আমরা হাদীছটি তাঁর থেকে 'অবিচ্ছিন্ন' সনদে রেওয়ায়াত করেছি এবং এমন ধরণের ভবিষ্যদ্বাণী কোন ছাহাবী নিজের থেকে করতে পারেন না'।[১৩] একদা ইবনু আব্বাস (রাঃ) মাপ ও ওযনকারীদের লক্ষ্য করে বলেন, 'হে মাওয়ালীগণ! তোমরা দু'টি বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছ। যে দু'টির মাধ্যমে তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা ধ্বংস হয়েছে। সে দু'টি হ'ল মাপ ও ওযন'।[১৪] ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, لكل شيئ وفاء تطفيف 'প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পুরোপুরি ও কমবেশী করার বিষয়টি রয়েছে'।[১৫] এটা ওযন ও মাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং শ্রমিক, কর্মচারী, মুছল্লী এবং সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তির কর্তব্য কর্মে ত্রুটি করাও মাপ এবং ওযনে ত্রুটি করার শামিল।

৮ম হারামঃ অন্যায় বিচার করাঃ

বিচারকার্য ও সাক্ষ্যদান উভয় ক্ষেত্রেই বিষয়টি প্রযোজ্য। ইমাম কুরতুবী বলেন, দুইজন ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত যেকোন বিষয়ে এটি হ'তে পারে। বস্তুতঃ আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে ন্যায় কথা বলা ও ন্যায় বিচার করা ইসলামী শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বর্তমান যুগে দলীয় সমাজ ব্যবস্থায় আত্মীয়তার চেয়ে দলীয় দৃষ্টিকোনকেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। জাহেলী আরবরা একই দোষে দোষী ছিল। তবে সেখানে ছিল মূলতঃ বংশীয় দলাদলি। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ কর না। সুবিচার কর। এটাই আল্লাহভীতির অধিক নিকটবর্তী (মায়েদাহ ৮)। জাহেলী যুগে দু'জনে ঝগড়া লাগলে সাথে সাথে তা বংশীয় দলাদলি ও মারামারিতে রূপ নিত। তুচ্ছ একটি ঘটনা নিয়ে বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ চলত। উভয় পক্ষে অবিরাম রক্ত ঝরতো। ন্যায় বিচার সেখানে অন্তর্হিত ছিল। সেই জাহেলিয়াত আজ পুনরায় মাথা চাড়া দিয়েছে। দলীয় ক্যাডার ও শক্তিমানদের দাপটে ন্যায় বিচার এখানে নিভৃতে কাঁদে। রূহ ব্যতীত যেমন দেহ বাঁচে না। ন্যায় বিচার ব্যতীত তেমনি সমাজ বাঁচে না। ইসলাম সুন্দর সমাজ গড়ার স্বার্থে মিথ্যা সাক্ষ্য দান ও অন্যায় বিচারকে চিরতরে হারাম করেছে।

৯ম হারামঃ আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ না করাঃ বিষয়টি ক্রমিক ধারায় ৯ম হ'লেও মূলতঃ এটি ইসলামী শরীয়তের সকল আদেশ-নিষেধের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। বলা হয়েছে যে, 'তোমরা আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর'। এ অঙ্গীকার রূহানী জগতের সেই অঙ্গীকার হ'তে পারে। যখন ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের রূহকে একত্রিত করে আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ 'আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই'? তখন সকলে বলেছিল بَلَى 'হাঁ' (আ'রাফ ১৭২)। এ অঙ্গীকারের দাবী এই যে, 'রব' হিসাবে আল্লাহ্র সকল আদেশ ও নিষেধ বিনা বাক্য ব্যয়ে মান্য করা। এছাড়া দুনিয়াতে আমরা আল্লাহ্র নামে বায়'আত করি, শপথ করি, অঙ্গীকার করি এ সব কিছু যথোচিত মর্যাদার সাথে মেনে চলা যরূরী। বান্দার সাথে বান্দার অঙ্গীকার পূর্ণ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আল্লাহ্র সাথে বান্দার অঙ্গীকার পূর্ণ করা আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই অঙ্গীকার পূর্ণ না করা আল্লাহ্র সাথে খেয়ানতের শামিল।[১৬] যা আল্লাহ কৃত দশটি হারামের অন্তর্ভুক্ত।

১০ম হারামঃ আল্লাহ্র পথ ব্যতীত অন্য পথে ধাবিত হওয়াঃ এটা দু'ধরণের হ'তে পারে। ১- সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্র পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শয়তানের পথে চলে যাওয়া। ২- আল্লাহ্র পথে থেকে বিভিন্ন পথে ধাবিত হওয়া। প্রথমোক্ত পথটি নাস্তিক্যবাদের পথ। যারা কোন অবস্থায় আল্লাহ বা আল্লাহ্র পথকে স্বীকার করে না। বরং নিজের খেয়াল-খুশী মত চলে। দ্বিতীয় দলের লোকেরাই পৃথিবীতে বেশী। যারা যুগে যুগে বিভিন্ন এলাহী ধর্মের অনুসারী হয়েছে। অতঃপর এলাহী কিতাব ও তার আদেশ-নিষেধ সমূহের কপোল কল্পিত ব্যাখ্যা দিয়ে বিভিন্ন বিদ'আতী পথ-পন্থা আবিষ্কার করেছে। এমনকি নিজেদের মন মত সাজাতে গিয়ে মূল এলাহী গ্রন্থে শাব্দিক পরিবর্তন পর্যন্ত ঘটিয়েছে। ইহুদী-নাছারা, মজূসী এবং সমস্ত বিদ'আত পন্থী দল এই দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত।

মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে এমন বহু দল রয়েছে যারা 'কুরআন ও সুন্নাহ্কে নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা ও পসন্দের ছাঁচে ঢেলে নিতে চাচ্ছে। কোন আয়াত বা হাদীছকে নিজের মতলব বা

১২. *মুওয়াত্ত্বা মালেক, 'জিহাদ' অধ্যায় হা/২৬, মিশকাত হা/৫৩৭০; হাদীছটি 'মওকূফ'।*
১৩. *মুওয়াত্ত্বা, টীকা দ্রষ্টব্য (মূলতানঃ মাকতাবা ফারূক্বিয়া, তাবি) পৃঃ২৭১-২৭২; কুরতুবী উক্ত আয়াতের তাফসীর ৭/১৩৬ পৃঃ।*
১৪. ইবনু কাছীর ২/১৯৭; তিরমিযী সনদ ছহীহ।
১৫. *মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন (বঙ্গানুবাদ সংক্ষেপায়িত) পৃঃ ৪২৪।*

১৬. *মার্চ '৯৯ -এর দরসে কুরআন পাঠ করুন-সম্পাদক।*

ধারণার বিপরীত দেখলে তারা তার মনগড়া ব্যাখ্যা করে স্বীয় প্রবৃত্তির পক্ষে নিয়ে যায়। মূলতঃ এখান থেকেই বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতার জন্ম। বর্ণিত আয়াতে এসব থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে'।[১৭]

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের সামনে একটি দাগ কাটলেন ও বললেন, এটা হ'ল সাবীলুল্লাহ বা আল্লাহ্র রাস্তা। অতঃপর উক্ত দাগটি হ'তে তার ডাইনে ও বামে কয়েকটি দাগ কাটলেন ও বললেন, এ রাস্তাগুলির প্রত্যেকটির মাথায় একজন করে শয়তান আছে। যে নিজের দিকে সর্বদা লোকদের ডাকছে। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন, وَ أَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ... 'নিশ্চয়ই এটি আমার সোজা-সুদৃঢ় পথ। অতএব তোমরা তার অনুসরণ কর। অন্য রাস্তা সমূহের অনুসরণ করো না। তাহ'লে ওরা তোমাদেরকে তাঁর রাস্তা হ'তে বিচ্যুত করে ফেলবে...'।[১৮]

ইমাম কুরতুবী, ইমাম শাওকানী, সৈয়দ রশীদ রিযা প্রমুখ মুফাসসিরগণ মুসলমানদের মধ্যকার বিভ্রান্ত ও বিদ'আতী ফিরকা সমূহকে উপরোক্ত পথভ্রষ্ট দলসমূহের মধ্যে শামিল করেছেন। অতএব শুধু ভোটার লিষ্টে বা ভর্তি ফরমে কিংবা চাকুরীর দরখাস্তে জাতীয়তার ঘরে মুসলিম ও 'সুন্নী' লিখলেই ছিরাতে মুস্তাক্বীমের দাবীদার হওয়া যাবে না। বরং তাকে আক্বীদা ও আমলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সত্যিকারের অনুসারী হ'তে হবে। তিনি ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম যে পথে ছিলেন, সে পথে যেকোন মূল্যে টিকে থাকতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভবিষদ্বাণী করে গেছেন যে, 'বনী ইস্রাঈলগণ ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। সব দলই জাহান্নামে যাবে একটি দল ব্যতীত। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, তারা কোন্ দল হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, যার উপরে আমি ও আমার ছাহাবীগণ রয়েছি'।[১৯] হাকেম-এর বর্ণনায় এসেছে ما أنا عليه اليوم و أصحابى 'আমি ও আমার ছাহাবীগণ আজকের দিনে'।[২০] এর ফলে রাসূল পরবর্তী রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাদ পড়ে গেল।

বুঝা গেল যে, রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় যে ইসলাম ছিল, সেই আদি মূল ইসলামের যারা অনুসারী হবেন, তারাই কেবলমাত্র নাজী ফের্কা বা মুক্তি প্রাপ্ত দল হবেন। পরবর্তীকালে কোন কোন বিষয়ে উম্মতের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে ও সেখান থেকেই ফায়ছালা নিতে হবে। কেননা ইসলাম রাসূলের (ছাঃ) জীবদ্দশাতে তাঁর মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করেছে। পরবর্তীকালে অন্য কারু মাধ্যমে নয়।

ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, ما قبض الله روح نبيه و لا رفع الوحى عنه حتى اغنى أمته كلهم عن الرأى 'আল্লাহ তাঁর রাসূলের রূহ কবয করেননি বা তাঁর অহি উঠিয়ে নেননি, যতক্ষণ না তাঁর উম্মতকে 'রায়' থেকে মুখাপেক্ষীহীন করেছেন'।[২১] অতএব যেকোন ফেকহী বা ব্যবহারিক সমস্যায় সরাসরি ছহীহ হাদীছ থেকে ফায়ছালা নিতে হবে। সেখানে যা আছে তা মানতে হবে। যা নেই তা ছাড়তে হবে। হৃদয়কে গোঁড়ামীমুক্ত করতে হবে। সর্বদা 'হক' কবুল করার জন্য হৃদয়কে উদার ও খোলাছা রাখতে হবে। তাহ'লেই কেবল পরকালীন মুক্তির আশা করা যেতে পারে। নইলে বড় দল বা বাপ-দাদার দোহাই পেড়ে মুনকির-নাকীরের কাছে পার পাওয়া যাবে না। কবরের কঠিন আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার কোন পথ থাকবে না।

আজকে বাংলাদেশের মুসলমান জাতীয় ও বিজাতীয় তাক্বলীদের শৃংখলে আবদ্ধ। জাতীয় তাক্বলীদের মোহে পড়ে তারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে দূরে সরে গিয়ে বিগত মুজতাহিদ ইমামগণের নামে চালু করা মাযহাবী জেলখানায় আবদ্ধ হয়েছে। এরপরে তথাকথিত ছূফীবাদের নামে আবিষ্কৃত বিভিন্ন তরীকার মোহে আবিষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির নামে ইসলামের আজন্ম শত্রু ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চালান করা বিভিন্ন মতবাদের পিছনে কলুর বলদের মত ঘুরছে আর ঘুরছে। ভাবছে, না জানি কত প্রগতি হ'ল। আসলে যে, সে যেখানে ছিল সেখানেই আছে, বরং দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে সে হুঁশ নেই। ফলে ধর্মীয় জীবন ও বৈষয়িক জীবন উভয় জীবন থেকে আমরা আদি ইসলামকে বিদায় দিয়েছি। পরিণামে যা হবার তাই হচ্ছে।

এক্ষণে একদল যিন্দাদিল মর্দে মুজাহিদকে চাই যারা এই ইসলাম বিরোধী সমাজের ধ্বংসোন্মুখ স্রোতকে রুখে দাঁড়াবে। সকল বিধানকে বাতিল করে অহি-র শাশ্বত বিধানকে সার্বিক জীবনে প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে বীরদর্পে ময়দানে এগিয়ে আসবে। শতাব্দীর সংস্কারক সেই আপোষহীন বীর মুজাহিদকে বরণ করার জন্য আসুন এখন থেকেই আমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করে নিই।

পরিশেষে বলব, আয়াত ত্রয়ে বর্ণিত দশটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা আবশ্যক। আসুন! আমরা পরস্পরকে উপদেশের মাধ্যমে এবং সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে আমাদের সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তুলি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!

---

১৭. তাফসীর মুফতী মুহাম্মাদ শফী, (বঙ্গানুবাদ সংক্ষেপায়িত) পৃঃ ৪২৫।

১৮. আহমাদ, নাসাঈ, দারেমী, সনদ 'হাসান'; হাকেম ও অন্যান্যগণ 'ছহীহ' বলেছেন, মিশকাত হা/১৬৬ 'কিতাব ও সুন্নাহ্কে আকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

১৯. তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭১; আলবানী ছহীহ তিরমিযী হা/২১২৯; ঐ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৪৮।

২০. *মুস্তাদরাকে হাকেম 'ইলম' অধ্যায় ১/১২৯ পৃঃ, সনদ হাসান; মুখতাছারুল মুস্তাদরাক লিয যাহবী (রিয়াযঃ দারুল আছেমাহ ১ম সংস্করণ ১৪১১ হিঃ) হা/২ 'ঈমান' অধ্যায়।*

২১. *দ্রষ্টব্যঃ আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী (৮৯৮-৯৭৩ হিঃ), কিতাবুল মীযান (দিল্লীঃ আকমালুল মাতাবে, ১২৮৬ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৬২।*

Contents

দ র সে হা দী ছ

বিদ‘আত ঘোরতর অপরাধ

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عن جابر قال قال رسولُ اللّه صلى اللّه عليه و سلم: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّه و خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ (صلى اللّه عليه و سلم) وَ شَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَ كُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ

উচ্চারণঃ আন জা-বিরিন ক্বা-লা ক্বা-লা রাসূলুল্লা-হি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লামাঃ আম্মা বা'দু ফাইন্না খায়রাল হাদীছি কিতা-বুল্লা-হ, ওয়া খায়রাল হাদ্‌য়ে হাদ্‌য়ু মুহাম্মাদিন (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) ওয়া শার্রাল উমূরে মুহদাছা-তুহা ওয়া কুল্লা মুহদাছাতিম বিদ‘আহ, ওয়া কুল্লা বিদ‘আতিন যালা-লাহ, ওয়া কুল্লা যালা-লাতিন ফিন্না-র।

অনুবাদঃ হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (খুৎবার সময় হাম্‌দ ও ছানার পরে) বলতেন যে, 'অতঃপর নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ বাণী হ'ল আল্লাহ্‌র কিতাব এবং শ্রেষ্ঠ হেদায়াত হ'ল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হেদায়াত। আর নিকৃষ্টতম কাজ হ'ল শরীয়তে নব্য সৃষ্ট বস্তু সমূহ। প্রত্যেক নব্য সৃষ্ট বস্তুই বিদ‘আত। প্রত্যেক বিদ‘আতই গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহ ব্যক্তি জাহান্নামী'।[১]

শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(১) আম্মা বা'দু (أَمَّا بَعْدُ)ঃ 'অতঃপর'। আম্মা ও বা'দু দু'টি পৃথক শব্দ মিলে একটি শব্দে রূপ নিয়েছে। এটি বক্তব্যের শুরুতে বসে। কিন্তু শব্দের শেষে কোনরূপ আমল করে না। তবে পরবর্তী শব্দ ইন্না বা ক্বাদ ইত্যাদি থাকলে তার পূর্বে 'ফা' বসে। যেমন অত্র হাদীছে আম্মা বা'দু বলার পরে 'ফাইন্না' হয়েছে।

(২) হাদীছ (اَلْحَدِيْث)ঃ অর্থ বাণী বা কথা। 'যা একটার পর একটা শব্দাকারে মুখ হ'তে বা লেখনীর মাধ্যমে নতুন রূপে বের হয়ে আসে'।

১. মুসলিম 'জুম'আর ছালাতের পূর্বে দুই খুৎবা' অনুচ্ছেদ হা/৮৬৭; নাসাঈ 'ঈদায়নের খুৎবা কিভাবে দিতে হবে' অনুচ্ছেদ হা/১৫৭৯। 'ওয়া কুল্লা মুহাদাছাতিম বিদ'আহ' থেকে শেষ পর্যন্ত নাসাঈ শরীফে একই রাবী কর্তৃক বর্ধিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। আলবানী বলেন, নাসাঈ-র সনদ ছহীহ। যিনি এটা ইনকার করেন তিনি ভ্রমে পতিত হয়েছেন (من انكرها فقد وَهِمَ)। হাশিয়া মিশকাত হা/১৪১ 'কিতাব ও সুন্নাহ্‌কে আকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

পারিভাষিক অর্থে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দ্বীন সংক্রান্ত কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতির বর্ণনাকে 'হাদীছ' বলা হয়। কুরআনের অন্যূন ১৪টি স্থানে আল্লাহ পাক স্বীয় কালামকে 'হাদীছ' বলেছেন। যেমন- اَللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْث 'আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী নাযিল করেছেন' (যুমার ২৩)। রাসূল (ছাঃ)ও কুরআনকে 'হাদীছ' বলেছেন। যেমন অত্র হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

(৩) মুহদাছা-তুহা (مُحْدَثَاتُهَا)ঃ 'উহাতে নতুন সৃষ্টি সমূহ'। مُحْدَثٌ ইসমে মাফ'উল বাবে ইফ'আল, মাছদার 'ইহদা-ছ'। 'হাদ্‌ছ' (حَدْثٌ) মূল ধাতু হ'তে উৎপন্ন। যার অর্থ 'নবোদ্ভূত বস্তু যা পূর্বে ছিল না' (حدث: هو كون الشيئ لم يكن)।

(৪) বিদ‘আহ (بِدْعَةٌ)ঃ অর্থ 'নতুন সৃষ্টি, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত ছিল না'। যেমন- আল্লাহ নিজেকে 'বদী'উস সামা-ওয়াতে ওয়াল আরয' 'আসমান ও যমীনের নতুন সৃষ্টিকারী' (বাক্বারাহ ১১৭) বলেছেন, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত ছিল না। অন্য আয়াতে রাসূল সম্পর্কে বলা হয়েছে, قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ 'আপনি বলুন যে, আমি এমন কোন রসূল নই, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই' (আহক্বাফ ৯)। অর্থাৎ আমার ন্যায় বহু রসূল ইতিপূর্বে ছিলেন। আমি নতুন কোন রসূল হিসাবে আবির্ভূত হইনি।

(৫) যালা-লাহ (ضَلاَلَةٌ)ঃ অর্থ 'পথভ্রষ্টতা'। বর্ণিত হাদীছে শেষোক্ত ضلالة অর্থ صاحبُ ضلالة অর্থাৎ পথভ্রষ্ট ব্যক্তি (নাসাঈ শরীফের টীকা)।

বিদ‘আতের ব্যাখ্যাঃ

বিদ'আত-এর আভিধানিক অর্থঃ البدعةُ هى كلُّ ما أحدثَ على غير مثال سابق 'ঐ সকল নতুন সৃষ্টি যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই'। পারিভাষিক অর্থে 'সুন্নাতের বিপরীতকে বিদ'আত' বলা হয় (البدعة هى ضد السنة)। শারঈ অর্থেঃ البدعةُ هى الطريقةُ الْمُخْتَرَعَةُ فى الدين تُضَاهِي الشريعةَ يُقْصَدُ بها التَّقَرُّبُ إلى اللّه ولم يَقُمْ على صحّتها دليلٌ شرعيٌّ صحيحٌ أصلاً او وصفًا– 'আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন প্রথা চালু করা, যা

শরীয়তের কোন ছহীহ দলীলের উপরে ভিত্তিশীল নয়'।[২]

আভিধানিক অর্থে 'বিদ'আত' কথাটি ভাল ও মন্দ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হ'লেও শারঈ পরিভাষায় এটি সাধারণতঃ মন্দ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কেননা শরীয়ত ও বিদ'আত দু'টি বিপরীতমুখী পরিভাষা। শরীয়ত সম্পূর্ণটাই হেদায়াত (هُدًى) পক্ষান্তরে বিদ'আত সম্পূর্ণটাই ভ্রষ্টতা (ضلالة)। অতএব শারঈ বিদ'আতের মধ্যে ভাল-র কোন অবকাশ নেই। বরং ওর সবটাই মন্দ ও প্রত্যাখ্যাত।

যুগে যুগে মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক প্রয়োজনে সৃষ্ট বিভিন্ন আবিষ্কার ও স্থাপনা সমূহ যেমন- সাইকেল, ঘড়ি, চশমা, মটরগাড়ী, রেলগাড়ী, উড়োজাহায, প্রেস, কলেজ, মক্তব, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, চেয়ার-টেবিল, দালান-কোঠা ইত্যাদিকে আভিধানিক অর্থে বিদ'আত বা নতুন সৃষ্টি বলা গেলেও শারঈ পরিভাষায় এগুলি বিদ'আত নয়। কেননা এগুলি যেমন সুন্নাতের বিপরীত নয়, তেমনি আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট কোন ইবাদত বা ধর্মীয় প্রথা নয়। রাসূলের যুগের উট বা ঘোড়ার বদলে আমরা এখন হোণ্ডা বা মাইক্রোতে চলছি। পরিবহনে সওয়ার হ'য়ে চলার দৃষ্টান্ত রাসূলের যামানায় ছিল। এখন আমরা যদি সাইকেলে সওয়ার হ'য়ে গ্রাম পাড়ি দেই কিংবা উড়োজাহাযে সওয়ার হ'য়ে দেশ-মহাদেশ পাড়ি দেই, তবে সেটা বিদ'আত নয়। অমনিভাবে গাড়ী-ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে চলার মাধ্যমে আমরা কোন নেকীর আশা করি না। ঘড়ি হাতে দিয়ে ছালাত আদায় করলে ছওয়াব বেশী হবে, একথা কেউ ভাবেন না। এগুলি নেকী অর্জনের মাধ্যম হ'তে পারে। কিন্তু সরাসরি নেকীর বস্তু নয় বা কোন ধর্মীয় প্রথা নয়। যেমন- চশমা দিয়ে কুরআন শরীফ দেখে পড়লে আমি নেকী পাব। এখানে চশমা নেকী উপার্জনের একটি মাধ্যম মাত্র। যেটা না থাকলে আমি কুরআন দেখে পড়তে পারি না। কিন্তু এটি নিজে কোন নেকী নয় বা ধর্মীয় প্রথা নয় যে, ওটা হাতে নিলেই বা চোখে দিলেই নেকী পেয়ে যাব।

দুর্ভাগ্য, অনেকে দুনিয়াবী বিদ'আত ও দ্বীনী বিদ'আতকে একত্রে গুলিয়ে ফেলে দুনিয়াবী আবিষ্কার সমূহকে হাদীছে নিষিদ্ধ দ্বীনী বিদ'আত মনে করে গুনাহের বিষয় বলতে চান, যেটা নিতান্ত অন্যায়। অনেকে এগুলোকে অজুহাত করে ধর্মের নামে নিজেদের সৃষ্ট মীলাদ, ক্বিয়াম, শবেবরাত, কুলখানি, কুরআনখানি, চেহলাম, হালক্বায়ে যিকর ইত্যাদি রকমারি দ্বীনী বিদ'আত সমূহকে বৈধ করে নিতে চান। যেটা আরও মারাত্মক অন্যায়। রাসূল (ছাঃ) যেখানে 'সকল বিদ'আতকেই ভ্রষ্টতা' বলেছেন।[৩] সেখানে কিছু পণ্ডিত বিদ'আতকে ভাল ও মন্দ দু'ভাগে ভাগ করে আরেকটি বিদ'আতী কাজ করেছেন। এভাবে 'বিদ'আতে হাসানাহ্'র নামে তারা সমাজে সকল প্রকারের নিকৃষ্ট বিদ'আত চালু করার সুযোগ করে দিয়েছেন। কেননা কোন বিদ'আতী তার লালিত বিদ'আতকে মন্দ বলে বিশ্বাস করে না।

২ সলীম হেলালী, আল-বিদ'আহ (আম্মানঃ মাকতাবা ইসলামিয়াহ ১ম প্রকাশ ১৪০৪/১৯৮৪) পৃঃ ৬; গৃহীতঃ আবু ইসহাক্ব শাত্বেবী, আল-ই'তিছাম (রিয়াযঃ দার ইবনে আফ্ফান ১৪১২/১৯৯২) পৃঃ ৫০-৫১।
৩. আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৫।

বিদ'আতের পরিণাম

১. বিদ'আতীর সকল নেক আমল প্রত্যাখ্যাতঃ মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (মান আহদাছা ফী আম্‌রেনা হা-যা, মা লায়সা মিনহু, ফাহুওয়া রাদ্দুন)। অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আমাদের শরীয়তে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৪] এই বিদ'আত চার ধরণের হ'তে পারে যথাঃ আক্বীদাগত, শব্দগত, কর্মগত ও বৈষয়িক (البدعة الإعتقادية والقولية والفعلية وفى المعاملات)।

(ক) **আক্বীদাগত বিদ'আতঃ** যেমন 'আউলিয়ারা মরেন না'। তারা গায়েব জানেন। তারা মানুষের মঙ্গলামঙ্গলের ক্ষমতা রাখেন। একজন গাউছুল আযমের নেতৃত্বে মৃত আউলিয়াদের গায়েবী সাম্রাজ্য পরিচালিত হচ্ছে। পীর ছাড়া মুক্তি নেই। চার মাযহাব মান্য করা ফরয, হাদীছ কখনো 'যঈফ' হয় না, এটাও ঠিক ওটাও ঠিক ইত্যাদি আক্বীদা পোষন করা।

(খ) **শব্দগত বিদ'আতঃ** যেমন দো'আ করার সময় 'বে হাক্কে ফোলান' 'অমুকের অসীলায় বা তোফায়লে মুক্তি চাওয়া, শুধু 'আল্লাহ' বা 'হুয়া' 'হুয়া' বা 'ইয়া আলী' 'ইয়া খাজা' ইত্যাদি বলে যিকর করা।

(গ) **কর্মগত বিদ'আতঃ** যেমন, কবরের উপরে সৌধ নির্মান করা, সেখানে গেলাফ চড়ানো, পিঠ পিছে বের হওয়া ইত্যাদি।

(ঘ) **বৈষয়িক বিদ'আতঃ** যেমন, চোরের হাত কাটার বদলে জেল দেওয়া, সূদ বন্ধ করার বদলে তা বিভিন্ন ভাবে চালু রাখা, মেয়েদের পর্দার বদলে বেপর্দায় চলা ও পর পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা ইত্যাদি।

অতএব বিদ'আতীর সুন্দর ধর্মীয় লেবাস-পোষাক, হাসি হাসি মুখ, মিঠা মিঠা বুলি, নম্র ভদ্র আচরণ, বিদ'আত মিশ্রিত ছালাত ও ইবাদত এবং অতি দ্বীনদারী ইত্যাদি দেখে আখেরাতে মুক্তির সন্ধানী কোন মুমিনের ধোকা খাওয়া উচিত নয়।

২. বিদ'আত সুন্নাতকে হত্যা করেঃ তাবেঈ বিদ্বান হাস্সান বিন আত্বিইয়াহ বলেন, ما اتَّبَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فى دينهم إلا نُزِعَ من سنتهم مثلُها ثم لا يُعِيدُها إليهم إلى يوم القيامة 'কোন কওম যখন তাদের দ্বীনের মধ্যে কোন বিদ'আত চালু করে, তখন অতটুকু পরিমাণ সুন্নাত সেখান থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। অতঃপর ঐ সুন্নাত তাদের নিকটে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর ফিরে আসে না'।[৫]

৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০; 'কিতাব ও সুন্নাহ্কে আকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।
৫. দারেমী, মিশকাত হা/১৮৮ সনদ ছহীহ- আলবানী, ঐ, পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৩. বিদ'আত ইসলামকে ধ্বংস করেঃ মদীনার মসজিদে একদল মুছল্লীকে গোলাকার হয়ে বসে হাতে রাখা কংকর সমূহের মাধ্যমে গণনা করে ১০০ বার 'আল্লা-হু আকবার', ১০০ বার 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' ও ১০০ বার 'সুবহা-নাল্লা-হ' একজন বক্তার সাথে সাথে পাঠ করার দৃশ্য দেখে জলীলুল ক্বদর ছাহাবী আবদুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) বলেছিলেন, وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ 'নিপাত যাও হে মুহাম্মাদের উম্মতগণ! কত দ্রুত তোমাদের ধ্বংস এসে গেল?'

৪. বিদ'আতী জাহান্নামীঃ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর উপরোক্ত কথার জওয়াবে 'হালক্বায়ে যিকরে' উপস্থিত মুছল্লীরা বললেন, واللهِ يَا أَبَا عبدِ الرحمنِ ما أَرَدْنَا إِلا الخَيْرَ 'আল্লাহ্র কসম! হে আবু আবদুর রহমান! এর দ্বারা আমরা নেকী ব্যতীত অন্য কিছু আশা করিনি'। উত্তরে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বললেন, كَمْ مِنْ مُرِيدٍ للخيرِ لن يُصِيبَهُ 'বহু নেকীর প্রত্যাশী লোক আছে, যারা তা পায় না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে হাদীছ শুনিয়েছেন إِنَّ قومًا يَقْرءونَ القرانَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهم 'একদল লোক রয়েছে যারা কুরআন পাঠ করে। কিন্তু কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না' (অর্থাৎ তাদের হৃদয়ে দাগ কাটে না)। আমর ইবনু সালামাহ বলেন, উক্ত হালক্বায়ে যিকরের অধিকাংশ লোককে আমরা দেখেছি, পরবর্তীতে তারা খারেজীদের দলভুক্ত হ'য়ে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে'।[৬] এরা জাহান্নামী। কেননা নাসাঈ শরীফের হাদীছে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ و كُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ 'প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্ট ব্যক্তি জাহান্নামী'।[৭]

৫. বিদ'আত কুফরীর টেলিগ্রাম সদৃশঃ বিদ'আতী দ্বীনের নামে নতুন কিছু সৃষ্টি করে নিজেকে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়। অথচ শরীয়ত রচনার দায়িত্ব আল্লাহ্র। এই কঠিন কাজটি বিদ'আতী নিজের হাতে তুলে নেয় এবং মনে করে শরীয়তে প্রদত্ত সুন্নাতের চাইতে তার আচরিত বিদ'আতই বেশী নেকীর কারণ ও অধিকতর উত্তম। আল্লাহ্র বিরুদ্ধে এভাবে নতুন শরীয়ত সৃষ্টি করা আল্লাহ প্রেরিত শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করার শামিল, যাকে 'কুফর' বলা হয়।

৬. বিদ'আত ভ্রষ্টতার দরজা খুলে দেয়ঃ মসজিদে হালক্বায়ে যিকরে বসা ঐ বিদ'আতীদের উদ্দেশ্যে ছাহাবী আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) আরো বলেছিলেন, শুনে রাখো, 'ঐ যে নবীর ছাহাবীরা এখনো অধিক সংখ্যায় আছেন। এই যে নবীর কাপড়-চোপড় এখনো জীর্ণ হয়নি। তাঁর ব্যবহৃত পাত্র সমূহ এখনো ভেঙ্গে যায়নি। এরি মধ্যে তোমরা ভ্রষ্টতার দরজা খুলে দিলে (او مفتتحو باب ضلالة)?'।[৮] বলা বাহুল্য ভ্রষ্টতার ঐ দরজা আর বন্ধ হয়নি। হয়তোবা ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে।

৭. যার কারণে বিদ'আত জারি হয়, তার ও তার অনুসারীদের গোনাহ সমূহের সমপরিমাণ গোনাহ তার উপরে আপতিত হয়।

আল্লাহ বলেন, لِيَحْمِلُوْا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ – 'ক্বিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞতাহেতু বিপথগামী করে। হুঁশিয়ার! খুবই নিকৃষ্ট বোঝা তারা বহন করে থাকে' (নাহল ২৫)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ دعا إلى هُدًى كان له مِنَ الاجرِ مِثْلُ أُجورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذلك مِنْ أجورِهم شيئًا ، ومَنْ دعا إلى ضلالةٍ كان عليه مِنَ الإثمِ مِثْلُ آثامِ مَنْ تَبِعَه لا يَنْقُصُ ذلك مِنْ آثامِهم شيئًا– 'যে ব্যক্তি মানুষকে হেদায়াতের পথে আহবান করল, তার জন্য ঐ পরিমাণ পুরস্কার রয়েছে, যে পরিমাণ পুরস্কার তার অনুসারীগণ পাবে। তাদেরকে তাদের পুরস্কার হ'তে এতটুকুও কম করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষকে ভ্রষ্টতার দিকে আহবান জানালো, তার উপরে ঐ পরিমাণ গোনাহ চাপানো হবে, যে পরিমাণ গোনাহ তার অনুসারীদের উপরে চাপবে। তাদেরকে তাদের গোনাহ থেকে এতটুকুও কম করা হবে না'।[৯]

৮. বিদ'আতীর তওবা কবুল হয় না, যতক্ষণ সে বিদ'আতের উপরে দৃঢ় থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ اللهَ حَجَبَ التوبةَ عن كل صاحبِ بدعةٍ حتى يَدَعَ بدعتَه 'নিশ্চয়ই আল্লাহ বিদ'আতীর তওবার দরজা বন্ধ রাখেন, যতক্ষণ না সে বিদ'আত পরিত্যাগ করে'।[১০]

৯. বিদ'আতী রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত থেকে বঞ্চিত হবেঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَىَّ شَرِبَ وَمَنْ

৬. দারেমী, সনদ ছহীহ আল বিদ'আহ, পৃঃ ১৫, টীকা ২৪, হা২০৪।
৭. নাসাঈ, 'ঈদায়নের খুৎবা' অধ্যায়, হা/১৫৭৯।
৮. সনদ প্রাগুক্ত টীকা – ৬।
৯. মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৮, ২১০।
১০. তিরমিযী, ত্বাবারাণী, হাদীছ ছহীহ আল-বিদ'আহ পৃঃ ৪৯ টীকা ৮৩।

شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَ يَعْرِفُوْنَنِيْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَ بَيْنَهُمْ فَأَقُوْلُ: إِنَّهُمْ مِنِّيْ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ؟ فَأَقُوْلُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ متفق عليه – 'আমি তোমাদের পূর্বেই হাউয কাওছারে পৌঁছে যাব। যে ব্যক্তি আমাকে অতিক্রম করবে, সে পানি পান করবে। আর যে একবার পানি পান করবে, সে কখনোই আর তৃষ্ণার্ত হবে না। এই সময় আমার নিকটে উপস্থিত হবে বহু সংখ্যক লোক যাদেরকে আমি চিনব এবং তারাও আমাকে চিনবে। কিন্তু আমার ও তাদের মধ্যে পর্দা করে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা আমার লোক। তখন বলা হবে যে, আপনি জানেন না আপনার পরে এরা কত বিদ'আত সৃষ্টি করেছিল। একথা শুনে আমি বলব, দূর হও দূর হও! যারা আমার পরে আমার দ্বীনকে বিকৃত করেছ।[১১]

১০. বিদ'আতী অভিশপ্তঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا (اى فى المدينة) او آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ 'যে ব্যক্তি (মদীনা শরীফে) কোন বিদ'আত করবে কিংবা বিদ'আতীকে আশ্রয় দিবে, তার উপরে আল্লাহ্র লা'নত, ফেরেশতাদের লা'নত ও সকল মানুষের লা'নত' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ্)। মুসলিম-এর বর্ণনায় আরও রয়েছে, لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَ لاَ عَدْلاً 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার তওবা ও ফিদ্ইয়া কিছুই কবুল করবেন না'।[১২]

ইবনু বাত্ত্বাল বলেন, হাদীছে মদীনার কথা খাছ ভাবে বলা হয়েছে তার বিশেষ মর্যাদার কারণে। নইলে এটা জানা কথা যে, বর্ণিত হুকুম সকল স্থানের সকল বিদ'আতীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং বিদ'আতীকে আশ্রয় দানকারী ব্যক্তি তার গোনাহের ভাগী হবে'।[১৩]

১১. বিদ'আতীকে সম্মান করা ইসলাম ধ্বংসে সহযোগিতা করার শামিলঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الإِسْلاَمِ। 'যে ব্যক্তি বিদ'আতীকে সম্মান করল, সে ব্যক্তি ইসলাম ধ্বংসে সাহায্য করল' (বায়হাক্বী, সনদ মুরসাল)।

১১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭১ 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ।
১২. বুখারী ২/১০৮৬ পৃঃ 'ই'তিছাম' অধ্যায়; মুসলিম (বৈরুতঃ ছাপা) হা/১৩৬৬, ২/৯৯৪-৯৬ পৃঃ 'হজ্জ' অধ্যায়।
১৩. ফৎহুল বারী হা/৭৩০৬, ১৩/২৯৫ পৃঃ।

কিন্তু বহু সূত্রে হাদীছটি অবিচ্ছিন্ন সনদে মরফূ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। সেকারণ হাদীছটি 'হাসান' স্তরে উন্নীত হ'তে পারে'।[১৪]

১২. বিদ'আতী বিদ'আত হ'তে তওবা করে নাঃ কেননা সে এটাকে 'বিদ'আতে হাসানাহ' হিসাবে নেকীর কাজ মনে করে। ইমাম সুফিয়ান ছওরী বলেন, اَلْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَى إِبْلِيْسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ يُتَابُ مِنْهَا وَالْبِدْعَةُ لاَ يُتَابُ مِنْهَا– 'বিদ'আত ইবলীসের নিকটে গোনাহ থেকে প্রিয়। কেননা গোনাহ থেকে মানুষ তওবা করে। কিন্তু বিদ'আত থেকে বিদ'আতী তওবা করে না'।[১৫]

ঘুষখোর, সূদখোর, চোর-ডাকাত, গুণ্ডা-বদমায়েশ তাদের কাজগুলিকে অন্যায় মনে করে থাকে। ফলে এক সময় অনুতপ্ত হয়ে সে তওবা করে। কিন্তু বিদ'আতী তার বিদ'আতকে অন্যায় মনে করে না। বরং নেকীর কাজ মনে করে থাকে। সেকারণ তওবা দূরে থাক, সে অন্যকে ঐ বিদ'আতী কাজে শরীক করে। তার ছেলে মেয়ে বংশ পরম্পরায় এমনকি তার প্রভাবিত সমাজ ঐ বিদ'আতে অভ্যস্ত হয়। তাই একজন কবীরা গোনাহগার ব্যক্তির চাইতে একজন বিদ'আতী ব্যক্তি মুমিনের জন্য অধিক ক্ষতিকর। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) এজন্যই বলেছেন اَلْبِدْعَةُ شَرٌّ مِّنَ الْمَعْصِيَةِ। 'বিদ'আত গোনাহের চাইতে অধিক অনিষ্টকর'। তিনি বলেন, 'বিদ'আতীদের অবস্থা ব্যভিচারী, চোর ও মদ্যপায়ীদের চাইতে খারাপ'। কেননা বুখারী শরীফে এসেছে যে, জনৈক মদ্যপায়ী বারবার ধরা পড়ে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এসে কয়েকবার মদ্যপানের শাস্তি গ্রহণ করে। এই অবস্থা দেখে জনৈক ব্যক্তি তাকে বলে, 'আল্লাহ তোমাকে লা'নত করুন! কতবার তোমাকে ধরে আনা হ'ল ও শাস্তি দেওয়া হ'ল'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, 'তুমি ওকে অভিশাপ দিয়ো না। কেননা সে আল্লাহ ও রাসূলকে ভালবাসে'।[১৬] ঐ ব্যক্তি মদ্যপায়ী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে লা'নত করতে নিষেধ করলেন এবং তার সুস্থ আক্বীদার সাক্ষ্য দিলেন।

পক্ষান্তরে কপালে সিজদার চিহ্নধারী একটি বিদ'আতী দল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, 'এই দলের লোকদের সাথে তোমাদের লোকেরা এক সময় ছিয়াম, ক্বিরাআত, ছালাত ইত্যাদি আদায় করতে অনীহা প্রকাশ করবে। এরা কুরআন তেলাওয়াত করবে। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর ওপাশে যাবে না। এরা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে, যেমনভাবে তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়।

১৪. আলবানী, মিশকাত হা/১৮৯ টীকা দ্রষ্টব্য, 'কিতাব ও সুন্নাহ্কে আকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।
১৫. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১১/৪৭২ পৃঃ।
১৬. প্রাগুক্ত ১১/৪৭২-৭৪।

তোমরা এদেরকে পেলে আদ -এর কওমের মত হত্যা কর'।[১৭] রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে এই ধর্মান্ধ বিদ'আতী চরমপন্থীরাই 'খারেজী' নামে হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে ও বহু ছাহাবীকে হত্যা করে। ফলে নাহরোয়ানের যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) তাদেরকে উৎখাত করেন। পরে এদেরই চক্রান্তে ও এদেরই হাতে হযরত আলী (রাঃ) শহীদ হন। যদিও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান।

উপরোক্ত দু'টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসে এমন সুস্থ আক্বীদা সম্পন্ন মদ্যপায়ী ব্যক্তিও বিদ'আতী আক্বীদা সম্পন্ন বড় ধার্মিক ব্যক্তির চাইতে উত্তম।

১৩. বিদ'আতী ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে খেয়ানতকারী সাব্যস্ত করেঃ ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন,

إِنَّ كُلَّ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَأَصْحَابِهِ دِيْنًا لَمْ يَكُنِ الْيَوْمَ دِيْنًا وَقَالَ: مَنِ ابْتَدَعَ فِى الْإِسْلَامِ بِدْعَةً فَرَآهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا (ص) قَدْ خَانَ الرِّسَالَةَ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের সময়ে যে সব বিষয় 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত ছিল না, বর্তমানকালেও তা 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত হবে না। যে ব্যক্তি ধর্মের নামে ইসলামে কোন নতুন প্রথা চালু করল, অতঃপর তাকে ভাল কাজ বা 'বিদ'আতে হাসানাহ' বলে রায় দিল, সে ধারণা করে নিল যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেছেন' (নাঊযুবিল্লাহ)।[১৮]

ইবাদত কবুলের শর্তঃ

আল্লাহ্র নিকটে যেকোন ইবাদত ও নেক আমল কবুল হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।-

১. উক্ত আমলটি অহি-র বিধান অনুযায়ী সিদ্ধ হ'তে হবে। যেমন- ছালাত আদায় করা অহি-র বিধান অনুযায়ী ফরয।

২. উক্ত আমলটি নবীর সুন্নাত অনুযায়ী হ'তে হবে। সেখানে কোনরূপ কমবেশী করা যাবে না। এজন্য উক্ত আমলের মধ্যে **চারটি** বিষয় মেনে চলতে হবে। যথাঃ **পরিমাণ, পদ্ধতি, সময় ও স্থান**। যেমন- ছালাত আদায় করতে গেলে তাকে প্রথমতঃ ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ রাক'আত সংখ্যা ঠিক রাখতে হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে রাক'আত কমবেশী করলে ছালাত বাতিল হবে। **দ্বিতীয়তঃ** তাকে ছালাতের পদ্ধতি ঠিক রাখতে হবে। রুকূর আগে সিজদা দিলে ছালাত বাতিল হবে। **তৃতীয়তঃ** সময় ঠিক রাখতে হবে। বিনা কারণে যোহরের সময় মাগরিবের ছালাত আদায় করলে তা বাতিল হবে। **চতুর্থতঃ** তাকে শরীয়ত নির্ধারিত স্থানে ছালাত আদায় করতে হবে। কবরস্থান বা অনুরূপ কোন নিষিদ্ধ স্থানে ছালাত আদায় করলে তা বাতিল হবে।

৩. আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের ব্যাপারে নিয়ত খালেছ থাকতে হবে। নিয়তের মধ্যে 'রিয়া' থাকবেনা বা কোনরূপ শিরকী আক্বীদা থাকবে না।

এক্ষণে যে সমস্ত ইবাদত বা নেক আমল অহি-র বিধানে সিদ্ধ বা অনুমোদিত নয়, সেটি বাতিল হবে। এমনিভাবে কোন কোন ইবাদত অহি-র বিধান কর্তৃক অনুমোদিত হ'লেও তার মধ্যে উপরে বর্ণিত ২ ও ৩ নং শর্ত যথাযথভাবে না পাওয়া গেলে বা তার সঙ্গে নতুন কিছু যুক্ত হ'লে তা বিদ'আত হবে, যা প্রত্যাখ্যাত।

বিদ'আতের ব্যাপারে সালাফে ছালেহীনের ভূমিকাঃ

১. হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, إِتَّبِعُوْا وَلَا تَبْتَدِعُوْا فَقَدْ كُفِيْتُمْ 'তোমরা অনুসারী হও। বিদ'আতী হয়ো না।' তোমরা পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হয়েছ'।[১৯]

২. হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ إِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً 'প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। যদিও লোকেরা সেটাকে সুন্দর মনে করে'।[২০]

৩. মদীনার মসজিদে ছালাতের পূর্বে কিছু লোক গোলাকার হ'য়ে বসে একজনের নির্দেশনায় ১০০ বার আল্লা-হু আকবর, ১০০ বার লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ও ১০০ বার সুবহা-নাল্লা-হ পাঠ করছিল। খ্যাতনামা ছাহাবী আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) এ বিষয়ে আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) -কে জিজ্ঞেস করে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান! আমি একটু আগে মসজিদে একটি আজব কাজ দেখেছি যা ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। আলহামদুলিল্লাহ। এর মধ্যে আমি ভাল ব্যতীত অন্যকিছু দেখছিনা'। অতঃপর তাঁরা দু'জন সহ অন্যেরা সেখানে গেলেন এবং আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) ঐ লোকগুলিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা এসব কি করছ? তারা বলল, আমরা কংকর দ্বারা তাকবীর, তাহলীল ও তাসবীহ গণনা করছি। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের গোনাহ সমূহ গণনা করছ। ...নিপাত যাও হে উম্মতে মুহাম্মাদী! এত দ্রুত তোমাদের ধ্বংস এসে গেল?... (বাকী অংশ পূর্বের পৃষ্ঠাসমূহে দ্রষ্টব্য)।[২১]

১৭.মুত্তাফাক্ব আলাইহ; প্রাগুক্ত ১১/৪৭৩।

১৮.আবুবকর আল-জাযায়েরী, আল-ইনছাফ (কুয়েতঃ জমঈয়াতু এহইয়াইৎ তুরাছিল ইসলামী, তাবি) পৃঃ ৩২।

১৯.ত্বাবারাণী, দারেমী হা/২০৫ সনদ ছহীহ; আল-বিদ'আহ পৃঃ১৪, টীকা-২২।

২০. দারেমী, সনদ ছহীহ; আল-বিদ'আহ পৃঃ ১৪, টীকা-২৩।

২১. *দারেমী ও আবু নঈম, সনদ ছহীহ হা/২০৪; আল-বিদ'আহ টীকা-২৪।*

এখানে ঐ লোকগুলি কোন কুফরী কলেমা বলেনি বা অন্যায় কোন কাজ করেনি। বরং তারা সুন্নাতী দো'আ সমূহ পাঠ করছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে পদ্ধতি বা যে নিয়মে যিক্র বা দো'আ পাঠ করতেন, তারা তার বরখেলাফ করেছিল। আর ছাহাবায়ে কেরাম সেই নতুন পদ্ধতির বিরোধিতা করেছিলেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ডান হাতে তাসবীহ গুণতেন এবং বলতেন 'এগুলি (ক্বিয়ামতের দিন) কথা বলবে'।[২২]

৪. ইবনু ওমর (রাঃ) একদা জনৈক ব্যক্তিকে হাঁচির জওয়াব দিতে শুনলেন, 'আল-হামদুলিল্লাহি *ওয়াছ-ছালা-তু* ওয়াস-সালা-মু আলা রাসূলিল্লা-হ'। ইবনু ওমর (রাঃ) তাকে বললেন, এভাবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে শিক্ষা দেননি। বরং তিনি বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দিবে, তখন সে যেন *আল-হামদুলিল্লা-হ* পড়ে। বলেননি যে, সে যেন রাসূলের উপরে দরূদ পড়ে'।[২৩]

৫. সালেম বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) একদা স্বীয় পিতা ইবনু ওমর (রাঃ)-এর সাথে বসে আছেন। এমন সময় সিরিয়ার জনৈক ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, ওমরাহ ও হজ্জের মধ্যে বিরতি সূচক তামাত্তু হজ্জ করা যাবে কি-না'? ইবনু ওমর (রাঃ) জওয়াব দিলেন যে, করা যাবে। এতে লোকটি বলল, 'আপনার পিতা ওমর ফারূক (রাঃ) তামাত্তু হজ্জের বিরোধিতা করতেন। তখন ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, তোমাদের ধ্বংস হৌক! তোমরা কি আল্লাহ্কে ভয় পাও না? যদি ওমর (রাঃ) এটাকে নিষেধ করে থাকেন, তবে সেটা ভাল উদ্দেশ্যেই করেছেন। তিনি এর দ্বারা ওমরাহ পূর্ণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তার জন্য তোমরা তামাত্তু-কে হারাম করছ কেন? অথচ আল্লাহ সেটাকে হালাল করেছেন ও রাসূল (ছাঃ) সেটার উপরে আমল করেছেন। তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুসরণযোগ্য হবে, না ওমরের সুন্নাত'?[২৪] তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে'أَأَمْرُ أَبِىْ يُتَّبَعُ ام أَمْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) 'আমার পিতার নির্দেশ অনুসৃত হবে, না রাসূলের নির্দেশ'?[২৫]

৬. অধিক দ্বীনদারী করতে গিয়ে হালাল জিনিস তরক করাটাও বিদ'আত। যেমন তিনজন লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাড়ীতে গিয়ে তার ইবাদত সম্পর্কে শুনে সেগুলিকে খুব কম মনে করল এবং বলল যে, রাসূলের আগে-পিছের সকল গোনাহ মাফ। তিনি কোথায় আর আমরা কোথায়? অতএব একজন বলল, এখন থেকে আমি সারা রাত জেগে ছালাত আদায় করব। অন্যজন বলল, আমি দৈনিক ছিয়াম পালন করব। কোনদিন ছাড়ব না। আরেকজন বলল, আমি নারীসঙ্গ থেকে দূরে থাকব। কখনোই বিবাহ করব না। এমন সময় রাসূল (ছাঃ) তাদের কাছে এলেন ও বললেন, '...আল্লাহ্র কসম? আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু ও সর্বাধিক তাক্বওয়াশীল। কিন্তু আমি ছিয়াম রাখি ও পরিত্যাগ করি। ছালাত আদায় করি ও ঘুমাই এবং আমি বিবাহ করেছি। অতএব فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়'।[২৬]

৭. ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিকটে একদা এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি যুল-হুলায়ফার পরিবর্তে মসজিদে নববীর পার্শ্ববর্তী বাক্বী গোরস্থান থেকে ইহরাম বাঁধতে চাই। তখন ইমাম মালেক বললেন, আমি তোমার উপরে ফিৎনার আশংকা করছি। লোকটি বলল, এতে ফিৎনার কি আছে? আমি কয়েক মাইল আগে থেকে ইহরাম বাঁধতে চাই মাত্র। ইমাম মালেক বললেন, এর চেয়ে বড় ফিৎনা আর কি আছে যে, তুমি আগে বেড়ে এমন নেকী উপার্জন করতে চাচ্ছ, রাসূল (ছাঃ) যা থেকে কম করেছেন। অথচ আল্লাহ বলেছেন, 'যারা রাসূলের হুকুমের বিরোধিতা করে, তারা যেন এ বিষয়ে ভয় করে যে, (এ দুনিয়ায়) তাদেরকে গ্রেফতার করবে বিভিন্ন ফিৎনা এবং (পরকালে) তাদেরকে গ্রেফতার করবে মর্মান্তিক শাস্তি'।[২৭]

৮. বিদ'আতে হাসানাহ্র বিরুদ্ধে ইমাম শাফেঈ (রাঃ)-এর বক্তব্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ 'যে ব্যক্তি সুন্দর ভেবে নতুন কিছু করল সে যেন শরীয়ত রচনা করল'।[২৮]

বিদ'আতী আলেমদের দলীল সমূহ ও তার জওয়াবঃ

বিদ'আত পন্থী আলেমরা তাদের আচরিত বিদ'আতের পক্ষে যেসব দলীল পেশ করে থাকেন তা নিম্নরূপঃ

১. ما رَأَهُ المسلمونَ حسنًا فهو عندَ اللّٰه حسنٌ وما رَأَهُ المسلمونَ سيِّئًا فهو عند اللّٰه سيِّئٌ

---

২২. আল-বিদ'আহ পৃঃ ১৬।
২৩. তিরমিযী, হাকেম ৪/২৬৫-৬৬; সনদ ছহীহ, আলবাণী ইরওয়াউল গালীল হা/৭৭৯, ৩/২৪৫ পৃঃ।
২৪. মুসনাদে আহমাদ ২/৯৫।
২৫. হা/৮২৪ 'হজ্জ' অধ্যায়; তাহাভী, সনদ ছহীহ আল-বিদ'আহ পৃঃ ১৯ টীকা ৩১।
২৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৫ 'কিতাব ও সুন্নাহ্কে আকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।
২৭. *আল-ই'তিছাম ১/১৩২ পৃঃ।*
২৮. *সায়ফুদ্দীন আমেদী, আল-ইহকাম (প্রেসের নাম নেই, মুদ্রনকালঃ ১৩৮৭/১৯৬৮ খৃঃ) ৩/১৩৬ 'ইসতিহসান' অধ্যায়; মুঈন সিন্ধী, দিরাসাতুল লাবীব (লাহোরঃ বায়তুস সালতানাহ ১২৮৪/১৮৬৮ খৃঃ) পৃঃ ২৯১।*

'মুসলমানেরা যাকে সুন্দর মনে করে, তা আল্লাহ্র নিকটে সুন্দর এবং মুসলমানেরা যাকে মন্দ মনে করে, তা আল্লাহ্র নিকটে মন্দ'। ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর নামে প্রচারিত উক্ত হাদীছটি 'মরফূ' হওয়ার কোন ভিত্তি নেই। বরং এটা 'মওকূফ'। অতএব এটাকে দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর অকাট্য মরফূ হাদীছের বিরুদ্ধে দলীল গ্রহণ করা চলে না। যেখানে বলা হয়েছে যে, 'সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'।[২৯] মূলতঃ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) উক্ত বক্তব্য প্রদান করেছিলেন হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খলীফা নির্বাচনের সময় যখন সমস্ত ছাহাবী একবাক্যে আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকে সমর্থন করেছিলেন।[৩০] প্রকাশ থাকে যে, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বিদ'আতের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। যার প্রমান আমরা পূর্বে প্রদত্ত্ব হাদীছে পেয়েছি। অথচ খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর এই মূল্যবান বক্তব্যটি বিদ'আতকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে ব্যবহার করা হয়েছে। এর চেয়ে ইলমী খেয়ানত আর কি হ'তে পারে?

২. তারাবীহ সম্পর্কে ওমর ফারূক (রাঃ)-এর বক্তব্যঃ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ 'কতই না সুন্দর বিদ'আত এটি'।[৩১] এখানে বিদ'আত আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে শারঈ অর্থে নয়। কেননা তারাবীহ্র ছালাত স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) ২৩, ২৫ ও ২৭ তিন রাত জামা'আত সহকারে আদায় করে গেছেন।[৩২] পরে ফরয হওয়ার আশংকায় ত্যাগ করেন (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আয়েশা হ'তে)। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ফলে যখন অহি-র আগমন বন্ধ হয়ে গেল ও ফরয হওয়ার আশংকা দূর হ'ল। তখন ওমর ফারূক (রাঃ) রামাযানের এক রাত্রিতে মসজিদের বিভিন্ন স্থানে লোকদেরকে বিচ্ছিন্নভাবে ছালাত আদায় করতে দেখে বললেন, যদি এই লোকগুলিকে একজন ইমামের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করা যেত, তাহ'লে কতই না ভাল হ'ত! তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ও হযরত ওবাই বিন কা'ব (রাঃ) ও তামীম দারী (রাঃ)-এর ইমামতিতে ১১ রাক'আত তারাবীহতে ঐক্যবদ্ধ করলেন।[৩৩] এই দৃশ্য দেখে তিনি খুশী হয়ে বললেন, 'কতই না সুন্দর বিদ'আত এটি'। রাসূল (ছাঃ) যেটি তিন দিন জামা'আতে পড়ে আর পড়েননি ফরয হওয়ার ভয়ে। ওমর (রাঃ) সেটিকে মাস ভর জামা'আতের সাথে আদায়ের ব্যবস্থা করলেন। এটুকুই হ'ল নতুন বিষয় - যার ভিত্তি রাসূলের যামানায় ছিল। অতএব এটা শারঈ বিদ'আত নয়, যা নিন্দনীয়।

২৯. আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ আলবানী, সিলসিলা যঈফা ২/১৭ পৃঃ হা/৫৩৩।
৩০. হাকেম, আহমাদ ১/৩৭৯ প্রভৃতি; প্রাগুক্ত ২/১৮ পৃঃ।
৩১. বুখারী, মিশকাত হা/১৩০১, 'রামাযানে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ।
৩২. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৯৮।
৩৩. বুখারী, মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০১-২।

৩. .... مَنْ سَنَّ فِى الإِسلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِن بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئٌ ، وَ مَنْ سَنَّ فِى الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ –

'যে ব্যক্তি ইসলামে সুন্দর নিয়ম চালু করল। তার জন্য তার পুরস্কার ও তার উপরে আমলকারী সকলের পুরস্কার প্রদত্ত্ব হবে। তা থেকে তাদের পুরস্কারে একটুও কম করা হবে না। অমনিভাবে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতি চালু করল। তার উপরে তার গোনাহ ও তার অনুসারী সকলের গোনাহ চাপানো হবে। তাদের গোনাহে একটুও কম করা হবে না'।[৩৪]

এটি দীর্ঘ হাদীছের শেষাংশ। ঘটনা এই যে, একদা একদল জীর্ণ শীর্ণ বুভুক্ষ মানুষ রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে আসেন। তখন তিনি মুসলমানদের ডেকে ঐ লোকগুলিকে সাহায্য করার জন্য উৎসাহিত করেন। জনৈক আনছার ব্যক্তি সর্বপ্রথম একটি থলে ভর্তি দান নিয়ে আসেন। অতঃপর তার দেখাদেখি খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ জমা হ'তে হ'তে বেশ উঁচু দু'টি ঢিবির মত হয়ে গেল। এতে রাসূল (ছাঃ) খুশী হ'য়ে উক্ত আনছার ছাহাবীকে প্রশংসা করে উপরোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন। এখানে من سن سنة অর্থ من عمل سنة অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি সুন্নাতের উপরে আমল করল'।

এখানে 'সুন্নাতে হাসানাহ' বলতে শরীয়তে সিদ্ধ বস্তুকে পুনর্জীবিত করা বুঝানো হয়েছে। দান-ছাদকা পূর্ব থেকেই জায়েয ছিল। সেই সিদ্ধ বিষয়টিকে পুনর্জীবিত করে মুসলমানেরা অশেষ নেকীর অধিকারী হ'লেন মাত্র। যেমন ১১ রাক'আত তারাবীহ পূর্ব থেকেই সিদ্ধ ছিল। ওমর ফারূক (রাঃ) সেটাকে পুনর্জীবিত করলেন মাত্র। আজও যদি কেউ বিশ রাক'আতের স্থলে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের আমল অনুযায়ী ১১ রাক'আত তারাবীহ চালু করেন, তবে তিনি একটি সুন্নাতের পুনর্জীবন দানকারী হিসাবে উক্ত হাদীছে বর্ণিত অশেষ ছওয়াবের অধিকারী হবেন ইনশাআল্লাহ।

পক্ষান্তরে যদি কেউ ইসলামের মধ্যে খৃষ্টানী আইন বা হিন্দুয়ানী রেওয়াজ চালু করে এবং পরবর্তী লোকেরা তার অনুসরণ করে, তবে সেটা হবে মন্দ রীতি। যার গোনাহ হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের উপরে বর্তাবে। আদমপুত্র ক্বাবীল হাবীলকে হত্যা করেছিল। এ জন্য পৃথিবীতে সকল হত্যাকান্ডের গোনাহের একটি অংশ ক্বাবীলের উপরে

৩৪. মুসলিম, মিশকাত হা/২১০ 'ইল্ম' অধ্যায়।

বর্তাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لأنه أول من سن القتل কেননা সেই-ই প্রথম হত্যার রীতি চালু করে'।[৩৫] হত্যার নিষিদ্ধতা পূর্ব থেকেই ছিল। এখন যদি কেউ সেটা পুনরায় করে, তবে সেটা মন্দরীতির অনুসরণ হবে। এগুলো শরীয়তে নতুন সৃষ্টি নয়। তাই উক্ত হাদীছ দ্বারা বিদ'আতে হাসানাহ প্রমাণ করার কোন সুযোগ নেই।

দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় এই যে, উক্ত হাদীছে من سن سنة বলা হয়েছে من اخترع سنة বলা হয়নি। অর্থাৎ 'সুন্দর রীতি চালু করল' বলা হয়েছে, 'সুন্দর রীতি আবিষ্কার করল' বলা হয়নি। অতএব তা বিদ'আত নয়।

৪. হযরত ওছমান (রাঃ) কর্তৃক কুরআন সংকলনকে 'বিদ'আতে হাসানাহ'-র পক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হয়। অথচ আল্লাহ্র হুকুম মোতাবেক রাসূল (ছাঃ) নিজ জীবদ্দশায় কুরআন সংকলন করে গিয়েছেন। যা উম্মুল মুমেনীন হযরত হাফছা (রাঃ)-এর নিকটে গচ্ছিত ছিল। অতঃপর সকল ছাহাবীর ঐক্যমতে ওছমান গণী (রাঃ) সেটা থেকে কপি করে ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র তা প্রচার করেন মাত্র। এটা কোন অবস্থাতেই শারঈ বিদ'আত নয়, যা নিন্দনীয়।

৫. ইয্যুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম (রহঃ) শরীয়তের পাঁচটি আহকামকে পাঁচটি বিদ'আত হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। যথাঃ ওয়াজিব, হারাম, মানদূব মাকরূহ, মুবাহ। বিদ'আতের এই বিভক্তি সরাসরি ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতয়িতঃ বিদ'আত হ'ল সেই বস্তু, শরীয়তে যার কোন ভিত্তি নেই। এক্ষণে ইসলামী শরীয়তে যদি এমন সব আদেশ-নিষেধ বা হুকুম-আহকাম থেকে থাকে, যা ওয়াজিব, হারাম, মানদূব, মাকরূহ, মুবাহ ইত্যাদির প্রমাণ বহন করে এবং তার উপরে ভিত্তি করে উপরোক্ত পাঁচটি পরিভাষা সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে তা কখনোই বিদ'আত নয়। কেননা ছহীহ দলীলের উপরে ভিত্তিশীল কোন বস্তু কখনো বিদ'আত হয় না। তৃতীয়তঃ বিদ'আত-এর গোনাহ সবকিছুতে সমান। একে ছোট, বড়, ভাল, মন্দ ইত্যাদি দ্বারা ভাগ বা কমবেশী করা অনধিকার চর্চা বৈ কিছুই নয়। ইমাম শাত্বেবী এর অসারতা সম্পর্কে স্বীয় কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৩৬]

ফায়েদাঃ

এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, দ্বীনী স্বার্থে এমনকিছু কাজ, যার আদেশ বা নিষেধ এর ব্যাপারে শরীয়ত নিশ্চুপ রয়েছে, ঐসব কাজকে 'দ্বীনী স্বার্থে সৃষ্ট বিষয় সমূহ' বা المصالح المرسلة বলা হয়। যেমন কুরআন সংকলন, কুরআনে নোকতা-হরকত সংযোজন, কুরআন শিক্ষার জন্য আনুষঙ্গিক আরবী ব্যকরণ ও অলংকারশাস্ত্র অধ্যয়ন, মক্তব-মাদরাসা, হেফয খানা স্থাপন, মসজিদে বা ইসলামী জালসায় মাইক ব্যবহার করণ, মসজিদে মিনার ও মেহরাব স্থাপন ইত্যাদি শারঈ বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং এগুলো দ্বীনী স্বার্থে সৃষ্ট বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। এগুলি দ্বীন পালনের সহায়ক হিসাবে সৃষ্ট। সরাসরি দ্বীন বা দ্বীনী প্রথা নয়। মসজিদের মিনার, মেহরাব বা মাইক সরাসরি কোন ইবাদত নয়। বরং এগুলি ইবাদত পালনের মাধ্যম বা সহায়ক মাত্র। ইসলামী আইনসূত্রে এগুলোকে বলা হয়- ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب অর্থাৎ 'যেটা না হ'লে ওয়াজিব পূর্ণ হয় না, সেটাও ওয়াজিব'। এগুলি রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ছিল না বিধায় আভিধানিক অর্থে বিদ'আত বলা যেতে পারে। কিন্তু শারঈ অর্থে বিদ'আত নয়, যা প্রত্যাখ্যাত ও নিন্দনীয়। কেননা শারঈ বিদ'আত হ'ল ঐ সব নতুন সৃষ্ট ইবাদত বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যার অনুমতি আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ছাঃ) কাউকে দেননি।

শারঈ পরিভাষায় বিদ'আত ও মাছলাহাত -এর পার্থক্য অনুধাবন করতে পারলে সুন্নাত ও বিদ'আত বিষয়টি আমাদের নিকটে পরিষ্কার হয়ে যাবে।[৩৭] আল্লাহ পাক আমাদেরকে দ্বীনের নামে সৃষ্ট বিদ'আত সমূহ হ'তে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন- আমীন!

৩৫. আল- ই'তিছাম ১/২৩৬।
৩৬. আল-ই'তিছাম ১/১৮৭-২৮১।
৩৭. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন, শাত্বেবী, আল-ই'তিছাম পৃঃ ৬০৭-৬৯।

সংশোধনী

গত সংখ্যার **দরসে হাদীছে** ১৩ নং পৃষ্ঠার প্রথম কলামের শেষ লাইনে **ভালবাসায় শিরক** (الإشراك فى المحبة) -এর অর্থ 'আল্লাহ্র ভালবাসাকে বান্দার ভালবাসার উর্ধে স্থান দেওয়া' -এর স্থলে 'বান্দার ভালবাসাকে আল্লাহ্র ভালবাসার উর্ধে স্থান দেওয়া' পড়তে হবে। -সম্পাদক।

কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে চল

মূল (আরবী)ঃ আলী খাশান

*অনুবাদঃ মুযযাম্মিল আলী**

(২য় কিস্তি)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের নির্দেশ এবং তাঁদের বিরোধিতার ব্যাপারে সতর্কতাঃ

মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন বিশ্বাসী পুরুষ কিংবা নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনই অধিকার থাকবে না। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে সে তো স্পষ্টভাবেই পথভ্রষ্ট হবে' (আহযাব ৩৬)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'যারা আল্লাহ এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করবে তারা নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎ কর্মপরায়নদের অন্তর্গত হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। আর তারা কতইনা উত্তম সংগী' (নিসা ৬৯)।

তিনি আরো বলেন, 'যে রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করল বস্তুতঃ সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল' (নিসা ৮০)।

আল্লাহ আরো বলেন, لاَ تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللّهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ –

'হে বিশ্বাসীগণ! রাসূল (ছাঃ)-এর আহবানকে তোমরা পরস্পরের আহবানের মত গণ্য কর না। তোমাদের মধ্যে যারা চুপে চুপে কেটে পড়ে, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের গ্রাস করবে'। (নূর ৬৩)।

ইবনে কাছীর (রহঃ) আল্লাহ্র বাণী, فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যেন সাবধান থাকে। রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ হচ্ছে- তাঁর প্রদর্শিত পথ, পন্থা, তরীকা, সুন্নাত ও শরীয়ত। অতএব সকল কথা ও কাজ তাঁর কথা ও কাজ দ্বারা ওযন করা হবে। যা এর মুওয়াফেক হবে তা গৃহীত হবে, আর যা বিরোধপূর্ণ হবে তা (এর কথক ও কর্তা যে কেউই হোন না কেন) প্রত্যাখ্যান করা হবে। যেভাবে বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতি কিতাবে রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, 'আমার নির্দেশ বা অনুমোদন ব্যতীত যে কেউ কোন কাজ করলে সে কাজ প্রত্যাখ্যাত হবে'। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর শরীয়তের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিরোধিতা করে সে যেন ভীত ও সতর্ক থাকে।

أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ অর্থাৎ 'তাদের অন্তরে কুফরী নেফাকী ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ড সম্পাদনের অশুভ প্রবণতা রয়েছে'। أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ অর্থাৎ 'এ পৃথিবীতেই তারা হত্যা, দণ্ড, জেল অথবা এমনি ধরণের অন্য কিছুর সম্মুখীন হবে'।

ইমাম কুরতাবী (রহঃ) أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم -এর ব্যাখ্যায় বলেন, (যখন রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশের বিরোধিতা করার পরিণতি এই) তাই তাঁর আদেশের বিরোধিতা করা হারাম বলে গণ্য হবে এবং তাঁর নির্দেশ পালন অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে অত্র আয়াতে বর্ণিত 'ফিৎনা' অর্থ হত্যা। এ ছাড়াও রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধিতা করার অশুভ পরিণতির কারণে অন্তরে ছাপ লেগে যাওয়া দ্বারাও 'ফিৎনা' শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ইমাম শাত্বেবী (রহঃ) তাঁর 'আল-এ'তেছাম' কিতাবের ১ম খণ্ডের ১৩২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, হযরত যুবায়ের বিন বাক্কার বলেন, আমি হযরত মালিক বিন আনাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলেছিল, হে আবু আব্দুল্লাহ! আমি কোন জায়গা থেকে এহরাম বাঁধব? তিনি বলেন, যুল হুলায়ফা থেকে, যেখান থেকে রাসূল (ছাঃ) এহরাম বেঁধেছিলেন। তখন সে ব্যক্তি বলল, আমার ইচ্ছা যে, আমি মসজিদ থেকে ইহরাম বাঁধি। তিনি বললেন, না তুমি তা কর না। সে ব্যক্তি পুনরায় বলল, আমি চাই যে, মসজিদের ভিতরে রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের নিকট থেকে এহরাম বাঁধি। তিনি তাকে বললেন, না এমনটি কর না। কেননা আমি তোমাকে ফিৎনায় পতিত হওয়ার ভয় করছি। লোকটি বলল, এটা আবার কোন ফিৎনা? এটাতো কয়েক মাইলের ব্যাপার মাত্র, যা আমি অতিরিক্ত করব। তিনি বললেন, এ ফিৎনার চেয়ে কোন ফিৎনা বড় হ'তে পারে যে, তুমি ভাবছ, তুমি এমন একটি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছ, যা রাসূল (ছাঃ) অর্জন করতে পারেননি? আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সুতরাং যারা রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন ফিৎনা-ফাছাদে নিক্ষিপ্ত হওয়া এবং মর্মান্তিক শাস্তির সম্মুখীন

* সহকারী অধ্যাপক, আল-হাদীছ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকে'।

অতঃপর ইমাম শাত্বেবী (রহঃ) বলেন, ইমাম মালিক যে ফিৎনার কথা বলেছেন এটাই আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা। এটাই বিদ'আত পন্থীদের প্রকৃত অবস্থা। তাদের মূলভিত্তি, যার উপর তারা নিজেদের প্রাচীরের বুনিয়াদ স্থাপন করে থাকে। কেননা তারা মনে করে যে, আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা বর্ণনা করেছেন এবং আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যে সুন্নাতের প্রবর্তন করেছেন, তা তাদের বুদ্ধি দ্বারা অর্জিত বিষয়ের চেয়ে নিম্ন মানের। এ ধরণের ব্যাপারেই হযরত ইবনে মাস'উদ (রাঃ) একটি কথা বলেছিলেন যা ইবনে ওয়াযাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই তোমরা এমন পথনির্দেশনা লাভ করেছ, যা তোমাদের নবীও লাভ করতে পারেননি। তোমরা অবশ্যই পথভ্রষ্টতার লেজুড় খুব শক্তভাবে ধারণ করে আছ। ইবনে মাস'উদ (রাঃ) উপরোক্ত কথা তখনই বলেছিলেন যখন তিনি একটি সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তাদেরকে সমবেত করে বলছিল, আল্লাহ রহম করেন সেই লোকের প্রতি যে এমন এমন বলে, আর একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলে। তখন সমবেত জনতাও তাই বলে। সে পুনরায় বলে, যে এমন এমন বলে, আর একবার 'আলহামদুল্লিাহ' বলে, আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন। তখন লোকেরাও তা-ই বলে' (সুনানে দারিমীতে এ হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে)। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে, বস্তুতঃ সে যেন আমাকে অস্বীকার করল' (বুখারী)। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেছেন, 'আমি যেন তোমাদের কাউকে নিজ গদীতে হেলান দেয়া অবস্থায় এমনভাবে বসে থাকতে না দেখি যে, তাঁর নিকট আমার কোন আদেশ বা নিষেধ এসে পৌঁছলে সে বলে, আমি তা জানি না। আমরা কেবল আল্লাহ্র কিতাবে যা পাব শুধু তা-ই অনুসরণ করব'।[১]

রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুসরণের অপরিহার্যতা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, '(হে নবীর স্ত্রীগণ!) আল্লাহ্র যে সব আয়াত ও জ্ঞানের কথা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা তা স্মরণ রাখবে। বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন সুক্ষ্মদর্শী, সকল বিষয়ে সম্যক খবরদার' (আহযাব ৩৪)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের কাছে আল্লাহ্র আয়াত সমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞানের কথা শিক্ষা দেন, যদিও ইতিপূর্বে তারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল' (আলে ইমরান ১৬৪)।

১. আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ; হাদীছ ছহীহ।

ইমাম শাফেঈ তাঁর 'আর-রিসালাহ' নামক গ্রন্থে বলেছেন, অত্র আয়াতে আল্লাহ কিতাবের কথা বর্ণনা করেছেন। আর তা হচ্ছে- কুরআন। আর হিকমতের কথাও বলেছেন। আমি কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোন এক জ্ঞানীকে বলতে শুনেছি যে, হিকমত হচ্ছে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত। তিনি যা বলেছেন তা সঠিক হওয়ার মত। তবে প্রকৃতপক্ষে সঠিক কি তা আল্লাহই ভাল জানেন। কারণ কুরআনের কথা বলার পশ্চাতেই হিকমতের বর্ণনা এসেছে। কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দানের দ্বারা আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি তাঁর একান্ত অনুকম্পার কথা অত্র আয়াতে ব্যক্ত করেছেন। কাজেই প্রকৃত কথা আল্লাহই ভাল জানেন। তবে অত্র আয়াতে হিকমত বলতে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত ব্যতীত অন্য কিছু বলা ঠিক হবে না। এজন্য যে, হিকমত শব্দটি এখানে আল্লাহ্র কিতাবের পাশাপাশি বর্ণিত হয়েছে। আর আল্লাহ তো তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করাকে সকল মানুষের উপর ফরয করেছেন। সুতরাং কোন বিষয়ে একথা বলা যাবে না যে, তা কেবল আল্লাহ্র কিতাব অতঃপর তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে বলেই ফরয হয়েছে..., (অর্থাৎ আল্লাহ্র কিতাবে এর নির্দেশ না থাকলে কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের দ্বারা তা ফরয হ'ত না)। অথচ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের মর্যাদা হচ্ছে- তা সেই অর্থটিকে বর্ণনাকারী হিসাবে কাজ করে যাকে আল্লাহ কুরআনের খাছ (বিশেষ) ও আম (সাধারণ) অর্থের দলীল হিসাবে উদ্দেশ্য করেছেন। এরপর এই আয়াত দ্বারা হিকমতকে তাঁর কিতাবের সাথে সংযুক্ত করেছেন এবং কুরআনের পরেই তা বর্ণনা করেছেন। এমনটি তিনি তাঁর রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত অপর কোন সৃষ্টির জন্য করেননি। (এতে প্রমাণিত হয় যে, এককভাবে যেমন কুরআনের দ্বারা কোন বিষয়ের ফরয হওয়া প্রমাণিত হ'তে পারে, অনুরূপভাবে হাদীছ দ্বারাও এককভাবে কোন বিষয়ের ফরয হওয়া প্রমাণিত হ'তে পারে। কুরআনে কোন বিষয়ের নির্দেশ না থাকলে কেবল হাদীছের দ্বারা ফরয প্রমাণিত হ'তে পরে না, এমন কথা বলা যাবে না। এ বিষয়টি প্রমাণ করার জন্যই আল্লাহ হিকমতের বর্ণনাটি কুরআনের পাশাপাশি করেছেন)।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখ! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং এর সাথে অনুরূপ অপর একটি জিনিষ প্রদান করা হয়েছে। জেনে রাখ! শীঘ্রই এমন এক সময় আসবে তখন একজন পরিতৃপ্ত ব্যক্তি তার গদীতে ঠেস লাগিয়ে বসে বলবে, তোমরা এই কুরআনকে খুব শক্ত করে ধারণ কর! তাতে যা হালাল প্রাপ্ত হও তাকে হালাল গণ্য কর, আর যা হারাম প্রাপ্ত হও, তাকে হারাম গণ্য কর। অথচ বাস্তব কথা হ'ল- যা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হারাম ঘোষণা করেছেন, তা আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বস্তুর ন্যায় সমান মর্যাদা পাবার যোগ্য' (আবুদাউদ, ইবনে মাজাহ)। তিনি আরো বলেছেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে গেলাম, যতদিন তোমরা এ দু'টি বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করে থাকবে ততদিন তোমরা

বিভ্রান্ত হবে না, সে বস্তু দু'টি হ'ল- আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত'।[২]

হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) তাওরাতের একখানা কপি নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এটি তাওরাতের একটি কপি। রাসূল (ছাঃ) তাঁর একথা শুনে নীরব থাকলেন। পরক্ষণেই হযরত ওমর (রাঃ) ঐ কপি থেকে পড়তে আরম্ভ করলে রাসূল (ছাঃ)-এর মুখমণ্ডল ক্রোধ ও ক্ষোভে বিবর্ণ হয়ে গেল। রাসূল (ছাঃ)-এর মুখমণ্ডলের এ অবস্থা অবলোকন করে হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-কে বললেন, তোমার মা ধ্বংস হউক! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা দেখতে পাচ্ছ না, তার কি অবস্থা হয়েছে? হযরত ওমর (রাঃ) তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা মুবারকের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি আল্লাহ্র নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর ক্রোধ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আল্লাহ্কে প্রতিপালক হিসাবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে আর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নবী হিসাবে মেনে নিয়েছি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'শপথ সেই আল্লাহ্র! যার হাতের মুঠোতে আমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবন। যদি মূসাও তোমাদের মধ্যে জীবিত হয়ে আবির্ভূত হন, আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসরণ করে বস, তবে তোমরা অবশ্যই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। যদি মূসা (আঃ) জীবিত থেকে আমার নবুওয়তকাল পেতেন, তবে তিনিও আমার অনুসরণ করতেন'।[৩]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) আর-রিসালাহ গ্রন্থে বলেছেন, বস্তুতঃ রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র কিতাবের পাশাপাশি সুন্নাতের প্রবর্তন করেছেন। আর যে ক্ষেত্রে কিতাবের নির্দিষ্ট কোন 'নছ' (দলীল) নেই, সে ক্ষেত্রেও তিনি সুন্নাতের প্রবর্তন করেছেন। রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত প্রতিটি সুন্নাতের অনুরসণ করা আল্লাহ আমাদের উপর অত্যাবশ্যক করে দিয়েছেন এবং তাঁর আনুগত্যকে সেগুলো অনুসরণ করার মাঝেই সীমিত রেখেছেন। আর সেগুলো অনুসরণ করা থেকে বিমুখ হওয়ার মাঝেই তাঁর অবাধ্যতা রয়েছে বলে গণ্য করেছেন, যে অবাধ্যতার কারণে তিনি কোন সৃষ্টি জীবের কোন প্রকার ওযর-আপত্তি গ্রহণ করবেন না এবং কোন সৃষ্ট জীবের জন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণের বিকল্প কোন পথও রাখেননি।

বস্তুতঃ ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এ ধরণের অনেক উত্তম কথা-বার্তা বলেছেন। বিশেষ করে তিনি 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থে এ ধরণের বহুবিধ আলোচনা করেছেন। সে সব উক্তির মধ্যে তিনি এটিও বলেছেন যে, 'আল্লাহ্র হুকুম অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর হুকুম পালন করার দিক থেকে দু'-এর মধ্যে কোনই বৈপরিত্য নেই। বরং রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতও সর্বাবস্থায় অবশ্য পালনীয়'।

তিনি আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ) থেকে কিছু গ্রহণ করল, সে যেন তা আল্লাহ্র নিকট থেকেই গ্রহণ করল। কেননা আল্লাহ তো তাঁর আনুগত্য করাকে ফরয করে দিয়েছেন'। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ) থেকে কিছু শুনল কিংবা তাঁর নিকট রাসূল (ছাঃ) থেকে কিছু প্রমাণিত হ'ল, সে জিনিসটি যাতে অন্যান্য লোকেরা অবগত হ'তে পারে, সে জন্য তা প্রচার করা তাঁর উপর একান্ত যরূরী হয়ে পড়ে'। ইমাম শাফেঈ (রঃ)-এর এ বক্তব্যের অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, কোন হাদীছ বিশুদ্ধ প্রমাণিত হ'লে কোন মাযহাবের অনুসরণের দোহাই দিয়ে সে বিশুদ্ধ হাদীছের উপর আমল করা কিছুতেই পরিহার করা যাবে না। তিনি বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত কোন হাদীছের বিরোধিতা করে এ আশা পোষণ করা যাবে না যে, আল্লাহ চাহেতো এজন্য আমাদের পাকড়াও করা হবে না। এধরণের আশা পোষণ করার কারো কোন বৈধ অধিকার নেই। তবে হ্যাঁ অজ্ঞতাবশতঃ কখনও কারো পক্ষ থেকে হাদীছ বিরোধী কোন কথা থাকতে পারে। এ থাকার অর্থ এ নয় যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই হাদীছের বিরোধিতা করতে চেয়েছেন। আবার অসতর্কতাবশতঃ কখনওবা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কারো ত্রুটি বিচ্যুতিও হয়ে যেতে পারে'।

তিনি আরও বলেনে, আল্লাহ্র কিতাবের পাশাপাশি রাসূল (ছাঃ)-এর দু'প্রকার সুন্নাত রয়েছে? এর একটি হচ্ছে 'কিতাবের নছ' (অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট দলীল, যাতে একটি নির্দিষ্ট বিষয় ব্যতীত অন্য কিছু বুঝার সম্ভাবনা নেই) (আল্লাহ তা'আলা এগুলো যেভাবে অবতীর্ণ করেছেন রাসূল (ছাঃ) ঠিক সেভাবেই সেগুলোর অনুসরণ করেছেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে- জুমলাহ বা ব্যাপক অর্থবোধক দলীল সমূহ। আল্লাহ তা'আলা এ ধরণের ব্যাপক অর্থবোধক নির্দেশ দ্বারা কি উদ্দেশ্য করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার সুন্নাত দ্বারা তা বর্ণনা করেছেন। এগুলো সাধারণ না বিশেষ ধরণের ফরয তাও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। কিভাবে বান্দাগণ তা পালন করবে তাও তিনি সুন্নাত দ্বারা বর্ণনা করেছেন। আর এ উভয় প্রকার সুন্নাত বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহ্র কিতাবের অনুসরণ করেছেন...'।

[এত সব যুক্তি প্রমাণের পর ইমাম শাফেঈ এটাই প্রমাণ করলেন যে, কুরআনের মত কেবল হাদীছ দ্বারাও এককভাবে কোন বিষয়ের ফরয হওয়া প্রমাণিত হ'তে পারে। এক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীছের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই- লেখক।]

[চলবে]

২. ইমাম মালিক (রহঃ) এ হাদীছটি তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাসান পর্যায়ের সনদ সহ এর শাহিদ রয়েছে, যা হাকিম বর্ণনা করেছেন। দ্রঃ আলবানী, মিশকাত।

৩. আহমাদ ও দারেমী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, হাদীছটি হাসান পর্যায়ের। দ্রঃ আলবানী, মিশকাত।

ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

-আহমাদ শরীফ*

'ইসলাম' আরবী শব্দ। এটি তিন অক্ষর সমন্বিত 'সিলমুন'(سلم) মূলধাতু হ'তে গঠিত। যার অর্থ 'শান্তি'। 'আসলামা' অর্থ 'সে আত্মসমর্পন করল'।

ইসলাম শান্তি, মুক্তি ও সমৃদ্ধির ধর্ম। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে মানব জাতির জন্য একমাত্র মনোনীত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহপাক ঘোষণা করেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম' (আলে ইমরান ৩৯)।

বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও সার্বভৌমত্ব, তাঁর প্রেরিত রাসূলগণ ও অবতীর্ণ কিতাব সমূহ প্রভৃতির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন এবং আল্লাহ ও তাঁর শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হুকুম-আহকাম যথাযথভাবে পালনের নাম ইসলাম।

ইসলামে জ্ঞানার্জন তথা শিক্ষা গ্রহণের প্রতি সর্বপ্রথমেই নির্দেশ এসেছে। যেমন- 'পড়ুন! আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন! আর আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না' (আলাক্ব ১-৫)।

শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালের ভয় করে এবং তার পালনকর্তার রহমতের প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না? বলুন! যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হ'তে পারে? কেবলমাত্র বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে' (যুমার ৯)।

ইসলামে শিক্ষা গ্রহণের প্রতি অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌কে জানা বা চেনার এটিই একমাত্র পথ।

বাংলা 'শিক্ষা' শব্দটি সংস্কৃত 'শাস' ধাতু থেকে উৎপন্ন। 'শাস' অর্থ শাসন করা, নিয়ন্ত্রণ করা, নির্দেশ দেওয়া বা উপদেশ দেওয়া। 'শিক্ষা' শব্দের সমার্থক 'বিদ্যা' শব্দটি সংস্কৃত 'বিদ' ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ 'জানা' বা 'জ্ঞান আহরণ করা'।[১]

শব্দ দু'টোর এ অর্থগুলোর প্রতি একটু খেয়াল করলেই প্রতীয়মান হয় যে, দু'টো শব্দই বিশেষ কৌশল অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। কাজেই বুৎপত্তিগত অর্থে 'শিক্ষা' বলতে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা কিংবা বিশেষ কোন কৌশল আয়ত্ত করাকে বুঝায়।

বাংলা 'শিক্ষা' শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ "Education"। "Education" শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন "Educere" শব্দ থেকে। এ শব্দটির অর্থ নিষ্কাশন করা কিংবা ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে আসা, (to Lead out, to draw out)।[২]

সুতরাং Education শব্দের অর্থ দাঁড়ায়-

১. জীবনকে গড়ে তোলার জন্য তার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ ও বিকাশ সাধন করা কিংবা যথাযোগ্য নির্দেশনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে তার জীবন পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

২. নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীকে জ্ঞান ও নৈপুণ্য অর্জনে সহায়তা করা।[৩]

ব্যাপক অর্থে 'শিক্ষা' কোন সীমিত পরিবেশে সীমিত সময়ের জন্য প্রশিক্ষণ নয়। এটি জীবন ব্যাপী অভিজ্ঞতার উন্নয়ণ ও সঞ্চয়ন। শিক্ষাবিদ রেমেন্টের মতে- 'শিক্ষা হ'ল মানুষের শৈশব থেকে পরিপক্কতার স্তর অবধি বিকাশের একটি পদ্ধতি। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে ধীরে ধীরে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়'।[৪]

শিক্ষাবিদ ম্যাকেঞ্জীর মতানুসারে 'শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া, যা আমাদের সারা জীবন ধরে চলতে থাকে। আমরা বলতে পারি- ব্যাপক অর্থে শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। আবার এর মাধ্যমে মানুষ নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় ও পারিপার্শ্বিক জগতের সাথে নিজের অবস্থান উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়'।[৫]

শিক্ষার এ ব্যাপক অর্থ ব্যাখ্যা করে এ, এন, হোয়াইট হেড বলেছেন, 'শিক্ষার একটিমাত্র বিষয়বস্তু আছে, আর তাহ'ল জীবনকে সর্বতোভাবে প্রকাশিত করা। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ও জীবন সমার্থক। জীবন মানেই শিক্ষা'।[৬]

ইসলামই এ দুনিয়ার বুকে একমাত্র জীবন বিধান। যা মানুষের পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে জীবনকে সর্বতোভাবে প্রকাশিত ও বিকশিত করতে সক্ষম। ইসলাম

* শিক্ষক, জগতপুর এ.ডি.এইচ সিনিয়র মাদরাসা, বুড়িচং, কুমিল্লা।

১. ডঃ এ.কে.এম ওবায়েদ উল্লাহ, শিক্ষানীতি, প্রথম সেমিষ্টার (রাইড, ঢাকাঃ জুলাই ১৯৮৬) পৃঃ ১৪।

২, ৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।

৪, ৫, ৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তাই এর জীবন দর্শন জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত। সেজন্য ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জীবনের সার্বিক প্রকাশে ও বিকাশে সর্বক্ষেত্রে সর্বদিকে বিদ্যমান রয়েছে।

ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই মানব জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যমে ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বাঙ্গীন ও সুষম বিকাশ ঘটিয়ে নৈতিক, মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে পারে এবং আদর্শ ও উন্নত জীবন গঠনের মাধ্যমে জীবনের পূর্ণতা আনয়ন করতে পারে। বর্তমান শিক্ষার অশান্ত পরিস্থিতি ও দৈন্যদশার মাঝে ইসলামী শিক্ষাই মানুষের সকল হতাশা দূর করতে পারে। নৈরাজ্যকর অবস্থায় দিতে পারে শান্তি ও সুখের নিশ্চয়তা। মূল্যবোধের অবক্ষয় দূর করে ফিরিয়ে আনতে পারে সুস্থ, সুন্দর ও উন্নত পরিবেশ।

জীবন প্রবাহের নানা ধাপ, অঙ্গন ও পরিমণ্ডলে ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

(ক) আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ভিত্তিকঃ

১. জীবন ও জগতের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ সম্পর্কে সম্যক পরিচয় লাভ করা এবং 'রব' হিসাবে আল্লাহ্‌র উপর সত্যিকারের বিশ্বাসী ও পরিপূর্ণ আস্থাশীল রূপে গড়ে তুলা।

২. মানুষকে অদৃশ্য বিষয় সমূহ যেমন- ফেরেশতা, নবী-রাসূল, পরকাল, বেহেস্ত-দোযখ ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাসীরূপে গড়ে তুলা।

৩. জঘন্যতম অপরাধ 'শিরকে'র মূলোৎপাটনের মাধ্যমে নির্ভেজাল তাওহীদ তথা আল্লাহ্‌র একত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

৪. আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের সম্পর্ক নিরূপণের মাধ্যমে মানব জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ণয় করা।

৫. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বাস্তবায়ন কল্পে মানুষকে ইবাদত সম্পর্কিত রীতিনীতির নিখুঁত ও নির্ভুল জ্ঞান দান করা এবং খাঁটি বান্দা রূপে গড়ে তুলা।

৬. আল্লাহ তা'আলার একত্ব ও মহিমা সম্পর্কে জ্ঞান দানের মাধ্যমে মানুষের ঈমানের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা এবং ইহ ও পরকালীন শান্তি ও মুক্তির লক্ষ্যে জীবন প্রবাহের সকল দিক ও বিভাগে জীবন ব্যবস্থারূপে মানুষকে ইসলামের অনুসারী মুসলিম রূপে গড়ে তুলা।

৭. মানব জীবনের সকল সাধনা ও কর্মতৎপরতা মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের তরে নিবেদন করতে ব্যক্তিকে আত্ম-উৎসর্গকারী রূপে গড়ে তুলা।

(খ) মানুষের জীবন ভিত্তিকঃ

১. মানুষের আত্ম পরিচিতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

২. দুনিয়ায় মানুষের আগমনের উদ্দেশ্য কি এবং দুনিয়ায় মানুষ হিসাবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? তা জানা।

৩. ব্যক্তিকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে সম্যক অবহিত করা ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসীরূপে গড়ে তুলা এবং ইহ ও পরকালীন শান্তি ও মুক্তির তরে তাঁকেই মানব জীবনের সামগ্রিক পরিসরে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় সর্বোত্তম জীবনাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা।

৪. আত্ম উপলব্ধির মাধ্যমে মানুষকে তাঁর নিজের ফিৎরাত, সৃষ্টিতে তার পদমর্যাদার মাহাত্ম্য এবং তার অপরিমেয় শক্তি ও সম্ভাবনার সাথে পরিচয় করে দেয়া।

৫. মানব জীবনের পর্যায় সমূহের তথা (ক) জন্মের পূর্বের জীবন (খ) পার্থিব জীবন ও (গ) মৃত্যুর পরের জীবন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান দানের মাধ্যমে মানুষকে জীবন ও জগত সম্পর্কে অবহিত করা।

৬. মানুষের জীবন ধারার মৌলিক দিকগুলো সম্পর্কে অর্থাৎ (ক) স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক (খ) সৃষ্টির সাথে মানুষের সম্পর্ক ও (গ) মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের সুস্পষ্ট ও সঠিক জ্ঞানদানের মাধ্যমে মানুষকে জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে গড়ে তুলা।

৭. মানুষের সমগ্র জীবন ধারাকে আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভেজাল ইসলামী অনুশাসনের ভিত্তিতে পরিচালনা করার পূর্ণ জ্ঞান ও যোগ্যতা দান করা অর্থাৎ পুঁত-পবিত্র, পরিশীলিত ও উন্নত জীবন গঠনের কলা-কৌশল আয়ত্ত করা।

৮. পার্থিব জীবনে মানুষের একের উপর অপরের প্রভুত্ব মূলক আচরণের অবসান কল্পে সকলেই মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং সকলেই সমান, এ চেতনাবোধ জাগ্রত করা এবং মানুষের মাঝে আল্লাহ প্রীতি ও ভীতি সঞ্চার করা।

৯. আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র আলোকে মানুষের সার্বিক জীবন গঠন করতে ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা।

১০. মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে চিন্তা-ভাবনা তথা ইজতেহাদ বা গবেষণা করতে ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা।

১১. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের বাধা প্রদান করতে ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধকরণ তথা আগ্রহ, অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

১২. আল্লাহ নির্দেশিত ও রাসূল (ছাঃ) অনুমোদিত আমল ছাড়া অন্য কোন আমলের মাধ্যমে মানব জীবনের কল্যাণ লাভের আশা সুদূর পরাহত এ সত্যটি উপলব্ধি করা।

(গ) ব্যক্তি কেন্দ্রিকঃ

১. ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বাঙ্গীন ও সুষম বিকাশ সাধন অর্থাৎ মানবিক ও সামাজিক গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্নতি সাধনের মাধ্যমে জীবনের পূর্ণতা আনয়ন ও উন্নত জীবন গঠন করা।

২. কু-প্রবৃত্তি অবদমন করে ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে মনুষত্ববোধ জাগ্রত করা এবং তাকে আদর্শ ব্যক্তি রূপে গড়ে তুলা।

৩. চরিত্রবান, যোগ্য, আদর্শ মানুষ ও পরিপূর্ণ মুসলিম রূপে নিজেকে গড়ে তুলা।

৪. সমাজ ও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রয়াসে ব্যক্তিকে কর্তব্যনিষ্ট, কর্মকুশল ও কর্মঠ জনশক্তি রূপে গড়ে তুলা।

৫. উন্নত কলা-কৌশল অর্জনের মাধ্যমে জীবনের সামগ্রিক সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান করে ব্যক্তি জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ আনয়ন করা।

৬. ব্যক্তিকে দুনিয়াবী জীবনের সার্বিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান প্রদান করা এবং তাকে মহান আল্লাহ্‌র খলীফা তথা প্রতিনিধিত্বকারী দায়িত্বশীল হিসাবে মর্যাদা দান করা।

৭. ব্যক্তিকে সৎ, যোগ্য ও ন্যায় সংগতভাবে অর্থাৎ হালাল জীবিকা অর্জনে সচেতন ও সক্ষম করে গড়ে তুলা।

৮. ব্যক্তিকে শ্রমের প্রতি উৎসাহী, শ্রদ্ধাশীল ও কর্মমুখী রূপে গড়ে তুলা।

৯. ব্যক্তির অনুসন্ধিৎসা ও সকল জিজ্ঞাসার সদুত্তর প্রাপ্তির জন্য তাকে আত্মসচেতন ও সৃষ্টির রহস্যের উপর চিন্তা ও গবেষণা করার যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তুলা।

১০. সৃষ্টিবস্তুর সুষ্ঠু সংরক্ষণ এবং তা মানব কল্যাণে ব্যবহার করার জন্য ব্যক্তিকে আত্মসচেতন ও দায়িত্বশীলরূপে গড়ে তুলা।

(ঘ) সমাজ ভিত্তিকঃ

১. সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, অজ্ঞতা, মিথ্যা ও অন্যায় বিদূরিত করে সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ ও সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

২. সামাজিক জীবনে মানুষের দুঃখ ও দৈন্যদশার অবসান কল্পে একের প্রতি অপরকে সহমর্মী, দয়ার্ত ও সহানুভূতিশীল রূপে গড়ে তুলা এবং সমাজ জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করা।

৩. বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে বাধার সৃষ্টি না করা। প্রত্যেকেরই রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা।

৪. প্রত্যেক ধর্মের সকল নর-নারীকে হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, পরশ্রীকাতরতা হ'তে মুক্ত করে পবিত্র জীবন যাপনে সক্ষম করে গড়ে তুলা।

৫. নারী সমাজের সকল প্রকার দুর্গতি ও দুর্দশার অবসান কল্পে তাদের সার্বিক উন্নতি তথা ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা এবং তাদেরকে সমাজ জীবনে মর্যাদা ও সম্মানের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

৬. মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ব্যক্তিকে সুযোগ্য ও সক্ষম করে গড়ে তুলা।

(ঙ) অর্থনৈতিকঃ

১. সমাজের বিত্তশালীদের উদ্বৃত্ত সম্পদ অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের মাঝে আল্লাহ প্রদত্ত নির্ধারিত নিয়মে বন্টনের অনুপ্রেরণা ও দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করা। মানুষের আত্মাকে কৃপণতার কলুষ কালিমা থেকে মুক্ত করে পবিত্র, মহৎ ও প্রশস্থ হৃদয়ের অধিকারী হিসাবে গড়ে তুলা।

২. ব্যক্তি বিশেষের হাতে ধন-সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ার অবসান করে সকলের মাঝে বন্টনের সুব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার সুষম পুনর্বিন্যাস ও উন্নতি সাধন করা। সম্পদশালী ও সম্পদহীন এ শ্রেনীভেদ প্রথা বিলুপ্ত করে সম্পদের উপর সকলের সমান অধিকার সুনিশ্চিত করা।

(চ) রাজনৈতিকঃ

১. সার্বভৌমত্বের প্রকৃত মালিক আল্লাহ এবং রাজত্ব তাঁরই মানব মনে এ উপলব্ধিবোধ জাগ্রত করা এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তিময়, মানব কল্যাণকামী আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা।

২. ক্ষমতার মোহে উম্মত্ত, ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারকারী, যুলূমশাহী, স্বৈরাচারী ও অসৎ নেতৃত্বের অবসান কল্পে নির্লোভ, প্রতিভাদীপ্ত, ঈমানের বলে বলীয়ান, অভিভাবক সুলভ দায়িত্বশীল, সৎ, যোগ্য ও সুদক্ষ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

৩. একের উপর অপরের প্রাধান্য, সবল কর্তৃক দুর্বলের অধিকার হরণ অবসান কল্পে আল্লাহ প্রদত্ত সুসংগত ও শাশ্বত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং মানবাধিকার সুনিশ্চিত করা।

৪. 'সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস জনগণ' এ ভ্রান্ত মতবাদের বিলোপ সাধনে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৬. স্রষ্টাকে জানা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে কুরআন ও

ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা পরিচালনায় সক্ষম ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলা।

(ছ) বিজ্ঞান ভিত্তিকঃ

১. প্রাণ সম্পদে সমৃদ্ধ এ বিরাট পৃথিবী ও মহাবিশ্বের সমুদয় সৃষ্টিরাজির সৃষ্টির মূলে সর্বজ্ঞ, পরাক্রমশালী ও মহাবৈজ্ঞানিক এক সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই রয়েছেন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষের মাঝে এ শাশ্বত মহা সত্যের উপলব্ধিবোধ জাগ্রত করা।

২. এক অদৃশ্য মহাশক্তি সম্পন্ন মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও প্রভুত্বের অধীনে বিশ্বজগত, সৌরজগতের সকল কিছু এবং প্রাণী, উদ্ভিদ ও জড় বস্তু মাত্রই সুশৃংখল নিয়মের বন্ধনে থেকে সুপরিকল্পিত ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এ বাস্তব সত্যের বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে মানুষকে তাঁর একত্ব ও মহিমার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ও আস্থাশীল রূপে গড়ে তুলা।

৩. মানুষের পার্থিব জীবনের দৃশ্য-অদৃশ্য, প্রকাশ্য-গোপনীয় সকল ক্রিয়া-কর্মই মৃত্যুর পর প্রকাশিত হবে এবং তার হিসাব-নিকাশের ফলাফলের ভিত্তিতে অনন্তকাল ব্যাপী স্থায়ী জীবন নির্ধারিত হবে। এ সত্যের বিজ্ঞান ভিত্তিক বাস্তব প্রমাণ প্রদানের মাধ্যমে মানুষের মাঝে কৃতকর্মের জবাবদিহির মনোভাব সৃষ্টি করা।

৪. সকল সৃষ্টিই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নির্দেশ পালনে রত, তাঁর দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এ সমুজ্জল সত্যের বাস্তব ও বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের মৌল কাঠামোর ভিত্তিতে জীবন যাপনের অনুপ্রেরণা দান করা এবং মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য এ উপলব্ধিবোধ জাগ্রত করা।

৫. মানুষের সুতীব্র অনুসন্ধিৎসা ও আশা-আকাঙ্খা এবং মানব জীবনের নিত্যদিনের চাহিদা পূরণ কল্পে সৃষ্টি রাজির সমুদয় বস্তু সমূহের মধ্যে নিহিত মানুষের অজানা ও অদৃশ্য কল্যাণ সমূহ আবিষ্কার করার লক্ষ্যে মানুষকে সুতীক্ষ্ণ অনুভূতি সম্পন্ন চিন্তাশীল, অনুসন্ধানী ও আবিষ্কারক হিসাবে গড়ে তুলা।

৬. মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলন তথা অর্জনের প্রতি উৎসাহ দানের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র লীলা-বৈচিত্রময় মহাসৃষ্টির উপর গবেষণা ও অনুসন্ধান করার যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তুলা।

৭. বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে নিত্য নতুন জিনিস আবিষ্কার করে মানুষের প্রয়োজনীয় চাহিদা, কৌতুহল ও আকাঙ্খা নিবৃত করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করা।

৮. বৈজ্ঞানিক জ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ্‌র হুকুমের আওতাধীনে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিনির্মাণে ব্যবহার করা।

৯. বস্তুর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও পরিচয়ের সন্ধান লাভ করা।

(জ) আন্তর্জাতিকঃ

১. মানুষে মানুষে ঐক্য, মৈত্রী, সৌহার্দ্য তথা সৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতিকে এক ও অখণ্ড বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা।

২. ইসলামের উদার নীতিতে শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যকর পরিবেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের স্ব-স্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ও অধিকার সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একটি সুসংহত শান্তিপ্রিয় জাতিতে পরিণত করা।

৩. মানব জাতির সকল ধর্মের ও সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপন এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে সহযোগিতা ও সমঝোতার মনোভাব সৃষ্টি করা এবং কল্যাণকামী আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

ইসলাম যেমন মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ঠিক তেমনি ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল দিক ও বিভাগে বিদ্যমান রয়েছে। যা সময়ের পরিক্রমায় শিক্ষার সার্বজনীন, শাশ্বত, অকৃত্রিম ও মৌলিক লক্ষ্য হিসাবে পরিগণিত।।

আবশ্যক

বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ সাতক্ষীরার জন্য দু'জন আরবী ও একজন জেনারেল (গ্রাজুয়েট) শিক্ষক আবশ্যক। আরবী শিক্ষকদের কামেল পাশ সহ আরবী ও উদুর্তে এবং জেনারেল শিক্ষককে ইংরেজীতে পারদর্শী হ'তে হবে। বয়স ৩৫-এর নীচে এবং সুন্নাতের পাবন্দ হ'তে হবে।
পূর্ণ বায়োডাটা সহ দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ই জুন '৯৯ শনিবার।

যোগাযোগ
অধ্যক্ষ
দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ
বাঁকাল, সাতক্ষীরা
ফোন-৩৮৭২।

হযরত যায়েদ বিন ছাবিত আল-আনছারী (রাঃ)

*-মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) ছিলেন সেসব ছাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের দ্বীনি ও ইল্‌মী খেদমতের জন্যে ইসলামের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। মহানবী (ছাঃ)-এর দরবারে অধিকাংশ সময় উপস্থিত থেকে যেসকল ছাহাবী (রাঃ) অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস আল্লাহ্‌র অহি শ্রবণ ও তা সংরক্ষণের গুরুদায়িত্ব পালন করতেন হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) ছিলেন তাদের অন্যতম। আজীবন তিনি খালেছ ভাবে ইসলামের খেদমত করেছেন। মহানবী (ছাঃ)-এর আমলে যেরূপ তাঁর ব্যক্তিগত সচিব হিসাবে আমানতের সাথে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন, খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও তদ্রূপ ইসলামী রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে অমর অবদান রেখে গেছেন। পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলনে যাদের নাম ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে তাদের মধ্যে যে নামটি সর্বাগ্রে হৃদয়ের ক্যানভাসে ভেসে ওঠে সেটি হচ্ছে হযরত যায়েদ বিন ছাবিত আল-আনছারী (রাঃ)। ইসলামের খেদমতে সারাটি জীবন যার ব্যয়িত হয়েছে, আলোচ্য প্রবন্ধে সে ছাহাবীর জীবনালেখ্যের উপরে দু'টি কথা লেখার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নাম ও উপাধীঃ তাঁর নাম যায়েদ, পিতার নাম ছাবিত ইবনু যাহ্‌হাক। তাঁর উপনাম (কুনিয়াত) ছিল আবু সাঈদ, আবু ছাবেত, আবু যাহ্‌হাক, আবু খারেজাহ আল-মাদানী।[১] আল-হিবর (মহাজ্ঞানী), ক্বারীদের ইমাম, ইলমে ফারায়েযের আলেম, কাতিবে অহি (অহি-র লেখক), মুফতিউল মদীনা প্রভৃতি উপাধিতে তিনি ভূষিত ছিলেন।[২]

জন্ম ও বংশঃ হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ)-এর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। তবে রাসূল (ছাঃ) মদীনায় হিজরত কালে তাঁর বয়স ছিল ১১ বৎসর।[৩] এদিক দিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যায় তিনি ৬১১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মদীনার খাযরাজের সম্ভ্রান্ত শাখা বানু নায্‌যার বংশোদ্ভূত।[৪] তাঁর পূর্ণ বংশক্রম হচ্ছে- যায়েদ বিন ছাবিত বিন যাহ্‌হাক বিন যায়েদ বিন লাওযান বিন আমর বিন আব্দে আওফ বিন গানাম বিন মালিক বিন নায্‌যার আল-আনছারী আল-খাযরাজী।[৫] তাঁর মাতার নাম নাওয়ার বিনতু মালিক বিন মু'আবিয়া বিন আদী।[৬]

শৈশব কালঃ যায়েদ (রাঃ)-এর বয়স যখন মাত্র ৬ বৎসর তখন তাঁর পিতা ছাবিত বিন যাহ্‌হাক রাসূল (ছাঃ)-এর মদীনায় হিজরতে পাচঁ বৎসর পূর্বে সংঘটিত বু'আছের যুদ্ধে নিহত হয়। তখন তিনি তাঁর মাতা নাওয়ার বিনতু মালিক (نوار بنت مالك) -এর স্নেহে লালিত-পালিত হন।[৭]

ইসলাম গ্রহণঃ হিজরতে এক বছর পূর্বে ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ হযরত মুছ'আব বিন উমাইর (রাঃ) মদীনায় আগমন করেন। তাঁর নিরলস তাবলীগে আওস ও খাযরাজ গোত্রের সকল পরিবারে ইসলামের চর্চা প্রসার লাভ করে। এ সময় মদীনার যে সমস্ত পুণ্যাত্মা ইসলাম গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য করেছিলেন হযরত যায়েদ বিন ছাবিত ছিলেন তাদের অন্যমত। তখন তাঁর বয়স ছিল ১১ বছর।[৮]

ইলম শিক্ষাঃ হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর শৈশব কাল হ'তে তাঁর মাতা নাওয়ার বিনতু মালিক এই আশা করতেন যে, তিনি তার ছেলেকে অন্যান্য লোকের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর পতাকা তলে মুজাহিদ হিসাবে পথ চলতে দেখে চক্ষুকে শীতল করবেন। তিনি আরো আশা করতেন যে, যায়েদের পিতা তার জীবদ্দশায় রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে যে মর্যাদা লাভের অপেক্ষায় ছিল, যায়েদও একদিন সেই মর্যাদার আসনে সমাসীন হবে। কিন্তু আনছার বালকটি যখন বয়সের স্বল্পতার কারণে যুদ্ধের মাধ্যমে রাসূলের নৈকট্য লাভে ব্যর্থ হ'ল তখন সে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করল, যার সাথে বয়সের কোন সম্পর্ক নেই এবং

---

* ২য় বর্ষ (সম্মান), ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবা ফী তামীয়িছ ছাহাবাহ, (বৈরুতঃ দারুল কুতুল আল-ইলমিয়াহ তা বি), ৩য় খণ্ড পৃঃ ২২; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, (জেদ্দাঃ দারুল আন্দালুস; ১৯৯১/১৪১১), ১ম খণ্ড পৃঃ ১৭৪; তালিবুল হাশেমী, বিশ্ব নবীর সাহাবী, অনুবাদ আব্দুল কাদের, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৪), ২য় খণ্ড পৃঃ ১৯৯।

২. নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৪; বিশ্বনবীর সাহাবী, ২য় খণ্ড পৃঃ ১৯৯; আল-ইছাবাহ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২২; ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব, (বৈরুতঃ দারুল কুতব আল-ইলমিয়াহ ১৯৯৪), ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩৪৮।

৩. হাফেয আবু আলা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান আল-মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৯৯০/১৪১০), ১০ম খণ্ড পৃঃ ১৯৯।

৪. বিশ্বনবীর সাহাবী, ২য় খণ্ড পৃঃ ১৯৯।

৫. আল-ইছাবাহ, ২য় খণ্ড পৃঃ ২২; হাফিয আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ আল-হাকিম আন-নিসাপুরী, আল-মুস্তাদরাক আলাছ-ছহীহাইন, (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ; ১৯৯০/১৪১১), ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৭৪; তাহযীবুত তাহযীব, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩৪৮।

৬. আল-ইছাবাহ, ৩য় খণ্ড পৃঃ ২২।

৭. আল-মুস্তাদরাক লিল হাকেম, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৭৬; ইছাবাহ, ২য় খণ্ড পৃঃ ২২।

৮. বিশ্বনবীর সাহাবী, ২য় খণ্ড পৃঃ ২০০।

যে কৌশল তাকে রাসূলের নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভে সহায়তা করে। আর এই উপায়টি হ'ল বিদ্যা শিক্ষা ও তা সংরক্ষণ। বালক যায়েদ তখন তার মার কাছে এ চিন্তাধারা পেশ করলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং এ কাজে তাকে উৎসাহিত করেন।[৯]

নাওয়ার তার সম্প্রদায়ের কিছু লোকের কাছে ছেলের এ চিন্তাধারা ও আগ্রহের কথা প্রকাশ করলেন। ফলে তারা যায়েদকে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে নিয়ে গিয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের এই ছেলে যায়েদ বিন ছাবিত কুরআনের ১৭টি সূরা মুখস্ত করেছে এবং সেগুলো এমন বিশুদ্ধ ভাবে তেলাওয়াত করতে পারে যেরূপ আপনার উপরে অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া সে ভাল লিখতে ও পড়তে জানে। তাঁর ইচ্ছা এর দ্বারা সে আপনার সান্নিধ্য লাভ করবে এবং আপনার কাছে সর্বদা থাকবে। আপনি তার থেকে কিছু শুনতে পারেন।[১০]

উল্লেখ্য, মহানবী (ছাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের পূর্বেই যায়েদ (রাঃ) ১৭টি সূরা মুখস্ত করেছিলেন।[১১]

রাসূলে আকরাম (ছাঃ) যায়েদের মুখস্ত সূরা হ'তে কিছু শুনলেন। তিনি সুস্পষ্ট উচ্চারণে সুন্দর ভাবে তেলাওয়াত করে শুনালেন। পরিস্কার আকাশে তারাগুলো যেমন মুক্তার মত জ্বলজ্বল করে, কুরআনের শব্দগুলিও তেমনি তার মুখ থেকে মুক্তার মত উচ্চারিত হচ্ছিল। তাঁর তেলাওয়াতে রাসূল (ছাঃ) ওয়াক্ফ টান প্রভৃতি লক্ষ্য করে তাঁর ধী-শক্তির পরিচয় পেলেন। এছাড়া যায়েদের অন্যান্য গুণাবলী ও হস্তলিপিতে পারদর্শিতা দেখে মহানবী (ছাঃ) আনন্দিত হ'লেন। অতঃপর তাঁর দিকে ফিরে বললেন, যায়েদ! তুমি আমার জন্য ইহুদীদের ভাষা (লেখার পদ্ধতি) শিক্ষা কর। কেননা আমি লেখা ও আগত পত্র পড়ে শুনানোর জন্য ইহুদীদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারছিনা। ১৫ দিনের মধ্যে যায়েদ ইহুদী ভাষা আয়ত্ত করে ফেললেন।[১২]

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশে ১৭ দিনে 'সুরাইয়ানী' ভাষা শিক্ষা করেন।[১৩] এছাড়া তিনি হাবশী, কিযতী, রোমক এবং ফারসী ভাষাও জানতেন। মদীনাবাসীদের মাঝে যারা এসব ভাষায় পারদর্শী ছিল তিনি তাদের কাছ থেকে এসব ভাষা শিখেছিলেন। হিজরতের পর রাসূল (ছাঃ)-এর সান্নিধ্যে থেকে তিনি কুরআন-হাদীছের জ্ঞান লাভ করেন।[১৪] তিনি ফারায়েয বিষয়েও পারদর্শী ছিলেন।[১৫] অংক শাস্ত্রেও অভিজ্ঞ ছিলেন।[১৬] তিনি মহানবী (ছাঃ) ও হযরত আবুবকর, ওমর, ওছমান (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীর নিকট হ'তে হাদীছ বর্ণনা করেন।[১৭]

যুদ্ধে অংশগ্রহণঃ মহানবী (ছাঃ) যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বয়স নির্ধারণ করেছিলেন ১৫ বৎসর। ফলে যায়েদ নির্ধারিত বয়স না হওয়ায় বদর ও ওহোদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। বদর যুদ্ধের সময় তিনি সবেমাত্র ১৩ বৎসর বয়সে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু ঈমানী চেতনা ও উদ্দীপনায় রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এসে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন।[১৮] যায়েদের (রাঃ) যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রসঙ্গে ডঃ আব্দুর রহমান বর্ণনা করেন- হিজরী ৩য় সন। মদীনাতুর রাসূল (ছাঃ) বদর যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য জনারন্যে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ্র পথে ও তাঁর পবিত্র কালিমাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহানবী (ছাঃ)-এর নেতৃত্বে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ইসলামের প্রথম সেনাদলের প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শেষবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছেন। এমতাবস্থায় ছোট্ট একটি বালক এগিয়ে আসল। যার বয়স ১৩ বছর পূর্ণ হয়নি। যার চোখে মুখে বিজলীর ন্যায় চমকিত হচ্ছিল মেধা ও বুদ্দিমত্তার নিশানা। চেহারায় প্রতিভাত হচ্ছিল আত্মমর্যাদাবোধ ও দৃপ্ত উদ্দীপনা। তার হাতে ছিল তার সমান বা তার চেয়ে কিছু বড় একটা তরবারী। সে রাসূলের নিকটবর্তী হয়ে সালাম দিয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার জন্য আমাকে উৎস্বর্গ করলাম। আমাকে আপনার পতাকা তলে সমবেত হয়ে আল্লাহ্র দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হওয়ার অনুমতি দিন। রাসূলে করীম (ছাঃ) তার দিকে আনন্দ ও আশ্চর্য হয়ে তাকালেন এবং স্নেহ পরবশ হয়ে তার ঘাড়ে মৃদু আঘাত করলেন। তার উদ্দীপনার প্রশংসা করলেন এবং বয়সে ছোট হওয়ার জন্য তাকে ফিরিয়ে দিলেন। তরুণটি তরবারী দ্বারা মাটিতে আঘাত করতে করতে দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ে বাড়ী ফিরল। কারণ প্রথম যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথী হয়ে যুদ্ধ করা থেকে সে বঞ্চিত। তার মা নাওয়ার বিনতু মালিকও তার পিছে পিছে বাড়ী ফিরলেন। তিনিও কম দুঃখিত

৯. ডঃ আব্দুর রহমান রায়াফত আল-বাশা, ছুওয়ারুম মিন হায়াতিহি ছাহাবাহ, (বৈরুতঃ দারুন নাফাইসঃ ১২শ প্রকাশঃ ১৯৮৪), ৫ম খণ্ড পৃঃ ৯৪-৯৫।
১০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫।
১১. নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু আ'লাম আন-নুবাল, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৭৪; আল-ইছাবাহ, ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৩।
১২. ছুওয়ারুম মিন হায়াতিহি ছাহাবা, ৫ম খণ্ড পৃঃ ৯৬; আল-ইছাবাহ, ২য় খণ্ড পৃঃ ২৩; নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৭৪।
১৩. আল-ইছাবাহ ২য় খণ্ড পৃঃ ১৩; নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৭৪।
১৪. বিশ্বনবীর সাহাবী, ২য় খণ্ড পৃঃ ২০০।
১৫. নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৭৫।
১৬. বিশ্বনবীর সাহাবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০০।
১৭. তাহযীবুত তাহযীব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৮।
১৮. বিশ্বনবীর সাহাবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০১।

হননি।[১৯] অতঃপর ১৫ বৎসর বয়সে ৫ম হিজরীতে সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। মহানবী (ছাঃ)-এর সাথে এটাই ছিল তাঁর প্রথম যুদ্ধে অংশগ্রহণ। সেদিন মুসলমানদের সাথে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে পরিখা খননে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাঁকে মাটি বের করতে দেখে খুশি হয়ে বলেছিলেন, 'কত ভাল ছেলে'! এক নিদ্রায় তাঁর (যায়েদের) চোখ মুদিত হয়ে আসলে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। হযরত আম্মারা বিন হাযম পাশ দিয়ে অতিক্রম কালে ঘুমন্ত দেখে যায়েদ (রাঃ)-এর অস্ত্র খুলে নিলেন। কিন্তু যায়েদ বুঝতে পারলেন না। রাসূল (ছাঃ) তাকে সম্বোধন করে বললেন, হে নিদ্রার পিতা! তুমি ঘুমিয়েছ আর তোমার অস্ত্র চলে গেছে। অতঃপর ঘুম থেকে জাগলে মহানবী (ছাঃ) বললেন, (তোমাদের মধ্যে) কে এই ছেলের অস্ত্র সম্পর্কে জানে? তখন আম্মারা বিন হাযম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি নিয়েছি। এরপর তাঁকে তাঁর অস্ত্র ফিরিয়ে দিলেন। রাসূল (ছাঃ) তখন ছাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন, ঠাট্টাচ্ছলে মুমিনের দ্রব্যাদি নিয়ে আশংকায় ফেল না।[২০]

পরিখার যুদ্ধের পর যায়েদ (রাঃ) তাবুকের যুদ্ধেও অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে যোগদান করেন।[২১] এ যুদ্ধে বানু মালিক বিন নায্যারের পতাকা ছিল আম্মারা বিন হাযামের নিকট। রাসূলে আকরাম (ছাঃ) তার নিকট থেকে ঝাণ্ডা নিয়ে হযরত যায়েদ বিন ছাবিতের হাতে অর্পন করলেন। হযরত আম্মারাহ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার কোন অপরাধ কি আপনার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে? তিনি বললেন, না। তবে যায়েদ তোমার চেয়ে বেশি কুরআন পড়েছে এজন্যই তাঁকে ঝাণ্ডা দেয়া হয়েছে।[২২]

এছাড়া ওছমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে ফিৎনা-ফাসাদের আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলে সামর্থ অনুযায়ী যায়েদ (রাঃ) আমীরুল মুমিনীনকে সমর্থন দিলেন এবং আনছারদেরকে তাঁর সাহায্যের উদ্দেশ্যে অগ্রসর করার আপ্রাণ চেষ্টা চালান। পরিস্থিতি এমন আকার ধারণ করেছিল যে, তাঁর কোন প্রচেষ্টা সফল হয়নি। উষ্ট্র ও সিফ্ফীনের যুদ্ধেও যায়েদ অংশগ্রহণ করেন। সিফ্ফিনের যুদ্ধে আলী (রাঃ)-এর পক্ষ সমর্থন না করলেও খলীফার প্রতি তার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল।[২৩]

১৯. ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৯২-৯৪।
২০. আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৭৬।
২১. বিশ্বনবীর সাহাবী, ২য় খণ্ড পৃঃ ২০২।
২২. আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৭৬।
২৩. বিশ্বনবীর সাহাবী, ২য় খণ্ড পৃঃ ২০১, ২০৫।

ইসলামের খেদমত

মহানবী (ছাঃ)-এর যুগেঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে সকল ছাহাবীদের 'অহি' লেখার কাজে নিয়োজিত করেছিলেন হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) ছিলেন তাদের অন্যতম।[২৪] তিনি দোয়াত-কলম, হাড়ের টুকরা অথবা হালকা পাথর প্রভৃতি সহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত থাকতেন। 'অহি' নাযিল হ'লে মহানবী (ছাঃ)-এর মুখে যা শুনতেন তা লিখে নিতেন। প্রিয়নবী (ছাঃ) 'অহি' লিখনের ব্যাপারে কখনো তাঁকে বিশেষ কোন হেদায়াত দিলে তা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। হিজরতের পর তিনি বেশির ভাগ সময় 'অহি' লেখার কাজে ব্যয় করেছেন। তিনি যা লিখতেন তা মুখস্তও করে নিতেন। অন্য ছাহাবীর লিখিত 'অহি'ও তিনি তাঁদের নিকট থেকে শুনে মুখস্ত করে ফেলতেন। এভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেই তিনি সমগ্র কুরআন মুখস্ত করেছিলেন। কুরআন মুখস্ত করার পাশাপাশি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় তিনি বিভিন্ন বস্তুর উপরে লিখিত কুরআনের সকল অংশ একত্রিতও করেছিলেন।[২৫]

এতদ্ব্যতীত তিনি মহানবী (ছাঃ)-এর পত্র লেখকের দায়িত্বও পালন করতেন। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত পত্র পড়ে মহানবী (ছাঃ)-কে শুনাতেন এবং এ উত্তর লিখে বিভিন্ন দেশে পাঠাতেন।[২৬] আ'মাশ বলেন, রাসূলের (ছাঃ) নিকট আগত পত্র তিনি বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে দেখাতে চাইতেন না।[২৭] এ জন্য তিনি যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ)-কে সুরিয়ানী ভাষা শিক্ষার নির্দেশ দেন এবং বলেন, আমি কোন সম্প্রদায়ের নিকট পত্র প্রেরণের সময় তাতে কমবেশী হওয়ার ভয় করি। অতএব, হে যায়েদ! তুমি সুরিয়ানী ভাষা শিক্ষা কর।[২৮] যায়েদ আজীবন রাসূল (ছাঃ)-এর পত্র লেখকের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন।[২৯]

মহানবী (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পরঃ

(ক) খলীফা নির্বাচনেঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তিরোধানের পরে ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা নির্বাচন নিয়ে বিপর্যয় দেখা দেয়। আনছার ও মুহাজিররা স্ব স্ব লোকদের মধ্য হ'তে খলীফা নির্বাচনের জোর দাবী জানান। তখন যায়েদ দাঁড়িয়ে বললেন, রাসূল (ছাঃ) মুহাজির ছিলেন, আর আমরা আনছার (সাহায্যকারী) ছিলাম। তাই মুহাজিরদের মধ্য হ'তে খলীফা নির্বাচিত

২৪. নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৪; আল-ইছাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২।
২৫. বিশ্বনবীর সাহাবী, ২য় খণ্ড পৃঃ ২০০-২০১।
২৬. আল-ইছাবাহ, ২য় খণ্ড পৃঃ ২৩; নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৭৪।
২৭. আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৭৭।
২৮. আল-ইছাবাহ, ২য় খণ্ড পৃঃ ২৩।
২৯. বিশ্বনবীর সাহাবী, ২য় খণ্ড পৃঃ ২০১।

হবে, আর আমরা হব তার সাহায্যকারী।[৩০] ফলে খলীফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আনছার-মুহাজিরদের কলহ বন্ধ হয়ে যায়। তিনি কতিপয় আনছার সহ আবুবকর (রাঃ)-এর হাতে প্রথম বায়'আত নেন।

(খ) কুরআন সংকলনঃ ইয়ামামার যুদ্ধে অসংখ্য হাফিযে কুরআন শাহাদত বরণ করলে কুরআন সংকলনের প্রয়োজনীয়তা প্রবল ভাবে দেখা দেয়। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর পরামর্শে আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) কুরআন মজীদের সকল লিখিত অংশ একত্রিত করে মাছহাফ আকারে সংকলন করার দায়িত্ব যায়েদ (রাঃ)-এর উপর অর্পন করেন। প্রথমতঃ এ দায়িত্ব পালনে তিনি চিন্তিত হলেও হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর অনুপ্রেরণায় অগ্রসর হন।[৩১]

খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত আরো ৭৫ জন ছাহাবী (রাঃ)-এ কাজে তাঁকে সহযোগিতা করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় লিখিত বিভিন্ন অংশগুলোকে তিনি একত্রিত করেন এবং অপরাপর ছাহাবীগণের নিকটে পবিত্র কুরআনের যে অংশ লিখিত ছিল সেগুলোও একত্রিত করে একটি পূর্ণ মাছহাফ সংকলন করেন। এ পর্যায়ে কোন আয়াত সম্পর্কে মতানৈক্য দেখা দিলে একাধিক ছাহাবীর সাক্ষ্য অনুযায়ী তা লিপিবদ্ধ করতেন। হযরত ওছমান (রাঃ)-এর শাসনামলে গ্রন্থাকারে কুরআন সংকলনের জন্য ওছমান (রাঃ) যাদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন হযরত যায়েদ বিন ছাবিত ছিলেন তাদের অন্যতম।[৩২]

(গ) ইসলামী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনঃ হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খিলাফত কালে যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ)-কে মজলিসে শূরার সদস্য নিয়োগ করা হয়।[৩৩] তিনি মদীনার কাযী (বিচারক), মুফতী, ক্বারী এবং ইলমে ফারায়েয শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন।[৩৪] খোলাফায় রাশেদীন সহ আমীর মু'আবিয়ার (রাঃ) যুগ পর্যন্ত দীর্ঘকাল তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।[৩৫]

ওমর ফারূক (রাঃ) তাঁকে লেখক ও মজলিসে শূরার সদস্য পদে বহাল রেখে মদীনার কাযীও নিয়োগ করেন।[৩৬] কোথাও সফরে গেলে যায়েদ (রাঃ)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যেতেন।[৩৭]

ইবনে সা'দের বর্ণনা মতে, ১৯ বছর বয়সে তিনি হুনাইন যুদ্ধে গণীমতের মাল বন্টনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ইয়ারমুকের যুদ্ধের গণীমতের মাল বন্টনের দায়িত্বও হযরত ওমর (রাঃ) যায়েদের উপর ন্যাস্ত করেন। ওমর (রাঃ)-এর শাহাদতের পর ওছমান (রাঃ) ২৪ হিজরীতে খলীফা নির্বাচিত হয়েও যায়েদের মর্যাদা ও পদ বহাল রাখেন। ৩১ হিজরীতে তিনি যায়েদকে মদীনার কেন্দ্রীয় বায়তুল মালের কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। হজ্জ উপলক্ষ্যে মক্কায় গমণ কালে হযরত ওছমান (রাঃ) খিলাফতের কাজ-কর্ম হযরত যায়েদের হাতে ন্যাস্ত করে যান।[৩৮]

(ঘ) হাদীছ শাস্ত্রে অবদানঃ তিনি অধিকাংশ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে থাকতেন। ফলে হাদীছ শাস্ত্রেও তিনি বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু হাদীছ বর্ণনায় তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। এজন্য তাঁর থেকে মাত্র ৯২ টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৫টি হাদীছ ইমাম বুখারী ও মুসলিম একত্রে বর্ণনা করেন।[৩৯] তাঁর থেকে যারা হাদীছ বর্ণনা করেন তাদের মধ্যে খারিজাহ, সালমান, ছাবিত ইবনু উবাইদ, উম্মু সা'দ, আবু হুরায়রা, আনাস, আবু সাঈদ, সাহল বিন হুনাইফ, ইবনু ওমর, সাহল বিন সা'দ, আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযিদ আল-খাতামী, সাহল বিন আবি হাছমাহ, মারওয়ান বিনুল হাকাম, আবান বিন ওছমান, ত্বাওস, উবাই ইবনুস সিবাক্ব, আবা বিন ইয়াসার প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৪০]

আমল-আখলাক্বঃ হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) ছিলেন পুত-পবিত্র ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী। দ্বীনি কাজে অগ্রবর্তী হওয়া, জ্ঞান-পিপাসা, রাসূল প্রেম, সুন্নাতের পায়রবী, হক্ব বলা ও বিনয় প্রভৃতি গুনাবলী তার চরিত্রে স্থান পেয়েছিল। তরুণ বয়সে (১১ বৎসর) ইসলাম গ্রহণ করে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জ্ঞানার্জনে ব্যাপৃত হন। এমনকি জ্ঞানের দিক দিয়ে বড় বড় ছাহাবীর কাতারে শামিল হন। সুন্নাতের প্রতি তাঁর এতই গভীর অনুরাগ ছিল যে, রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশাবলীর উপর নিজে আমল করতেন এবং অন্যদেরকেও সেভাবে আমল করার নির্দেশ দিতেন। কাউকে সুন্নাতের পরিপন্থী কোন কাজ করতে দেখলে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন না করে তার বিরোধিতা করতেন।[৪১]

---

৩০. নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৭৫; ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা, ৫ম খণ্ড পৃঃ ৯৯-১০০।
৩১. বিশ্বনবীর সাহাবী, ২য় খণ্ড পৃঃ ২০৩; ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা, ৫ম খণ্ড পৃঃ ১০১।
৩২. বিশ্বনবীর সাহাবী, ২য় খণ্ড পৃঃ ২০৩; নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৭৬।
৩৩. বিশ্বনবীর সাহাবী, ২য় খণ্ড পৃঃ ২০৩।
৩৪. আল-ইছাবাহ, ২য় খণ্ড পৃঃ ২৩।
৩৫. বিশ্বনবীর সাহাবী, ২য় খণ্ড পৃঃ ২০৮।
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৪।
৩৭. নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৭৫; আল-ইছাবাহ ২য় খণ্ড পৃঃ ২৩।
৩৮. বিশ্বনবীর সাহাবী, ২য় খণ্ড পৃঃ ২০৪-২০৮।
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৮।
৪০. তাহযীবুত তাহযীব, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩৪৯।
৪১. বিশ্বনবীর সাহাবী, ২য় খণ্ড পৃঃ ২০৯-১১০।

প্রকৃতিগত ভাবে তিনি নীরবতা পসন্দ করতেন এবং মজলিসে অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে বসতেন। বিনয় ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। প্রত্যেকের সাথেই হাসি মুখে মিলিত হ'তেন এবং বিনয়-নম্রতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় মানুষ। মুসলমানদের পারস্পরিক বিবাদে পক্ষাবলম্বন করা পসন্দ করতেন না। ফিৎনা হ'তে সর্বদা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতেন।[৪২]

বৈবাহিক জীবনঃ হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত সা'দ বিন রাবী আনছারীর (ওহোদের শহীদ) কন্যা জামীলা (রাঃ)-কে বিবাহ করেন। জামীলা (রাঃ)-এর উপনাম ছিল উম্মুল অলা ও উম্মে সা'দ। এরই গর্ভে যায়েদ (রাঃ)-এর ১১টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। যারা ইলম ও ফযীলতের দিক দিয়ে অত্যন্ত উচুঁ মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। এক পুত্র খারেজাহ (রাঃ) বিশিষ্ট সাত ফকীহ্‌র অন্যতম ছিলেন। যায়েদ (রাঃ)-এর পৌত্ররাও জ্ঞানের জগতে অত্যন্ত নামকরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন।[৪৩]

ইন্তেকালঃ তাঁর মৃত্যুকাল সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। ইয়াহ্‌ইয়া বিন বুকাইর বলেন, তিনি ৪৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। কেউ তাঁর মৃত্যুকাল ৪৮, ৫১, ৫২ বা ৫৫ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন। তবে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে তিনি ৫৬ বৎসর বয়সে ৪৫ হিজরীতেই ইন্তেকাল করেন।[৪৪]

তাঁর ওফাতে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আজ এ উম্মতের জ্ঞান সমুদ্র মরে গেল। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, তোমাদের কেউ ইল্‌ম কিভাবে চলে যায় তা যদি জানতে চায়; সে জেনে রাখুক ইলম এভাবেই চলে যায়। আল্লাহ্‌র শপথ আজ অনেক জ্ঞানকে দাফন করা হ'ল।[৪৫] হাস্‌সান বিন ছাবিত তাঁর মৃত্যুতে শোকগাথা রচনা করেনঃ

فمن للقوافى بعد حسان وابنه – ومن للمعانى بعد زيد بن ثابث

'হাস্‌সান ও তাঁর ছেলের পরে কবিতার ছন্দের অবতারণা করার কে আছে? আর যায়েদ বিন ছাবেতের পরে অন্তর্নিহিত ভাব উৎঘাটনের কে আছে?[৪৬]

৪২. তদেব, পৃঃ ২১১-১২।
৪৩. তদেব, পৃঃ ২০৬।
৪৪. তাহযীবুত তাহযীব, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩৪৮; আল-ইছাবাহ, ২য় খণ্ড পৃঃ ২৩; নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৭৬; তুহফাতুল আহওয়াযী, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৯৯।
৪৫. তাহযীবুত তাহযীব, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩৪৮।
৪৬. ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা, ৫ম খণ্ড পৃঃ ১০৪; আল-ইছাবাহ, ২য় খণ্ড পৃঃ ২৩।

দাফন-কাফনঃ হযরত যায়েদ বিন ছাবিত সূর্যোদয়ের পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তার ছেলেরা সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে তাঁকে সমাহিত করতে চাইলে আনছাররা বাধা দিয়ে বলল, না! তাঁকে (যায়েদকে) দিনের বেলায় দাফন করতে হবে, যাতে তাঁর ছালাতে জানাযায় অনেক লোকের সমাগম হয়। খবর পেয়ে মদীনার গভর্ণর মারওয়ান ইবনুল হাকামও এসে বললেন, সকাল না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে সমাধিস্থ করা যাবে না। অবশেষে সকাল হ'লে তিনবার তাকে গোসল দেয়া হ'ল। প্রথমবার শুধু পানি, দ্বিতীয় বার পানি ও বরই পাতা এবং তৃতীয় বার কর্পুর মিশ্রিত পানি দ্বারা তাঁকে ধৌত করা হ'ল। তারপর তাকে তিনটি কাপড় দ্বারা কাফন পরানো হ'ল, যার মধ্যে একটি ছিল চাদর। মু'আবিয়া একাই তাকে কাফনের কাপড় পরালেন। সূর্যোদয়ের পরেই মারওয়ান তাঁর জানাযার ছালাত পড়ালেন। তিনি যায়েদের ছেলেদের একটি ভেড়া দিলেন। তা জবাই করে তাঁর ছেলেরা লোকদের খাওয়াল।[৪৭]

উপসংহারঃ

দ্বীনের তরে জীবন যারা করে দেয় কুরবান
মরেনা তারা এ ধরাধামে বেচেঁ রয় আজীবন।
প্রভুর আদেশ; 'রূহ' (আত্ম) শুধু চলে যায় তাঁরই কাছে
কীর্তিই তাকে অমর করে, দেহ থাকে কবর মাঝে।

তেমনি হযরত যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) আমরণ ইসলামের খেদমত করে গেছেন। ইসলামের জন্যই জীবনোৎসর্গ করে ছিলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশানুযায়ী কাজ করাই ছিল তাঁর একমাত্র ব্রত। সকল কাজে তিনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসন্ধান করতেন এবং এ বিষয় মানুষকেও উপদেশ দিতেন।

পরিশেষে এ মহামণীষীর ঘটনাবহুল জীবন থেকে প্রকৃত শিক্ষাগ্রহণ করে আমরা আমাদের সার্বিক জীবনকে ঢেলে সাজাই। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

৪৭. আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৭৭।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

শত্রুকে মিত্র মনে করার ফল

- আব্দুছ ছামাদ সালাফী *

শত্রু-মিত্র মিলেই মানুষের বসবাস। শত্রু থেকে সাবধানে থাকা উচিৎ। অন্যথা ক্ষতির সম্মুখীন হ'তে হয়। আল্লাহ তা'আলা আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-কে শতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, إنه لكم عدو مبين 'সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু'। অর্থাৎ তার থেকে শতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু অশতর্ক হওয়ার কারণেই বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। সুখময় স্থান জান্নাত থেকে বেরিয়ে আসতে হ'ল। এই পৃথিবীতে শত্রু থেকে শতর্ক না থাকার কারণে কত লোক যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার হিসাব কে রাখে? আলোচ্য গল্পে তারই নমুনা তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

হিশাম বিন মুহাম্মাদ কালবী বলেন, আমার পিতা বলেছেন, জাজিমা বিন মালেক নামের একজন বাদশাহ ছিলেন। তিনি সিরিয়া ও পারস্যের মধ্যবর্তী 'হিরা' নামক দেশের বাদশাহ ছিলেন। তিনি একদিকে যেমন অত্যন্ত শক্তি ও সাহসের অধিকারী ছিলেন তেমনি অন্যদিকে তাঁর প্রভাব ছিল বিরাট। সুদীর্ঘ ৬০ বছর যাবত তিনি রাজত্ব করেছিলেন। আশপাশের অনেক ছোট রাজ্য জয় করে রাজ্য বিস্তারও করেছিলেন। যে রাজ্যগুলি তিনি জয় করেছিলেন তার মধ্যে 'হাযার' নামের একটি দেশও ছিলো। যার বাদশাহ ছিল মালীহ বিন বারা (مليح بن براء)। তাকে হত্যা করে সে দেশটিও জয় করেছিলেন তিনি। মালীহ্র একমাত্র মেয়ে জাব্বা। তিনি কিছু সৈন্য এবং লোকজনকে নিয়ে সিরিয়ায় পালিয়ে যান। তিনি যেমনি ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী তেমনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও সাহসী। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর সেনাবাহিনীকে একত্রিত করে জাজিমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশকে মুক্ত করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সর্বদা মেয়ে মহলেই থাকতেন এবং পুরুষদের নিকট হ'তে দূরে থাকতেন। শুধুমাত্র বিচার-সালিস ও নির্দেশ জারী করার সময়টুকুই পুরুষদের মধ্যে থাকতেন। বিয়ে সাদির জন্য অনেক প্রস্তাব আসলেও রাযী হয়নি। জাজিমার মনে হঠাৎ নতুন করে বিয়ে করার ইচ্ছে হ'ল এবং জাব্বাকে বিয়ে করার জন্য তিনি মন্ত্রী পরিষদের নিকট প্রস্তাব পেশ করলেন। বাদশাহ্র মন-মানষিকতার দিকে লক্ষ্য করে পরিষদ বাদশাহ্র প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। কিন্তু কোসায়ের নামের তাঁর একটি গোলাম ছিল (কেউ কেউ বলেন, কোসায়ের বাদশাহর চাচাত ভাই)। সে এর বিরোধিতা করে বলল, এধরণের সিদ্ধান্ত ভুল হচ্ছে। আপনার জানা আছে যে, সে এখনও কুমারী। পুরুষ লোকের সাথে উঠা বসা করে না। তাঁর ধন-সম্পদের উপর লোভ নেই এবং কারো সৌন্দর্যের উপরও সে আকৃষ্ট নয়। তাছাড়া আমাদের উপর তাঁর বাবার হত্যার প্রতিশোধের ব্যাপারটিও আছে। তাঁর মন প্রতিশোধের স্পৃহায় দাউ দাউ করে জ্বলছে। কিন্তু আপনার ভয়ে চুপ করে আছে। সুযোগ পেলেই সে প্রতিশোধ নিবে। যদি আপনার বিয়ে করার প্রয়োজন থাকে তাহ'লে দেশে অনেক মেয়ে আছে। আপনার যে মান-সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তি আছে তাতে আপনার প্রস্তাব কেউ প্রত্যাখ্যান করবে না। অতএব এই প্রস্তাব দয়া করে প্রত্যাহার করুন। বাদশাহ বললেন, তোমার পরামর্শ ভাল, তবে আগে পরীক্ষা করে দেখি তার পর দেখা যাবে।

এবার বাদশাহ অনেক দামি উপহার সহ জাব্বার নিকট বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ঘটক পাঠালেন। রাজকুমারী জাব্বার নিকট যখন এই খবর পৌঁছাল, তখন সে এই ঘটক দল বা দূতকে স্বাগত জানালেন এবং তাদেরকে অত্যন্ত সম্মান করলেন। খাবার ও থাকার উত্তম ব্যবস্থাও করা হ'ল। বাদশাহ্র প্রস্তাব তিনি সানন্দে গ্রহণ করে বললেন, উপযুক্ত প্রস্তাব বা পাত্র না পাওয়ায় আমি বিয়ের জন্য আগ্রহী হইনি। কিন্তু এখন জাজিমার মত যোগ্য পাত্রের প্রস্তাব আসায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি তো আমার চেয়ে সব দিক দিয়েই উত্তম। তাই আমি এই বিয়েতে সম্মতি জানাচ্ছি। তারপর তিনি ঘটককে অনেকগুলি উট, ঘোড়া, গাধা এবং অনেক ধন-রত্ন, কাপড়, অস্ত্র সহ মূল্যবান উপহার দিয়ে বিদায় করলেন।

ঘটক দল ফিরে এসে বাদশাহ্র নিকট রিপোর্ট দিল এবং মূল্যবান উপহার সামগ্রীও প্রদান করল। তখন বাদশাহ জাজিমা আনন্দে আত্মহারা। তিনি তাঁর ভাগিনা আমর বিন আদীকে অস্থায়ীভাবে রাজ্যের দায়িত্ব দিয়ে পরামর্শ সভার সদস্য ও মন্ত্রীপরিষদের বেশ কিছু সদস্য (তাদের মধ্যে চৌকস ও বুদ্ধিমান কোসায়েরও ছিল) সাথে নিয়ে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। রাজকুমারীর রাজ্যে প্রবেশ করার পর পুনরায় পরামর্শ সভা বসল। বাদশাহ তাঁর সিদ্ধান্ত ঠিক হ'ল কি-না পরিষদের নিকট জানতে চাইলে কোসায়েরই প্রথম কথা আরম্ভ করল এবং বলল, ধীরস্থির ভাবে পরিণাম ও পরিণতির কথা চিন্তা না করে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তার ফলাফল অত্যন্ত দুঃখজনক ও ক্ষতিকারক হয়ে থাকে। আপনি বুদ্ধির চেয়ে প্রেম ও ভালবাসাকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। এখনও সময় আছে চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন। বাদশাহ অন্যদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, তোমাদের অভিমত কি বল? তারা বাদশাহ্র সিদ্ধান্তকেই সঠিক বলে জানালো। কোসায়ের বলে জানালো, আমি দেখছি সাবধানতার উপর অদৃষ্ট জয়যুক্ত

* সিনিয়র নায়েবে আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

হচ্ছে। কোসায়েরের কোন প্রচেষ্টা কাজে আসল না।

অতঃপর আরো অগ্রসর হয়ে রাজকুমারীর শহরের নিকটে পৌঁছলেন এবং দূত পাঠিয়ে নিজের আগমনের সংবাদ পাঠালেন। এ খবর শুনে রাণী অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন। মেহমানদের খাবার ও পশু বা সাওয়ারী পশু গুলোর খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হ'ল। দূত এসে সমস্ত ঘটনা বাদশাহ্কে শুনাল। তখন তিনি কোসায়রকে বললেন, এখনও কি তুমি তোমার ঐ সিদ্ধান্তের উপর অবিচল আছ? সে বলল, এখন তো নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে, আপনার ধ্বংস অতি নিকটে। সে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আপনার মতের উপরেই আছেন? তিনি বললেন, আগের চেয়ে তো আমার ইচ্ছা আরো দৃঢ় হয়ে গেল। কোসায়র বলল, 'যুগ বা সময় ঐ লোকের সাথে থাকে না বা সে দীর্ঘজীবী হয় না, যে তার পরিণতির ব্যাপারে চিন্তা করে না'। এটি আরবে প্রবাদ বাক্য হিসাবে চালু আছে। গোলাম কোসায়ের বলল, জনাব! আপনি যদি মনে করেন আমার শক্তি ও লোকজন অনেক বেশী তাহ'লে আমি বলব, আপনার কথা ঠিক। তবে আপনি দেশ থেকে দূরে চলে এসেছেন। এখন না আপনার সাথে কোন লোকজন আছে আর না শক্তি আছে। আপনি এখন অন্যের রাজ্যে অসহায় অবস্থায় আছেন। এখানে আপনার কোন ক্ষমতা নেই।

বাদশাহ মহোদয়! অবহেলা ও অপরিণামদর্শিতার কারণে আপনার জীবন নষ্ট হ'তে যাচ্ছে দেখে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। তাক্বদীর বা অদৃষ্ট আমার প্রচেষ্টাকে সার্থক হ'তে দিল না। জনাব! আগামীকাল সকালে যদি দেখেন, ১০/১৫ জন করে লোক দলে দলে আপনার নিকট আসা-যাওয়া করে ও স্বাগত জানায় তাহ'লে আপনি নিজেকে সফলকাম বলে মনে করবেন। আর যদি আপনি দেখেন যে, সমস্ত লোক সারিবদ্ধ ভাবে রাস্তার দুই দিকে দাঁড়িয়ে আছে এবং আপনি যখন তাদের মধ্যে প্রবেশ করবেন তখন তারা আপনাকে এক সাথে ঘিরে ফেলেছে, তখন আপনি নিজেকে বন্দী মনে করবেন এবং আপনার মৃত্যু অবধারিত। এমতাবস্থায় এই 'আসা' (ঘোড়ার নাম) আপনাকে বাঁচাতে পারবে। আপনি তখন এর পিঠে মজবুত হয়ে বসে যাবেন। কেউ এর পায়ের ধুলাও ধরতে পারবে না। নিশ্চিত মুত্যু থেকে আপনাকে সে রক্ষা করবে। বাদশাহ্র একটি ঘোড়ার নাম 'আসা'। ঘোড়াটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং অত্যন্ত দ্রুতগামী। কোন ঘোড়া তার সাথে পাল্লা দিয়ে পারত না।

পরের দিন দেখা গেল, রাজকুমারীর সেনাবাহিনী ও লোকজন বাদশাহ্কে নিয়ে যাবার জন্য সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এটা তাদের বা রাজকুমারীর পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল। এখানে যুদ্ধ বা মারামারি করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ জাজিমার প্রতিরোধের কোন শক্তিই ছিল না এবং তিনি একজন বন্দী ছাড়া কিছুই নন। বাদশাহ যখন সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করলেন তখন চতুর্দিক থেকে তাঁকে একসাথে ঘিরে ফেলা হ'ল। বাদশাহ বললেন, কোসায়ের তোমার কথাই সত্য প্রমাণিত হ'ল। সে বলল, 'মুক্তির পথ যখন বন্দ তখন উত্তর দিলেন'। এটাও আরবদের মধ্যে প্রবাদ বাক্য হিসাবে চালু হয়ে গেছে। কোসায়ের বলল, জনাব এখন 'আসা'ই শুধু আপনাকে বাঁচাতে পারে অন্য কোন উপায় নেই। আপনি এর পিঠে বসে একে ইশারা করলে আপনাকে নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে কেউ আপনাকে আটকাতে পারবে না। কিন্তু তাঁর মৃত্যু নির্দ্ধারিত সময়, জায়গায় এবং নিয়মে হবে হেতু সে পালিয়ে না গিয়ে আপনা আপনি ধরা দিল।

সেনাবাহিনী বাদশাহ জাজিমাকে গিয়ে রাণীর হাওয়ালা করে দিল। রাণী তার পূর্ণ জৌলস নিয়ে সিংহাশনে আরোহণ করলেন এবং তাঁর সামনে নীচে দুর্গন্ধময় পচা চামড়া বিছিয়ে সেখানে বন্দী বাদশাহ্কে বসানো হ'ল। সেখানে পুরুষ লোকের কোন নাম গন্ধও ছিল না। বাদীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হ'ল, তোমাদের আপার স্বামী বা মালিকের যেন অসম্মান না হয়। এবার দু'টি গামলা নিয়ে এসে দুই পাশে রাখা হ'ল এবং দুই কহিলুর পাশের মূল রগ (যা দিয়ে পরের সব জায়গায় রক্ত চলাচল করে) কেটে দেওয়া হ'ল। রক্ত গুলো উক্ত গামলায় পড়তে লাগল। কিছু রক্ত ছিটকে বাইরে পড়লে জাব্বা (রাণী) উপহাস করে বলল, তোমাদের মালিকের রক্ত নষ্ট করো না। বাদশাহ বলল, যে নিজের রক্ত নিজেই নষ্ট করছে এর জন্য তার দুঃখ করা উচিৎ নয়। এক পর্যায়ে সমস্ত রক্ত নিঃশেষ হয়ে গেলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। জাব্বা বললেন, এভাবে জাজিমাকে হত্যা করে আমার তৃপ্তি হয়নি তাকে আরো কষ্ট দিয়ে মারা উচিৎ ছিল।

এ দিকে কোসায়ের সেই 'আসা' নামক ঘোড়ায় চড়ে হাওয়া হয়ে গেল। অন্যদিকে জাজিমার ভাগিনা আমর বিন আদী রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতিদিনই সংবাদের প্রতীক্ষায় থাকে। কোসায়েরকে পেয়ে সে সংবাদ জানতে চাইল। কোসায়ের বলল, জনাব অদৃষ্ট আমাদের ও আপনার মামার মাঝে পর্দা করে দিয়েছে। তবে আমি কসম করে বলছি, বাদশাহ্র খুনের বদলা আমি নিবই। অথবা আমার জীবন যাবে।

আমর বিন আদীর (বর্তমান বাদশাহ) নিকট ঐ প্রতিজ্ঞা করার পর কোসায়ের নিজের নাক নিজে কেটে জাব্বার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। সেখানে পৌঁছে রাণীর নিকট সংবাদ পাঠাল এবং সাক্ষাৎ প্রার্থনা করল। প্রহরী রাণীর নিকট এই খবর পৌঁছাল এবং কোসায়ের সম্পর্কে রাণীকে জানাল যে, সে অত্যন্ত হুঁশিয়ার এবং জাজিমার দক্ষিণ হস্ত ছিল। তার নিকট থেকে সেদেশের অনেক খবর পাওয়া যাবে। এতে আমাদের অনেক উপকার হ'তে পারে। রাণী তাকে আসতে বললেন। সেদেশের নিয়মানুসারে সালাম জানিয়ে কোসায়ের বলল, মহামান্য রাণী আমি আপনার দয়া ভিক্ষা করছি। বাদশাহ জাজিমা কিভাবে মারা গেছেন তা আপনিই ভাল জানেন। কিন্তু তার ভাগিনা আমর বিন আদী, যে বর্তমান বাদশাহ সে জাজিমার হত্যার ব্যাপারে আমাকে দায়ী করেছে। সে আমার নাক কেটে দিয়েছে এবং হত্যার

হুমকি দিয়েছে। আমার ধন-সম্পদ নিয়ে নিয়েছে। কাজেই জীবন বাঁচাবার জন্য আপনার নিকট পালিয়ে এসেছি। দয়া করে আপনি আমাকে আশ্রয় দিন ও নিরাপত্তা বিধান করুন। আমি অসহায় ও আশ্রয়হীন।

রাণীর নির্দেশে তার থাকা খাওয়া ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হ'ল। চাকর-বাকর, টাকা-পয়সা ও খাবার-দাবারের উত্তম ব্যবস্থা করা হ'ল। রাণী জাব্বার রাজ প্রাসাদ ছিল ফোরাত নদীর এক পার্শ্বে। সে নদীর অন্য পারে নতুন একটি শহর নির্মাণ করে নীচ দিয়ে সুড়ঙ্গ পথ তৈরী করা হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, জাব্বা পুরুষ লোকের সংস্পর্শে কম আসত এবং মেয়ে মহলেই প্রায় সময় থাকতেন। কাজেই কোসায়ের তাঁর সাথে সাক্ষাতের তেমন সুযোগ করতে পারছিল না। বেশ কিছুদিন পর অনেক কৌশল করে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বলল, মহানুভব রাজকন্যা! আপনি এই দীর্ঘ দিন ধরে আমার যাবতীয় খরচাদি দিচ্ছেন। এভাবে আর কত দিন পরনির্ভর হয়ে থাকব। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তাছাড়া আমার দেশে গোপনীয় অনেক সম্পদও আছে। যদি আপনি আমাকে কিছু টাকা-পয়সা দিতেন তাহ'লে আমার গচ্ছিত মালামাল থেকে কিছু এবং বাজার থেকে কিছু মালামাল নিয়ে আসতাম, যাতে করে আমি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারি। এছাড়া নতুন নতুন কিছু জিনিষপত্রও আমদানি করা যেত, এখানে যেগুলোর প্রয়োজন রয়েছে। রাজকুমারী তার কথায় সম্মত হয়ে কিছু টাকা-পয়সা দিলেন। কোসায়ের উক্ত পয়সা নিয়ে সোজা আমর বিন আদীর ('হিরার' বর্তমান বাদশাহ) নিকট পৌঁছল এবং তার কৌশলের কথা জানাল। এতে সে অত্যন্ত খুশি হয়ে তাকে অনেক সুন্দর সুন্দর ও দামি দামি আসবাবপত্র প্রদান করল, যা তার টাকার চেয়ে অনেক গুণে বেশী। এসব মালামাল যখন রাজকুমারী জাব্বার নিকট পৌঁছল তখন তিনি অত্যন্ত খুশি হ'লেন এবং তাকে ব্যবসা চালু রাখার নির্দেশ দিলেন। এভাবে কয়েক দফা মালামাল আনা-নেওয়া ও বেচা-কেনা করা হ'ল। যাতে বহু টাকা লাভ হ'ল। ফলে সে জাব্বার নিকট আস্থাভাজন হয়ে উঠল এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাণী তার পরামর্শও নিতে লাগলেন। সেও বিচক্ষণতার সাথে সঠিক পরামর্শ দিতে থাকে এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে থাকে। যার কারণে রাণী সহ সবার নিকট তার একটা সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত রাণী কোসায়েরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন এবং যেকোন কাজেই তার পরামর্শ নিতে লাগলেন। এ সুযোগে কোসায়র রাণীর ভিতর ও বাইরের সব খবর ও আস্তানা এবং সুড়ঙ্গ পথ সহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি জেনে নিল।

রাণী একদিন যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধের যানবাহন সংগ্রহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সে বলল, এটি একটি সময়োপযোগী ও সুন্দর প্রস্তাব। কোন দেশকে টিকে থাকতে হ'লে, তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই মজবুত হ'তে হবে। এ বিষয়ে আমাকে দায়িত্ব দিলে আমি দ্রুত ব্যবস্থা করতে পারব। রাণী তাকে দায়িত্ব দিয়ে এবং টাকা পয়সা সাথে দিয়ে রওয়ানা করে দিলেন। এদিকে মন্ত্রীপরিষদের চিন্তাশীল সদস্যরা এটাকে কৃত্রিম হিতাকাঙ্খী ও প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ সন্ধানী বলে রাণীর নিকট অভিমত পেশ করলে রাণী বললেন, কোসায়ের এখন আমাদের লোক এবং আমাদের দেশের নাগরিক। সে আমাদের কোন ক্ষতি করবে না। তার বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা ও কর্ম তৎপরতা দেখে তোমাদের হিংসা হচ্ছে।

এদিকে কোসায়ের আমর বিন আদীর নিকট পৌঁছে বিস্তারিত বললে আমর (বর্তমান বাদশাহ) খুব খুশী হ'লেন এবং যাত্রার জন্য ২০০০ সৈন্য বাছাই করে নিতে নির্দেশ দিলেন। যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে যথাসময়ে যাত্রা শুরু হ'ল। কালো রং এর চাদর বা থলির মধ্যে পুরে ২০০০ সসস্ত্র বাহিনী জাব্বার রাজধানী শহরের কাছাকাছি পৌঁছে গেলে তাকে খবর পাঠানো হ'ল। এদিকে কোসায়ের আমর বিন আদীর সাথে পরামর্শক্রমে একটি সংকেত নির্দ্ধারণ করল এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ল যে, পুরোপুরি- শহরের মধ্যভাগে পৌঁছে গেলে সংকেত দেওয়া হবে এবং সাথে সাথে সকল সৈন্য থলের ভিতর থেকে বের হয়ে প্রাসাদের দিকে ধাবিত হবে। আমরের সেনাবাহিনী শহরের ভেতরে পৌঁছলে জাব্বা বললেন, 'উটগুলো ধীরে ধীরে চলার কারণ কি? তারা কি পাথর নিয়ে আসছে, না লোহা? এটা ঠাণ্ডা ও কঠিন মৃত্যু নয়তো? এই থলের ভিতরে কালো রং -এর সৈন্যবাহিনী নয়তো? তারপর বাদি-দাসিদের লক্ষ্য করে বললেন, 'আমি কালো রং -এর ভিতরে লাল রং -এর মৃত্যু দেখছি'। এই বাক্যটি আরবে প্রবাদ হিসাবে চালু হয়ে গিয়েছিল। এই কথা বলতে বলতেই সংকেত দেওয়া হ'ল এবং পলকের মধ্যে সেনাবাহিনী বেরিয়ে আসল। জাব্বা তার প্রাসাদের ছাদ থেকে এ অবস্থা দেখে দৌড়ে পালাতে শুরু করলেন। এদিকে আমর তার পিছু ধাওয়া করে এবং কোসায়ের সামনে গিয়ে সুড়ঙ্গ পথ বন্ধ করে দেয়। রাণী তার নিশ্চিত মৃত্যু দেখে তার নিজের হাতে রাখা আংটিটি (যার মধ্যে কঠিন ধরণের বিষ ছিল যা খেলে সাথে সাথে মৃত্যু হয়) মুখে দিয়ে গিলে ফেললেন। অতঃপর আমর ও কোসায়ের এক সাথে তার উপর তরবারির আঘাত করে এবং তিনি নিহত হন। অতঃপর আমর পূর্ণ রাজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

পাঠক! ভেবে দেখুন শত্রুকে মিত্র হিসাবে গ্রহণ করে কে কেমন মাশুল দিল। এ ধরণের ঘটনা যে অনেক ঘটেছে এবং অহরহ ঘটছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ক বি তা

আল্লাহ মহান

-তোফায্যল হোসাইন
পাংশা, রাজবাড়ী।

মায়ের গর্ভ থেকে তুমি
ধরার ধুলায় এলে
জীবন তোমার কাটছে সুখে
দিব্বি হেঁসে খেলে।
হাঁসি খুসির মাঝেই পেলে
বন্ধু আপনজন
আব্বা-আম্মা পেলে তুমি
সেই সাথে ভাই-বোন।
মায়ের কোলে আদর পেলে
বাবার কোলেও বেশ
যখন যাবে মাটির কোলে
কাঁদবে সারা দেশ।
কে খেলিছে এমন খেলা
চিন্তা কর ভাই
তিনি হ'লেন সবার বড়
তাঁর উপরে নাই।
বন্দেগী তাঁর কর তুমি
নত করেই শির
তিনিই মহান অদ্বিতীয়
মন কর স্থির।
আল্লাহ মহান ক্ষমাকারী
পানাহ চাও তাঁর কাছে
কোরবানী দাও তাঁরই নামে
তোমার যা আছে।

আহবান

-মুহাম্মাদ নাজমুস সাআদাত
দাখিল পরিক্ষার্থী '৯৯
সোনাবাড়ীয়া, কলারোয়া।

এসো হে নবীন! গাও আজ সবে
নবী জীবনের গান
পুরাতন যত ধ্বংসস্তুপ
ভেঙ্গে করো খান খান।
উদিত সূর্য রক্তিম আভা
ছড়ায়ে চলেছে দেখো
সত্য পিয়াসী ঐ চোখে তুমি
মুক্তির ছবি আঁকো।
আগামীদিনের কাণ্ডারী তুমি
নয়া যমানার দান
নিজকে গড়ে জগৎ জুড়ে,
রাখো এ জাতীর মান।

***

মুজাহিদ

-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকীল
নাড়াবাড়ী হাট, বিরল, দিনাজপুর।

নির্ভেজাল তাওহীদের আলো প্রজ্জ্বলন করে বক্ষে
আমরা চলেছি শাশ্বত অহি-র বিধান কায়েমের লক্ষ্যে
দা'ওয়াত ও জিহাদের চিরন্তন দুর্বার কাফেলায়
বিপ্লবের পথে, মাযলূম জনতার মুক্তির আশায়।
আমরা হয়েছি অবিরাম, ক্লান্তি বিহীন
মানব রচিত সকল বিধান চিরতরে করতে বিলীন।
সে পথেই আমরা হয়েছি আসীন
যে পথে চলে চির অম্লান সালাফে ছালেহীন।
দুনিয়ার চাকচিক্যে, ভোগ-বিলাসিতায় ডাকছে ত্বাগূত
বাতিলের ঝংকারে যারা ভুলেছে মউত।
সে পথ পরিহার করে, সঁপেছি মোরা জীবন মরণ
আল্লাহ্‌র রাহে। চিরস্থায়ী পরকালের করে স্মরণ।
হিমাদ্রির চেয়ে সুদৃঢ় আমাদের মনোবল,
আন্দোলনের তরে শানিত চেতনা যেন সাগর অতল।
কাসিম-তারিখের পথ বেয়ে আজি আমরা অভয়,
নব্য ক্রুসেডের বিরুদ্ধে; ছালাহদীনের মত নিশ্চিত বিজয়
হবে আমাদের। আল্লাহ্‌র পথে আমরা মুজাহিদ,
বাতিলের বিরুদ্ধে লড়বো আমরা, এই আমাদের যিদ।

বিপ্লবী হাতিয়ার

-মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
পরিচালক, সোনামণি।

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম প্রকাশনা তুমি কত না অনন্য,
মূর্খ আর মোহর মারা হৃদয় ছাড়া কে বলে তুমি সামান্য।
মণি-মুক্তা খোঁজে যারা, পাগল তারা তোমার জন্য
তোমার দেখানো ছিরাত্বে মুস্তাকীম পেয়ে হয়েছি মোরা ধন্য।
স্রোতের পানে ভাসমান নও, তুমি একক সোনালী ঢেউ,
ভাঙ্গছে শিরকের বিষ দাঁত তাই তোমাকে ভুলেনা কেউ।
রজনীগন্ধার সুবাসে তুমি মুখরিত এক রবি,
আমি চাতকের মত তোমারই পানে চেয়ে থাকি এক কবি।
হাযারো কুসংস্কারে ভরা এই বাংলার জমিন
তোমারই আতঙ্কে আজ হ'তে চলেছে সব বিলীন।
ঘুমন্ত মুসলিম জাগরণে তুমি বিপ্লবী হাতিয়ার
শিরক-বিদ'আত আর বাতিল পন্থীরা তাই আজ হুঁশিয়ার।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যায় যাদের উত্তর সঠিক হয়েছেঃ

❐ **সূর্যকনা কিণ্ডার গার্ডেন, রাজশাহী থেকেঃ** সুসমিতা শারমীন অণি, মেহনায তাবাসসুম যুহি, তানিয়া তাযরিন মুন্নী, মাহফূযা খাতুন শাম্মি, পারভীন নাসরীন নিলু, তাহমিনা খাতুন, মুহাম্মাদ ইউসুফ, ইমরান আহমাদ, মাহমূদুন্নবী, আযনান আহমাদ, মাহফূযা হক, উম্মে কুলসূম, ইসরাত জাহান, মুহাম্মাদ সৌরভ হোসায়েন, তাসনুভা চৌধুরী, হাসান মুহাম্মাদ, হাসান কামরান, শারমীন আরা, যাকিয়া ফেরদৌস, রায়হানা মারযানা বিনতে এহতেশাম, পারভীন রেহানা, নাফিসা আখতার, মনীরুয্যামান, শায়লা বানু, আফসানা শারমীন, নুশরাত ফাহমিদা, মেরিনা পারভীন, তাসনুভা আফরীন, আফিয়া তাসনিম, মুহসিনা খাতুন, হাসান নূর, রায়হান, মুনীরুল ইসলাম, সামী'উল ইসলাম, আবু কাওছার, আফছারুল আহমাদ, আতীকুর রহমান।

❐ **শামসুন নাহার ইসলামিয়া মাদরাসা, হাতেমখাঁ, রাজশাহী থেকেঃ** শারমীন সাথী, ফাহমিদা, সাজিয়া, খাদীজা, ফেন্সী, আইরিন, রুমানা বিশ্বাস, জান্নাতুল মাওয়া, শানযিমা পারভিন, প্রিয়াংকা, ফারহানা, নাজমা, তানভীর আনজুম, মীযানুর রহমান ও সামী'উল আলম।

❐ **কাযিরগঞ্জ বায়তুল আমান মসজিদ, রাজশাহী থেকেঃ** আবু ছালেহ, গোলাম রাব্বানী, শাফীউল আলম, জুবায়ের, মুস্‌বা আলীম, সুলতানা ইয়াসমীন, দিল আফরোয, তাসমীন জেরীন, তানজুম আলম, নাজনীন নাহার, সুমী আক্তার, রঞ্জিতা আক্তার, আঁখি, ফারযানা রহমান, মুনীরা ও রুমানা সুলতানা।

❐ **কুশলপুর দাখিল মাদরাসা, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** মুহাম্মাদ এনামুল হক, আব্দুর রশীদ, যাকারিয়া, ফযলুল হক, জাহিদুল, তৌফায্যল, আজাদ, হোসাইন, শফীকুল, জাহাঙ্গীর, নাযীমুদ্দীন, আব্দুর রায্যাক, ত্বাহির, আব্দুছ ছামাদ, আনোয়ার, হারেজ, সাহেব আলী, আবুল হোসায়েন, জামালুদ্দীন, আব্দুল মতীন, আজাদ, সুলতান, হেলাল, মুযাফ্ফর, জলীল, হামীদুর, শাহীদুল, শরাফতউল্লাহ, হাফীযা, রেহেনা, রূপালী, আয়না, খাদীজা, রহীমা, পারুল, ফেরদৌসী, শামসুন নাহার, আঙ্গুরা খাতুন, রেবেকা সুলতানা, শাহানারা, রশীদা, জোৎস্না, লিপি, রশীদা, সাজেদা, নাজমা, নার্গিস, রশীদা, রেহেনা, কারীমা, সাধীনা, মনজু, ফাতেমা, তাসলীমা ও মর্জিনা।

❐ **সৈয়দা ময়েয উদ্দীন বালিকা বিদ্যালয়, বাগমারা, রাজশাহীঃ** রাশেদ, ঝর্ণা, ফরীদা, বিউটি, সুইটি, সেলিনা, রোযিনা, জোৎস্না, তারা, ফিরোযা ও আঞ্জুমান আরা।

❐ **হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** আব্দুল গাফ্ফার, আব্দুল মতীন, জাহাঙ্গীর, তোফায্যল, মঞ্জুআরা, জেসমিন আখতার, মাছুমা ও আঞ্জুমান আরা।

❐ **বানাইপুর বেসকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** শরীফুল ইসলাম, আবু হাকিম, মিনারুল, ইসরাফীল, এনামুল হক, শামসুল, নিলুফার ইয়াসমীন, রিনা খাতুন, গুলনাহার, আনোয়ারা ও মরিয়ম।

❐ **কানাইস্বর আমিনিয়া এবতেদায়ী মাদরাসা, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** রফীকুল, জাহাঙ্গীর, আবুল কালাম, মোরশেদ আলম, জালাল, লিপি, রুবিনা, শাহানারা, আছিয়া ও শেফালী।

❐ **হাট খুজিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** রেযাউল, শামসুদ্দীন, সাজ্জাদ, সাইফুল ইসলাম, বাপ্পারাজ, আলতাফুন নেসা, ছামেনা, পারুল, চম্পা ও ফাহীমা খাতুন।

❐ **সমসপুর হাফেযিয়া মাদরাসা, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** মিকাইল আলম, ওয়াহেদ, গোলাম রহমান, বাবুল হোসায়েন, আক্কাছ আলী, নাজমা, রাবেয়া, আনীফুন নেসা, শেফালী ও শামীমা।

❐ **হাড়ুপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ রাজশাহী থেকেঃ** মাবিয়া, উম্মে সীনা, মুশতারী জাহান, জাহানারা, রোযিনা ও মাহমূদুর রহমান।

❐ **মোল্লাপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** আশীকুর রহমান, আরীফ, হাসান, রাব্বী, সারোয়ার কামাল, ফারহানা ও নাঈম।

❐ **মিঞাপুর, রাজশাহী থেকেঃ** যিল্লুর রহমান, ফরীদ, হাবীব, আলমগীর, আতাউর, মাশকূরা, পপি, কাজলী, আসমা, নুর্যেমা ও শাহীনা।

❐ **হরিষার ডাইং আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রাজশাহী থেকেঃ** আরফান আলী, জাহাঙ্গীর আলম, মুকূল হোসায়েন, রহীদুল ইসলাম, সিরাজুল, রিপন, মোস্তফা কামাল, যাকারিয়া, আব্দুল বারী, মে'রাজুদ্দীন, রবীউল, শরীফা, বিলকিস, মর্জিনা, সখিনা, সুমাইয়া, রাবীয়া, মুর্শিদা, আয়না, মাঞ্জুরা, আজমীরা, সাজেদা, মাছুরা ও নূরজাহান।

❐ **হড়গ্রাম, রাজশাহী থেকেঃ** তানযিলা, রণি, গোলাম কিবরিয়া, ফাতেমা, মেহের যাবীন, লাবনী, জুলেখা, শাহীনুর ও শাহীদা।

❐ **নগরপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** শারমীন ফেরদৌস বিনতে আব্দুস সাত্তার, মুসলিমা, ফরীদা, মমতাজ, আফরোযা, ময়না, মুমিনুল, শামীম, হারূণ, যয়নাল আবেদীন ও রীণা।

❐ **শেখপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** নাযনীন আরা, হালীমা, মাহফূযা, রাহেলা, মাহমূদা, রেযিয়া, মারুফা, রেহেনা, দিল আফরোযা, খালেদা, আঁখি, বুলবুল, তারিক, আব্দুল আউয়াল ও শামীম।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানের সঠিক উত্তরঃ

১. শোনা যাবে না। কারণ চাঁদের উপরিভাগে কোন বায়ুস্তর নেই।

২. তেরছাভাবে অনেক বায়ুস্তর ভেদ করে আসে বলে।

৩. দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার 'আযারস রফ'। কারণ এটি বেলে পাথর দ্বারা গঠিত।

৪. সাদা অংশ পানিতে দ্রবণীয় 'আমিষ' এবং হলুদ অংশ 'কোলেষ্টোরেল' দিয়ে গঠিত।

৫. এদের পায়ের নখের পিছনে আঁশের সারিতে আছে সুক্ষ্ম রোয়া। তাই অবাধে বিচরণ করতে পারে।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তরঃ

১. হযরত ঈসা (আঃ)-কে (মায়েদা ১১০)।

২. সূরা কাহাফ ৪৬ আয়াত।

৩. নূহ (আঃ)-এর পত্নী 'ওয়াগেলা' ও লূত (আঃ)-এর পত্নী 'ওয়ালেহা' (তাহরীম ১০; মা'আরেফুল কুরআন পৃঃ ১৩৮৯)।

৪. সূরা আনফাল ২৮।

৫. হযরত মরিয়ম (আঃ)-কে (আলে ইমরান ৪২)।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

১। ইসলামের প্রথম মুওয়ায্যিনের নাম কি?

২। ইসলামের প্রথম শহীদের নাম কি?

৩। বঙ্গ বিজয়ী মুসলিম বীরের নাম কি?

৪। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র কোন্‌টি?

৫। সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম বীরের নাম কি?

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (অংক)

১। একটি বড় বাক্সের মধ্যে ৪টি বাক্স আছে। ঐ চারটি বাক্সের প্রত্যেকটিতে ছোট ছোট ৪টি করে বাক্স আছে। বড়টি বাদে সর্বমোট কয়টি বাক্স আছে?

২। নওদাপাড়া মাদরাসার একজন সোনামণির জন্ম তারিখ প্রতি ৪ বছর পর ঘুরে আসলে তার প্রকৃত জন্ম তারিখ কত?

৩। ৮টি ৮ দিয়ে যে কোন ভাবে ১০০০ তৈরী করতে পার কি? প্রমাণ করে দেখাও।

৪। দু'টি সংখ্যার ১০ গুণের অন্তর (বিয়োগ ফল) ছোট সংখ্যাটির ১০ গুণ অপেক্ষা ১০ কম। সংখ্যা দু'টি কত? (সংখ্যা দু'টি মৌলিক হ'তে হবে)।

৫। ২, ৫, ১৪, ৪১, ১২২ হ'লে এর পরবর্তী সংখ্যাটি কত হবে?

সোনামণি সংবাদ

বিশেষ প্রশিক্ষণ

(ক) গত ১৬ই এপ্রিল রাজশাহী মহানগরীর হাতেম খাঁ এলাকায় সোনামণি কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে ১০০ জন সোনামণি নিয়ে দিন ব্যাপী এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে উদ্বোধনী ভাষণ দেন সোনামণি রাজশাহী যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। সাতটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সোনামণিদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি মহানগর, যেলা ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং যুবসংঘের কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে বিজয়ী ৮ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করেন সোনামণি যেলা কমিটির সদস্য হাফেয ইদ্রীস।

(খ) গত ১৮ই এপ্রিল রোজ রবিবার আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ায় সোনামণি কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে প্রায় ২০০ জন সোনামণি নিয়ে দিন ব্যাপী এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ শিবির উদ্বোধ করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর এবং সোনামণি কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সোনামণিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে এবং দৈনন্দিন ও স্থায়ী কার্যাবলীর উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। প্রশিক্ষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী 'তাওহীদ ও শিরকে'র উপরে, যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হাবীবুর রহমান মীযান 'ঈমান ও মুমিনের গুণাবলী'র উপর, মাদরাসার শিক্ষক মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান 'মাতা-পিতা ও শিক্ষক গুরুজনদের প্রতি সোনামণিদের আচরণে'র উপর ও হাফেয লুৎফর রহমান ছহীহ কুরআন তেলাওয়াতের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণে আলোচিত বিষয়ের উপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ১৪ জন সোনামণিকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন এবং তাকে সার্বিক সহযোগিতা করেন সোনামণি যেলা ও মহানগরের দায়িত্বশীলগণ।

যেলা ও থানা গঠনঃ

(১০) নরসিংদী যেলা কমিটিঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আমীনুদ্দীন
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইন
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর হোসাইন
কর্মপরিষদ সদস্য ঃ (১) মুহাম্মাদ আব্দুল ক্বাদের
" (২) মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন।

(১১) সাতক্ষীরা যেলা কমিটিঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ আলহাজ্জ মাষ্টার আব্দুর রহমান
উপদেষ্টাঃ আনওয়ার এলাহী
পরিচালকঃ মাওলানা আহসান হাবীব
কর্মপরিষদ সদস্য ঃ (১) ক্বারী আব্দুল ওয়াহ্হাব
" (২) বদরুল আনাম।

(১২) গোপালগঞ্জ যেলা কমিটিঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ শিকদার
কর্মপরিষদ সদস্য ঃ (১) মুহাম্মাদ ওবায়দুর রহমান
" (২) মুহাম্মাদ আইনুল ইসলাম।

(১৩) জয়পুরহাট যেলা কমিটিঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আব্দুর রহমান
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ মোস্তফা আলী
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন

কর্মপরিষদ সদস্য ঃ (১) মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিন
" (২) মুহাম্মাদ সাহালুদ্দীন।

(১৪) পাবনা যেলা কমিটিঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সোবহান
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইন
কর্মপরিষদ সদস্য ঃ (১) ওয়াহেদুর রহমান
" (২) মুহাম্মাদ শফীউল্লাহ।

(১৫) মোহনপুর থানা কমিটিঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন
উপদেষ্টাঃ আব্দুস সাত্তার
পরিচালকঃ মাওলানা মুহাম্মাদ ময়েযুদ্দীন
কর্মপরিষদ সদস্য ঃ (১) গিয়াসুদ্দীন মৃধা
" (২) গিয়াসুদ্দীন মণ্ডল।

(১৬) বাগরামা থানা কমিটি, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা এ,বি,এম আহমাদ আলী
উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন
পরিচালকঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মাহতাবুদ্দীন
কর্মপরিষদ সদস্য ঃ (১) মুহাম্মাদ রেযাউল করীম
" (২) মুহাম্মাদ আবু যর গিফারী।

সোনামণিরাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ

-মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
পরিচালক, 'সোনামণি'।

সোনামণিরাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। আজকের সোনামণিই আগামী দিনের সুনাগরিক। তাদের চারিত্রিক অবক্ষয় হ'লে দেশ ও জাতি ডুবে যাবে অধঃপতনের অতল তলে। সমাজে নেমে আসবে চরম অশান্তি ও অনাচার। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে দুর্নীতির বহ্নি শিখা।

আদর্শ শিশু, সুন্দর পরিবার ও সমাজ এবং দেশ ও জাতি তথা বিশ্ব গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে হাঁটি হাঁটি পা-পা করে এগিয়ে চলছে এদেশের একক আদর্শ শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি'। সোনামণিদের গড়ার মূল দায়িত্ব মা-বাপ, শিক্ষক সহ সকল প্রকার অভিভাবক ও গুরুজনদের।

মহান আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত নি'আমত রাজির মধ্যে ফুটন্ত ফুলের মত অন্যতম নি'আমত হচ্ছে শিশু-কিশোর। তাই শিশুদের কাছে পেলে বিরক্তিভরে তাড়িয়ে না দিয়ে ইসলামী বিধিবিধান তথা আদব-কায়দা ও সুশিক্ষা প্রদান অভিভাবকদের অন্যতম দায়িত্ব। তবেই সুন্দর শিশু, আদর্শ পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতি গঠিত হবে এবং আপনিও ছওয়াবের অধিকারী হবেন এবং আল্লাহ ও রাসূলের বিধানও প্রতিপালিত হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান হচ্ছে আল্লাহ্‌র নি'আমত এবং বিশেষ অনুগ্রহের দান। পবিত্র কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াত সমূহ এর বাস্তব প্রমাণ-

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا –

'ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য ও সুখ-শান্তির উপাদান ও বাহন' (কাহাফ ৪৬)।

ধন-সম্পদ হচ্ছে প্রাণ বাচাঁনোর উপায় আর সন্তান-সন্ততি হচ্ছে বংশ তথা মানব প্রজাতি রক্ষার মাধ্যম। আল্লাহ বলেন, وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَّ حَفَدَةً –

'আল্লাহ তোমাদের জন্যে তোমাদের নিজস্ব প্রজাতি থেকেই জুড়ি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের এই জুড়ি থেকেই তোমাদের জন্য সন্তান-সন্ততি ও পৌত্র-পৌত্রী বানিয়ে দিয়েছেন' (নাহল ৭২)।

স্বামী ও স্ত্রীর আবেগ উচ্ছাসপূর্ণ প্রেম-ভালবাসা পরিপূর্ণতা লাভ করে এ সন্তানের মাধ্যমে। সন্তান হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের নিষ্কলংক পুষ্প বিশেষ। জন্মের পর থেকে সন্তানের শিক্ষা শুরু হয়। ১০ বছর পর্যন্ত সন্তানের শিক্ষার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এই বয়সেই তাকে তাওহীদ-শিরক, সুন্নাত-বিদ'আত, ছালাত-ছিয়াম সহ ইসলামের সকল প্রকার মৌলিক বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়া অপরিহার্য।

এ দায়িত্ব পালন না করলে আল্লাহ্‌র নিকট কঠিনভাবে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا –

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর' (তাহরীম ৬)।

সুতরাং নিজেকে, নিজ স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিকে সকল প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর অবশ্য কর্তব্য।

তাই প্রত্যেক পিতা-মাতা তথা অভিভাবকদের সন্তানের প্রতি সার্বক্ষণিক নযর রাখতে হবে। সন্তান কেমন বন্ধুর সাথে মিশছে, স্কুল অথবা মাদরাসার পারিপার্শ্বিকতার দিকে এবং প্রাইভেট মাষ্টার বা টিউটরদের সার্বিক আচরণের প্রতিও সুক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক মানুষ অভ্যাসগত ভাবে বন্ধুর দ্বীন ও চালচলন অবলম্বন করে থাকে। তাই কেমন লোককে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে তা পূর্বেই ভেবে দেখা উচিত'। -বুখারী।

পরিশেষে এদেশের একমাত্র আদর্শ শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি'তে আপনার আদরের সন্তানটিকে আসার সুযোগ করে দিয়ে রাসূলের আদর্শে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশ তথা বিশ্ব গড়ার শপথ নিয়ে এগিয়ে আসুন। মহান আল্লাহ আপনাদের আমাদের সকলকে এ সংগঠনের জন্য সময়, শ্রম, অর্থ ও মেধা ব্যয় করার তৌফিক দান করুন। আমীন!

স্ব দে শ - বি দে শ

স্বদেশ

ঢাকা-কলকাতা বাস সার্ভিস চালু

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের (বিআরটিসি) একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস সরকারী কর্মকর্তা, সাংবাদিক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, পরিবহন মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে কলকাতা রওনা হওয়ার মধ্য দিয়ে ঢাকা-কলকাতা বাস সার্ভিস চালু হয়েছে। গত ৬ এপ্রিল সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে ৩৮ জন যাত্রী নিয়ে বাসটি বিআরটিসির মতিঝিল ডিপো থেকে ছেড়ে যায়। বিকাল পৌনে ৫টায় বাসটি বেনাপোল সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের হরিদাসপুর সীমান্তে প্রবেশ করে।

অপরদিকে ভারতীয় যাত্রীবাহী প্রথম বাসটি ৮ই এপ্রিল বেলা ১টা ১১মিনিটে বেনাপোল সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। সঙ্গে ছিল যাত্রী বোঝাই বাংলাদেশী ফিরতি বাসটিও। পরীক্ষামূলক বাস সার্ভিসের প্রথম ট্রিপে ভারতীয়দের পক্ষে ৩৬ জন বাংলাদেশে আসেন। যাদের মধ্যে ৯ জন সাংবাদিক, একজন লিয়াজোঁ অফিসার ও ছয় জন গাড়ীর স্টাফ। বাকীরা সরকারী কর্মকর্তা এবং বেসরকারী সংস্থার নির্বাহী কর্মকর্তা। অতঃপর ১০ এপ্রিল সকালে কলকাতা থেকে আসা বাস 'সৌহার্দ্য' ঢাকা ত্যাগ করে। উভয় দেশের মধ্যে সরাসরি ঢাকা-কলিকাতা রুটে চলাচলকারী বাসের যাত্রীদের আসা ও যাওয়াসহ ভাড়া হবে ২২ ডলার। ঢাকা থেকে কলকাতা যেতে সময় লাগবে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা। প্রথম তিন মাস বিআরটিসি ও ডব্লিউবিএসটিসির দু'টি বাস চলাচল করবে। রোববার ছাড়া সপ্তাহে ৬ দিন সরাসরি এ বাস চলবে। উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারী মাসে নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ-ভারত যাত্রী পরিবহন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

উজানে ভারতের আরেকটি বাঁধ

তিস্তা ব্যারেজ হুমকির সম্মুখীন

দেশের সর্ববৃহৎ সেচ প্রকল্প তিস্তা ব্যারেজের ১২০ কিলোমিটার উজানে একই নদীতে ভারত আরেকটি ব্যারেজ নির্মাণ করায় বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্পটি বর্তমানে হুমকির সম্মুখীন। উজানের এই দেশটি তিস্তার পানি একতরফাভাবে নিয়ন্ত্রণ করায় দেশের উত্তরাঞ্চলের প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা এলোমেলো হয়ে পড়েছে। আর সে কারণেই শুকনো মৌসুমে খরা, বর্ষাকালে বন্যা ও নদীভাঙ্গন উত্তরাঞ্চলের নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিণামে দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো ভেঙ্গে যাচ্ছে। ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে পরিবেশ। বাংলাদেশের অবহেলিত উত্তর জনপদকে শস্যশ্যামল করার লক্ষ্যে তিস্তা নদীর উপর দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প তিস্তা ব্যারেজ তৈরীর ধ্যান-ধারণা শুরু হয় স্বাধীনতার আগে থেকেই। তিস্তা ব্যারেজ নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা যায় যে, ১৯৩৫ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে তিস্তা নদীতে ব্যারেজ নির্মাণ করে উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি যেলায় সেচ প্রদানের প্রথম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ১৯৫৭ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তিস্তা ব্যারেজের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া যেলার ৩৫টি থানার ১৩ লাখ ৩৫ হাযার একর জমিতে সেচ প্রদান ছাড়াও ২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তখন কেবলমাত্র জরিপ ও সমীক্ষার মধ্যেই এ বিষয়টি সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের মহৎ উদ্দেশ্যে নিজস্ব সম্পদ ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বলিষ্ঠ উদ্যোগ নিয়ে ১৯৭৯ সালের ১২ ডিসেম্বর নীলফামারী যেলার ডালিয়ায় তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তখন থেকেই তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ পূর্ণোদ্যমে শুরু হয় এবং ১৯৯০ সালের ৫ আগষ্ট ব্যারেজের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন প্রেসিডেন্ট এইচ, এম, এরশাদ। বাংলাদেশ যখন তিস্তায় সেচ প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যে জরিপ ও সমীক্ষা সম্পন্ন করে তখনই নীলফামারী যেলার ডিমলা থানার ডালিয়া থেকে ১২০ কিলোমিটার উজানে ভারত গোজলাডোবা নামক স্থানে তড়িঘড়ি করে তিস্তা নদীর উপর ব্যারেজ নির্মাণ করে। অভিন্ন এই নদীটির পানি বন্টনের ব্যাপারে দু'দেশের মধ্যে কোন চুক্তি না থাকায় ভারত পানি নিয়ন্ত্রণের একচেটিয়া সুযোগ পেয়ে যায়। ভারত শুকনো মৌসুমে তিস্তা নদীর স্বাভাবিক গতি বন্ধ করে পানি আটকে রাখে, আবার বর্ষা মৌসুমে ব্যারেজের সকল মুখ খুলে দেয়।

চুক্তির চেয়ে ভারতের কাছ থেকে বেশী পানি পাচ্ছে বাংলাদেশ

-আবদুর রাযযাক

পানি সম্পদ মন্ত্রী জনাব আবদুর রাযযাক বলেছেন, ভারতের সাথে স্বাক্ষরিত গঙ্গা নদীর পানি বন্টন চুক্তি অনুযায়ী হার্ডিঞ্জ সেতুর কাছে যে পরিমাণ পানি পাওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ এখন তার চেয়েও বেশী পানি পাচ্ছে। নয়াদিল্লীতে যৌথ নদী কমিশনের বৈঠকে যোগদান শেষে দেশে ফিরে গত ১৩ এপ্রিল সকালে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। উল্লেখ্য, গত ৯ ও ১০ এপ্রিল নয়াদিল্লীতে যৌথ নদী কমিশনের ৩৩তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী বৈঠক আগামী নভেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

[সম্ভবতঃ 'পানি বিসর্জন চুক্তি' হয়েছিল। এরপরেও যেটুকু পাচ্ছি, সেটুকু 'বেশী' বৈ-কি! মন্ত্রীকে ভাবা উচিৎ ছিল যে, তিনি কোন দলের নন, বরং একটি স্বাধীন দেশের মন্ত্রী। দেশের উত্তরাঞ্চল যখন মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে পদ্মা ও তিস্তার উজানে বাঁধ দেওয়ার কারণে। তখন মন্ত্রীর এই মন্তব্য দেশবাসীর স্বার্থে চপেটাঘাতের শামিল। -সম্পাদক]

সংসদ কক্ষে বহিরাগত সন্ত্রাসী!

জাতীয় সংসদে এক নজিরবিহীন ঘটনা ঘটেছে। গত ৭ এপ্রিল সংসদ চলাকালে একজন সশস্ত্র বহিরাগত ব্যক্তি সংসদ কক্ষে প্রবেশ করলে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সংসদে তখন ডেপুটি স্পীকার আবদুল হামীদের সভাপতিত্বে আইন প্রণয়ন কার্যক্রম চলছিল। এমন সময় একজন বহিরাগত যুবক চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্‌র কাছে এসে কানে কানে কথা বলছিল। ঠিক তখনই বিরোধী দলের হুইপ মেজর (অবঃ) হাফিয উদ্দীন আহমাদ দাঁড়িয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, মাননীয় স্পীকার! সংসদ কক্ষে কিভাবে বহিরাগত প্রবেশ করে? এই ঘটনার আকস্মিকতায় গোটা সংসদ স্তম্ভিত হয়ে যায়। বিরোধী দলের সকল সদস্য একযোগে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলেন, একজন অস্ত্রধারী বহিরাগত কিভাবে সংসদ কক্ষে প্রবেশ করলো? এ সময় চীফ হুইপ দ্রুত বহিরাগত ব্যক্তিটিকে নিয়ে বাইরে চলে যান। বিরোধী দলের সদস্যরা এই ঘটনাকে নজিরবিহীন ও ন্যাক্কারজনক ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, সংসদ কক্ষে অস্ত্রধারী বহিরাগত ঢুকলে সংসদ সদস্যদের

নিরাপত্তা কোথায়? তারা এ ব্যাপারে একটি সংসদীয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে বহিরাগত ব্যক্তি চিহ্নিত এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী জানান। ঘটনাটি ঘটেছে সন্ধ্যা ৬টা ৫ মিনিটে।

চরম পন্থীদের দৌরাত্ম্য
চার মাসে নিহত ২২৪

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করতে অতিরিক্ত পুলিশ, বিডিআর ও আনসার দ্বারা শক্তিশালী ও নিচ্ছিদ্র চিরুনী অভিযানের তৃতীয় দিনে গত ২৫ এপ্রিল রাত সাড়ে দশটার দিকে সশস্ত্র চরমপন্থীরা চুয়াডাঙ্গার দামুরহুদা থানার বিষ্ণুপুর গ্রামে হামলা চালিয়ে ৭ জনকে নির্মমভাবে কুপিয়ে ও জবাই করে হত্যা করেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, প্রায় শতাধিক সশস্ত্র চরমপন্থী রাত সাড়ে দশটার দিকে বিষ্ণুপুর গ্রামে প্রবেশ করে যাকে সামনে পায় তাকেই ধরে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে মারতে থাকে। প্রায় ঘন্টাব্যাপী স্থায়ী এ হত্যাযজ্ঞে সন্ত্রাসীরা হাই স্কুল ময়দানে পরপর পাঁচ জনকে হত্যার পর গ্রামের মাঝের পাড়ার জুড়ারানপুর ইউপি চেয়ারম্যান আলী হোসেনের বাড়ীতে হামলা চালিয়ে তার দুই সহোদরকে ধরে এনে স্কুল মাঠে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করে। এ সময় গ্রামবাসীরা আতঙ্কে গ্রাম ছেড়ে পালাতে থাকে। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ সাতজনকে গ্রেফতার করেছে।

এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে এপ্রিলের প্রথম ২৫ দিনে সংশ্লিষ্ট এলাকায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৬০ জন। এ সংখ্যা মার্চ মাসের তুলনায় ৯টি বেশী। মার্চ মাসে হত্যার শিকার হয় ৫১ জন। ফেব্রুয়ারীতে ৪৯ জন। জানুয়ারীতে ৬৪ জন। এ নিয়ে চলতি বছরের প্রথম চার মাসে চরমপন্থীদের হাতে এ অঞ্চলে নির্মম হত্যার শিকার হলো ২২৪ জন।

ভারত-বাংলাদেশ মিনি যুদ্ধ
নিহত ৩ আহত ৬০

কুষ্টিয়া যেলার দৌলতপুর থানার বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে গত ১৯ এপ্রিল বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) ও সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষী (বিএসএফ) এর মধ্যে দিনব্যাপী গুলী বিনিময়ে একজন বিডিআর জওয়ানসহ ৩ জন নিহত ও অন্তত ৬০ জন আহত হয়েছেন। নিহতরা হচ্ছেন- বিডিআর নায়েক মুহাম্মাদ রকিতুল্লাহ (৪০), গ্রামবাসী আমীর আলী (৩৮) ও অপর গ্রামবাসী বাবু (৪০)। দৌলতপুর থানার জামালপুর বিওপি থেকে প্রায় ৬শ' মিটার দক্ষিণে এবং ভারতে নাছিরপাড়া এলাকায় সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিডিআর ও বিএসএফ -এর মধ্যে এই সংঘর্ষ শুরু হয়। ঘটনার দিন সকাল ১০ টার দিকে বিএসএফ জওয়ানরা বাবু নামের একজন বাংলাদেশী নাগরিককে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গুলী করে হত্যা করে ভারতে নিয়ে যায়। এ সংবাদ পেয়ে জামালপুর বিডিআর -এর বিওপি থেকে নায়েক মুহাম্মাদ রকিতুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে ৬/৭ জন বিডিআর ঘটনাস্থল জামালপুর মাঠে যান। বিডিআর -এর উপস্থিতি টের পেয়ে বিএসএফ জওয়ানরা ভারতের নাছিরপাড়া গ্রাম থেকে গুলী বর্ষণ শুরু করে। বিডিআর জওয়ানরা পাল্টা গুলী ছুঁড়লে উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল গুলী বিনিময় শুরু হয়ে যায়। এ সময় মাথায় গুলী বিদ্ধ হয়ে নায়েক রকিতুল্লাহ ঘটনাস্থলেই নিহত হন। প্রকাশ থাকে যে, এই ধরণের সীমান্ত লড়াই প্রায় নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংকট
সরকারের সূদ ৫ হাযার কোটি টাকা

চলতি অর্থ বছরের শেষ নাগাদ সরকারের সূদ বাবদ ব্যয় ৫ হাযার কোটি টাকা অতিক্রম করতে পারে। এ খাতে বাজেট বরাদ্দ রয়েছে ৪ হাযার ৮শ' ৫৯ কোটি ১৬ লাখ ৫৮ হাযার টাকা। আগামী অর্থ বছরে সূদ বাবদ সরকারী ব্যয় ৬ হাযার কোটি টাকায় উন্নীত হ'তে পারে। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে উল্লেখিত তথ্য প্রকাশ করেছেন। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, সরকার ঋণ ভারে জর্জরিত। বৈদেশিক ঋণ আদায় সম্ভব না হওয়াতে সরকার চড়া সূদে আভ্যন্তরীণ উৎস হ'তে ঋণ গ্রহণ করে নির্বাহী কাজে ব্যয় করছে।

চলতি অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটে আভ্যন্তরীণ উৎস হ'তে নেয়া ঋণের বিপরীতে সূদ খাতে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে মোট ২ হাযার ৬শ' ৫৯ কোটি ১৬ লাখ ৫৮ হাযার টাকা। বৈদেশিক ঋণের সূদ বাবদ ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২ হাযার ২শ' কোটি টাকা। অর্থাৎ ঋণের বিপরীতে সূদ বাবদ মোট ব্যয় রাখা হয়েছে ৪ হাযার ৮শ' ৫৯ কোটি ১৬ লাখ ৫৯ হাযার টাকা। কিন্তু রাজস্ব আদায়ে এবং আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতায় আভ্যন্তরীণ উৎস হ'তে সরকারের ঋণ গ্রহণ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংকিং এবং নন ব্যাংকিং উভয় উৎস হ'তেই সরকার ঋণ গ্রহণ করে চলেছে। ফলে আভ্যন্তরীণ উৎস হ'তে গৃহীত ঋণের বিপরীতে সূদ বাবদ ব্যয় বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়িয়ে যাবার আশংকা রয়েছে।

[বছরে ৬০০০ কোটি টাকা সূদ দিতে হ'লে ১২ কোটি মানুষের প্রত্যেকের মাথা প্রতি ৫০০ টাকা সূদ গুনতে হয়। এই সূদের পরিমাণ প্রতি বছর চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পাবে। এটাই কি শোষণহীন গণতান্ত্রিক শাসনের নমুনা? দোহাই সরকার! নীরিহ দেশবাসীকে সূদের পাপ মাথায় নিয়ে মরতে বাধ্য করবেন না। -সম্পাদক]

বাংলাদেশ ভারতের অঙ্গরাজ্য ?

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াস্থ ক্লেয়ারমেন্ট গ্র্যাজুয়েট ইউনিভার্সিটির পাঠানো এক পত্রে বাংলাদেশকে ভারতের একটি রাজ্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পত্রটিতে ঠিকানা লেখা হয়েছে, **জনাব..... হাউস নং..... রোড নং..... মোহাম্মদী হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা বাংলাদেশ-১২০৭, ভারত**। ঐ একই পত্রে আবেদন পত্রের যে ছক পাঠানো হয়েছে, তাতে স্পষ্ট উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে- সিটি-ঢাকা, স্টেট- বাংলাদেশ কান্ট্রি-ইন্ডিয়া। ক্লেয়ারমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হ'তে ইচ্ছুক ঐ আবেদনকারী জানিয়েছেন, 'আমি আমার যে ঠিকানা দিয়েছি তা পরিবর্তন করা হয়েছে এবং ঠিকানার শেষ লাইনটি যোগ করা হয়েছে।'

অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য

সাতক্ষীরা যেলার তালা থানার কাটাখালি গ্রামের **ডাঃ আব্দুল খালেক**-এর জমিতে একটি গমের বীজ থেকে ৩৭ টি শিষ হয়েছে এবং এতে ১৭০০ গম ধারণ করেছে।

মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ-১ অনুষ্ঠিত

গত ২৯, ৩০ এপ্রিল ও ১ মে '৯৯ বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার 'আহলেহাদীছ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড'-এর উদ্যোগে সর্বপ্রথম 'মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ-১' আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন নওদাপাড়া আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ (সাতক্ষীরা) ও শিমুলবাড়ী মা'হাদ ওমর আল-খাত্তাব

(গাইবান্ধা) -এর শিক্ষকবৃন্দ। যাঁদের সংখ্যা যথাক্রমে ১৮ + ৮ + ৯ = সর্বমোট ৩৫ জন। অতিথি প্রশিক্ষক ছিলেন অধ্যাপক মুহাম্মাদ আবদুর রাযযাক (মেম্বর, ডাইরেক্টিং স্টাফ, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী) ও আলহাজ্জ সায়ফুদ্দীন আহমাদ (সহ-সুপার (অবঃ) রাজশাহী পি, টি, আই)।

প্রথমদিন সকাল ৮ টায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর শুরুতে পবিত্র কুরআন হ'তে তেলাওয়াত করেন বাঁকাল দারুল হদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ্র শিক্ষক ক্বারী মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহ্হাব। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ -এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

উদ্বোধনী ভাষনে তিনি বলেন, ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে গঠিত আহলেহাদীছ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড -এর উদ্যোগে এবারেই সর্বপ্রথম 'মাদরাসা শিক্ষা প্রশিক্ষণ -১' অনুষ্ঠিত হ'তে যাচ্ছে। বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান সম্ভবতঃ এটাই প্রথম। এ জন্য তিনি আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন এবং এই শুভ উদ্যোগ যাতে ভাল ভাবে সম্পন্ন হয়, সেজন্য আল্লাহ্র রহমত প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি সূরায়ে 'আলাক্ব'-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত উদ্ধৃত করে ইসলামী শিক্ষার পাঁচটি মৌলিক লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষক সমাজকে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণের আহবান জানান। সে পাঁচটি লক্ষ্য হ'ল যথাক্রমেঃ (১) লেখাপড়ার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করা। (২) সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্কে জানা (৩) আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে উন্নত চরিত্র সম্পন্ন হওয়অর সাথে সাথে বৈষয়িক ও সামাজিক জ্ঞানে পরিপক্ক হওয়া (৪) অজানাকে জানার সৃজনশীল চেতনা নিয়ে সর্বদা জ্ঞানার্জনে রত থাকা এবং (৫) সমাজের সার্বিক সংস্কার ও অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানের আলোকে নিজেকে সুশিক্ষিত ও দক্ষ হিসাবে গড়ে তোলা। অতঃপর তিনি দশ বছর পূর্বে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শিরোনাম-এর কিছু অংশ হুবহু শুনিয়ে বলেন, কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক শিক্ষার সমন্বয়ে একটি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি পৃথক মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড গঠন ও একটি বা একাধিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুভ সূচনা হিসাবে আজকের 'শিক্ষক প্রশিক্ষণ' কর্মসূচী অত্যন্ত গুরুত্বের দাবী রাখে। তিনি বলেন, আদর্শ শিক্ষকরাই আদর্শ নাগরিক সৃষ্টির বাস্তব রূপকার। তাঁরাই হ'লেন সমাজ গড়ার কারিগর। তিনি বলেন, এই প্রশিক্ষন কর্মসূচী ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও চলবে। অতঃপর তিনি শিক্ষকদের নিকটে সম্মানিত প্রশিক্ষক দ্বয়কে পরিচয় করিয়ে দেন এবং আল্লাহ্র নামে তিন দিন ব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সম্মানিত প্রশিক্ষকদ্বয় দু'দিনে মোট নয়টি ক্লাস নেন। প্রতিটি ক্লাস দেড় ঘণ্টা করে চলে।

সেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, শিশু-কিশোর মনোবিজ্ঞান, শ্রেণীশিক্ষা, শ্রেণী শৃংখলা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষাদানের কৌশল, পাঠ পরিকল্পনা, শিক্ষকের গুণাবলী, প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য ও গুণাবলী, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শেষের দিন সকাল ৮-টা থেকে সন্ধ্যা ৬-টা পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীতে গিয়ে ছাত্রদের সম্মুখে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের 'নমুনা পাঠদান' অব্যাহত থাকে। তাতে প্রত্যেক শিক্ষক ১০ মিনিট করে পাঠদান করেন। এর উপরে আমীরে জামা'আত সহ সম্মানিত দুই প্রশিক্ষক মার্কিং করেন। অধিকাংশ শিক্ষক খুবই সুন্দর নৈপুন্য প্রদর্শন করেন এবং ২৩ জন 'এ' গ্রেড ও ১২ জন 'বি' গ্রেড প্রাপ্ত হন।

প্রশিক্ষণ শেষে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে'র আহবায়ক শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অতঃপর অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের মধ্য থেকে প্রথমে তিন মাদরাসার তিন অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, মাওলানা আহসান হাবীব ও মাওলানা রফীকুল ইসলাম। অতঃপর তিন মাদরাসার তিনজন প্রতিনিধি শিক্ষক তাঁদের নবলব্ধ প্রশিক্ষণের সুন্দর অভিজ্ঞতার মনখোলা অভিব্যক্তি প্রকাশ করে সম্মানিত প্রশিক্ষকদ্বয় ও কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিয়ে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে নওদাপাড়া মাদরাসা হ'তে জনাব সাঈদুর রহমান, বাঁকাল মাদরাসা হ'তে জনাব আনোয়ার এলাহী ও শিমুলবাড়ী মাদরাসা হ'তে জনাব আবুল হোসায়েন। অতঃপর সকলের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রদত্ত হেদায়াতী ভাষনের মাধ্যমে ও মহান কারুনিক আল্লাহ্র শুকরিয়া জ্ঞাপন ও তাঁর রহমত কামনা করে এশার ছালাতের প্রাক্কালে তিন দিন ব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ইয়াতীমের বিবাহঃ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ

গত ১৬ই এপ্রিল '৯৯ শুক্রবার তাওহীদ ট্রাষ্টের সৌজন্যে প্রতিষ্ঠিত বগুড়া শহরের নাড়ুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাদ জুম'আ মুছল্লীদের উপস্থিতিতে তাওহীদ ট্রাষ্ট পরিচালিত গাবতলী উপযেলার নশীপুর মহিলা ইয়াতীম খানার পালিতা মেয়ে দুলালী খাতুন-এর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। মেয়েটির পিতা মৃত ছহিরুদ্দীন সাং- গোবরধন পোঃ মহিষখোচা বাজার উপযেলা- আদিতমারি, যেলাঃ লালমণিরহাট। মেয়েটি বর্তমানে ৩০ পারা কুরআনের হাফেযা। উক্ত মহিলা ইয়াতীম খানায় মহিলা হাফেযা দ্বারা মেয়েদের কুরআন হেফয করানোর ব্যবস্থা আছে। বর মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (কামিল মুহাদ্দিছ), পিতাঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক সাং- কোলারবাড়ী, পোঃ বাগবাড়ী, উপযেলাঃ গাবতলী, বগুড়া, সহ-সভাপতি বগুড়া যেলা আহলেহাদীছ যুবসংঘ। মোহরানা ৩১৬০/০০ টাকা বর নগদ পরিশোধ করেন।

প্রকাশ থাকে যে, পিতৃহীনা এই অসহায় মেয়েটির 'অলি' হিসাবে বিবাহ দেন তাওহীদ ট্রাষ্টের প্রতিষ্ঠাতা ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক **জনাব ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ও বিবাহের খুৎবা পাঠ করেন সংঘের সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ **আবদুছ ছামাদ সালাফী**।

বিবাহ অনুষ্ঠানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' লালমণিরহাট যেলা সভাপতি মাওলানা মনছূরুর রহমান, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও বগুড়া যেলার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক রেযাউল করীম, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, নশীপুর মহিলা ইয়াতীম খানার অভিভাবক ও বগুড়া যেলা সংগঠনের অর্থ সম্পাদক গোলাম রব্বানী, খুলনা যেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, জয়পুরহাট যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহমান ও তাবলীগ সম্পাদক, শফীকুল ইসলাম। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, বগুড়া যেলা যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ এনামুল হক ছাড়াও স্থানীয় গণ্যমান্য বহু মুছল্লী উপস্থিত থেকে উভয়ের সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য প্রাণভরা দো'আ করেন।

বিদেশ

ভারত-পাকিস্তানের অস্ত্র প্রতিযোগিতা

লাহোর ঘোষণার পর পাকিস্তান-ভারত সম্পর্কে যখন কিছুটা আশার সঞ্চার হয়েছিল, ঠিক তখনই ভারত 'অগ্নি-২' ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের আরো বেশী দূরপাল্লার একটি নতুন সংস্করণের এক সফল পরীক্ষা চালায়। পাকিস্তান ও বেইজিংসহ চীনের অধিকাংশ স্থানে আঘাত হানতে সক্ষম 'অগ্নি-২' নামের এই ক্ষেপণাস্ত্রের মাথায় পারমাণবিক অস্ত্র বা ওয়ার হেড সংযোজনের ব্যবস্থাও রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ৫ বছর আগে ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে অগ্নির প্রথম পরীক্ষা চালানো হয়েছিল।

গত ১১ই এপ্রিল ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় উড়িষ্যা উপকূলের একটি দ্বীপ থেকে স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় (গ্রীনিচ মান সময় ০৪৩০) প্রায় ২ হাযার ২শ' কিলোমিটার (১,৩৭৫ মাইল) পাল্লায় ক্ষেপণাস্ত্রটি উৎক্ষেপণ করা হয়। 'অগ্নি-২' এর পাল্লা ২ হাযার থেকে আড়াই হাযার কিলোমিটার পর্যন্ত হবে বলে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্দেজ সাংবাদিকদের জানান। তবে তা পারমাণবিক সমরাস্ত্র বহনে সক্ষম কি-না সে সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি।

এদিকে পাকিস্তান ভারতের 'অগ্নি-২' ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার জবাবে গত ১৪ এপ্রিল 'ঘোরী-২' ও ১৫ এপ্রিল 'শাহীন-১' নামের দু'টি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করে। ২৩শ' কিলোমিটার পাল্লার ঘোরী-২ ক্ষেপণাস্ত্র ভারতে যে কোন লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানতে সক্ষম। স্থানীয় সময় সকাল পৌনে ১১ টায় ঝিলাম শহরের টিলা জোগিয়াল এলাকায় এই ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালানো হয়। সরকারী কর্মকর্তারা জানান, এটি উৎক্ষেপণের ৮ মিনিট পর বেলুচিস্তানের একটি নির্দিষ্ট স্থানে তার লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানে।

ভারত-পাকিস্তানের সাম্প্রতিক এই অস্ত্র প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও জাপানসহ অন্যান্য দেশ দুঃখ প্রকাশ করে। ভারতের পরীক্ষার পর যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য পশ্চিমা দেশ এ ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা থেকে বিরত থাকার জন্য পাকিস্তানের প্রতি আহবান জানিয়েছিল। ঘোরীর পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণের আগে পাকিস্তান লাহোর ঘোষণা অনুযায়ী পরীক্ষার পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারতকে বিস্তারিত অবহিত করে। পাকিস্তান অভিযোগ করেছে যে, আগাম কিছু না জানিয়ে 'অগ্নি-২' পরীক্ষা সম্পন্ন করে ভারত লাহোর ঘোষণা লংঘন করেছে।

দুবাইয়ে পান জর্দা নিষিদ্ধ

তামাক থেকে তৈরী দোখতা, জর্দা ও অন্যান্য জিনিস যেগুলো মানুষ চিবিয়ে খায় সেগুলো বন্ধ করার জন্য দুবাই ব্যাপক পদক্ষেপ নিয়েছে। দুবাই মিউনিসিপ্যালিটির একজন কর্মকর্তা সম্প্রতি খালিজ টাইমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমরা আমিরাতকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। স্বাস্থ্য হানীর জন্য এসব জিনিস মারাত্মক বলে চিহ্নিত হয়েছে। যারা নির্দেশ অমান্য করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে'। দুবাইর মুদি দোকান ও রেস্তরাঁয় তল্লাশি চালানোর সময় তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন। গত ডিসেম্বরে দুবাই মিউনিসিপ্যালিটি এই বলে ঘোষণা দিয়েছে যে, পান ও আনুসাঙ্গিক জিনিস বিক্রি ও সরবরাহকারী সম্পর্কে যে সঠিক তথ্য দিবে তাকে ২ হাযার দেরহাম পুরস্কার দেওয়া হবে। স্বাস্থ্যের ক্ষতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য উল্লেখিত পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

দাবানলের দাবদাহ

চীনঃ চীনের উত্তরাঞ্চলে পর্বতমালায় দাবানল নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত ৬ এপ্রিল দাবানল সাংঝি প্রদেশের ফেনইয়াং পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লে তা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কমপক্ষে ৩ হাযার সৈন্য, পুলিশ এবং বেসামরিক লোক চেষ্টা চালায়। দাবানলের আগুনে ১শ' ৩৩ হেক্টর (৩৩০ একর) এলাকার পাছপালা ভস্মীভূত হয়ে যায়।

কিউবাঃ কিউবার পশ্চিমাঞ্চলে ব্যাপক আকারে দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে দু'হাযারেরও বেশী দমকল কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক ব্যাপক তৎপরতা চালায়। অগ্নি নির্বাপক বিমান ও বুলডেজার ব্যবহার করা হয়। গত ৮ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া এই দাবানলে ৫/৬ হাযার হেক্টর বনাঞ্চল পুড়ে যায়।

ফ্লোরিডাঃ ফ্লোরিডার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। তাপদগ্ধ এই রাজ্যে প্রবল বাতাসের কারণে আগুনের লেলিহান শিখা আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। দমকল বাহিনীর সদস্যরা অকল্পনীয় দুর্বার গতিতে ধেয়ে আসা দাবানলে হতবাক হয়েছে। দাবানল এক লাখ একর বনাঞ্চল গ্রাস করে। পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায় সব কিছু। রাজ্যের বন বিভাগের কর্মকর্তা এলিন আলবারি জানান, এমন সর্বগ্রাসী দাবানল তিনি আর কখনোই দেখেননি।

ভারতে বাজপেয়ী সরকারের পতন

বিপন্ন রাজনীতি

ভারতীয় লোকসভায় আস্থাভোটে বিজেপি'র নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকার মাত্র ১ ভোটের ব্যবধানে হেরে গেলে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকার পদত্যাগে বাধ্য হন। প্রেসিডেন্ট কে আর নারায়ণ গত ১৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর এই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর ১৩ মাসের কোয়ালিশন সরকারের অন্যতম শরীক দল জয়ললিতা জয়ারামের এআইএডিএমকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়ায় প্রেসিডেন্ট কে আর নারায়ণ এই আস্থাভোট গ্রহণের নির্দেশ দেন। লোকসভায় ৫৪২ জন সদস্যের মধ্যে ২'শ ৭০ জন প্রস্তাবের বিপক্ষে এবং ২শ' ৬৯ জন পক্ষে ভোট দেন। তিনজন সদস্য ভোটদানে বিরত ছিলেন।

আস্থা ভোটে বাজপেয়ী সরকার পরাজিত হবার পর সকল দলই নয়া সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়। পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে কংগ্রেস সহ অধিকাংশ রাজনৈতিক দল অনুরোধ করেন, তিনি যেন নিজে প্রধানমন্ত্রী হন এবং সরকার গঠন করেন। কিন্তু মিঃ বসু বিনীতভাবে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনিবার্য হয়ে পড়ে। অবশেষে প্রেসিডেন্ট আর কে নারায়ণ ২৬ এপ্রিল পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেন। সংবিধান অনুযায়ী ৬ মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলে গুলী ও বোমায় নিহত ২৫

যুক্তরাষ্ট্রের এক স্কুলে গত ২০ এপ্রিল দুই আত্মঘাতী হামলাকারীর গুলীবর্ষণ ও নিক্ষিপ্ত বোমায় ২৫ জন নিহত ও ১৮ জন আহত হয়েছে। আমেরিকার কলোরাডো রাজ্যের ডেনভার শহরের উপকণ্ঠে কলম্বাইন হাই স্কুলে এ মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটে।

হামলাকারীরা স্কুলেরই ছাত্র। ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে আসা প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, মুখোশধারী দু'জন ছাত্র বেপরোয়া গুলীবর্ষণ করে এবং হাত বোমা নিক্ষেপ করে। পুলিশ তল্লাশি করে লাইব্রেরীতে দু'জন সন্দেহভাজনের লাশ খুঁজে পায়। পুলিশ জানায়, তারা নিজেদের গুলী করে আত্মহত্যা করেছে। তল্লাশির পর পুলিশ ছাত্র-ছাত্রীদের ছেড়ে দেয়। এ সময় হাযার হাযার উৎকণ্ঠিত অভিভাবক এসব ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে নিজেদের ছেলেমেয়েদের সন্ধান করে। নিহতদের মধ্যে একজন শিক্ষকও রয়েছেন।

বন্দুকধারীরা নাৎসী সমর্থক বলে ধারণা করা হচ্ছে। হিটলারের জন্মদিন উপলক্ষ্যে এ হত্যাকাণ্ড চালানো হয়ে থাকতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এটি হচ্ছে সবচেয়ে ভয়াবহতম আত্মঘাতী হামলার ঘটনা। এ হামলা সারা যুক্তরাষ্ট্রে অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের হাই স্কুলে গুলী বর্ষণের ঘটনায় বিশ্বের অনেকেই স্তম্ভিত ও আতংকিত হয়েছেন। এই আতংকের আরো কারণ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুকের সহজলভ্যতা।

লকারবি বিমান দুর্ঘটনা

সন্দেহভাজন দুই লিবীয়কে জাতিসংঘে হস্তান্তর

১৯৮৮ সালের লকারবি বোমা হামলার ঘটনায় সন্দেহভাজন দুই লিবীয় নাগরিককে গত ৫ এপ্রিল সকালে ত্রিপোলীতে একজন জাতিসংঘ প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে স্কটল্যাণ্ডের লকারবিতে প্যান আমের একটি বিমান বোমা বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত হয়। বিমানের ২৭০ জন আরোহী এ হামলায় নিহত হয়। ঐ বিমানে বোমা রাখার জন্য লিবিয়ার সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তা আবদুল বাসেত আলী আল-মেগ্রাহি এবং আল-আমীন খলীফা ফাহিমকে অভিযুক্ত করা হয়েছ।

ত্রিপোলী, ওয়াশিংটন ও লন্ডনের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী এই দুই ব্যক্তির বিচার হেগ শহরে অনুষ্ঠিত হবে। স্কটিশ বিচারকের সভাপতিত্বে স্কটিশ আইন অনুযায়ী তাদের বিচার হবে। এই দুই সন্দেহভাজন লিবীয় নাগরিকের হস্তান্তরের বিষয়টি জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান নিরাপত্তা পরিষদকে অবহিত করলে ১৯৯২ সালে লিবীয়য়ার উপর আরোপিত জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা আপনা-আপনিই স্থগিত হয়ে যাবে।

বয়স্ক ব্যক্তিদের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ ভারত

২০২০ সাল নাগাদ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ভারতই হবে বয়স্ক ব্যক্তিদের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) একথা জানিয়েছে। ২০২০ সালে ভারতে ষাটোর্ধ্ব লোকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ১৪ কোটি ২০ লাখ। চীনের পরেই হবে এর স্থান। একই সময়ে চীনে বয়স্ক লোকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ২৩ কোটিতে। এছাড়া ২০২০ সাল নাগাদ বৃদ্ধের সংখ্যা বেশী এমন প্রধান ১০টি দেশের মধ্যে ৫টিই হবে উন্নয়নশীল দেশ। উল্লেখ্য, বর্তমান বিশ্বের ৫৮ কোটি বৃদ্ধের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগই উন্নয়নশীল দেশের অধিবাসী। তাছাড়া, ২০২০ সালের মধ্যে বয়স্কদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় এদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী অসুখ-বিসুখের ঝুঁকিও অনেক বেড়ে যাবে। তখন উন্নয়নশীল দেশগুলোর মোট মৃত্যুহারের চারভাগের তিনভাগই ঘটবে বার্ধক্যজনিত কারণে। এমনকি এসব মৃত্যুর বেশীর ভাগই ঘটবে ক্যান্সার ও বহুমূত্রের মত রোগের কারণে।

মুসলিম জাহান

হজ্জে ১৬০ জনের স্বাভাবিক মৃত্যু

এ বছর হজ্জ পালন কালে সউদী আরবের পবিত্র মক্কা নগরীতে ১৬০ জনের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। সউদী সংবাদপত্রের এক খবরে এ কথা জানা যায়। এশীয় কনসুলেটের কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে সউদী সরকারী ইশতেহারে বলা হয়, মৃত্যুবরণকারী হাজীদের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার ৫৩ জন, ভারতের ৪০ জন এবং পাকিস্তান ও মালয়েশিয়ার ৩০ জন করে রয়েছেন। হৃদরোগ ও তীব্র অসুস্থতার কারণেই প্রধানতঃ এই সব হাজীদের মৃত্যু হয়।

সউদী কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ১৯৯৬ সালের পর এবারই প্রথমবারের মত হজ্জ অনুষ্ঠান দুর্ঘটনামুক্ত ছিল। সউদী আরব এবারের হজ্জকে নিরাপদ, সুশৃংখল, সুন্দর ও সংক্রামক রোগমুক্ত ঘোষণা করেছেন।

উল্লেখ্য, গত বছর পায়ের নীচে পিষ্ট হয়ে কমপক্ষে ১১৮ জন এবং ১৯৯৭ সালে হাজীদের তাঁবুতে অগ্নীকাণ্ডে ৩৪৩ জন হাজীর মৃত্যু ঘটে। সরকারী তথ্য মতে জানা যায়, এবারের হজ্জে ১৩০ দেশের ১৭ লাখ মুসলমান অংশগ্রহণ করে।

বিপন্ন কসোভো

সার্বদের চরম পৈশাচিকতা

কসোভো পরিস্থিতির কোন উন্নতি ঘটেনি। কসোভোর মুসলমানগণ নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে পার্শ্ববর্তী ম্যাসেডোনিয়া ও আলবেনিয়ায় আশ্রয় নিচ্ছে। অপরদিকে কসোভোর উপর ন্যাটোর বিমান আক্রমণও অব্যাহত রয়েছে।

আধুনিক যুগের ইতিহাসের সবচেয়ে ঘৃণিত ও কলঙ্কিত ভিয়েতনাম যুদ্ধের চেয়েও বর্তমান বলকান যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ন্যাটো ইতিমধ্যে কসোভোর সামরিক কেন্দ্র, মিলোসেভিচের পার্টি অফিস, তেল শোধনাগার, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে। ২৫ এপ্রিল ওয়াশিংটনে তিনদিন ব্যাপী ন্যাটো শীর্ষ বৈঠকে বিমান আক্রমণ আরো জোরদারের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এরপরও কসোভো মুসলমানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে না। প্রতিনিয়ত লোমহর্ষক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে নিরীহ মুসলমানগণ। আশ্রয় নিতে হচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহে। নিম্নে সংক্ষেপে কসোভোর সর্বশেষ পরিস্থিতি তুলে ধরা হ'ল-

লাখো মুসলমানের প্রাণহানিঃ কসোভোয় সার্ব বাহিনীর জাতিগত শুদ্ধি অভিযানে ১ লাখের মত মুসলমান প্রাণ হারিয়েছে বলে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল জানিয়েছে। আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন কসোভোয় সার্ব বাহিনীর মানবাধিকার লংঘনের সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। যুদ্ধাপরাধী হিসাবে প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচকে প্রথমে অভিযুক্ত করা হবে।

জীবন্ত দগ্ধঃ সার্বরা কসোভোয় একটি গ্রামকে ঘিরে ফেলে ২০ জন মুসলমানকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে বলে কসোভো লিবারেশন আর্মি (কেএলএ) জানিয়েছে। রাজধানী প্রিষ্টিনার পশ্চিমে একটি গ্রামে গত ১৮ তারিখে নির্মমভাবে তাদের হত্যা করা হয়েছে।

সার্বদের পৈশাচিকতাঃ বেলগ্রেড সরকার কসোভোয় সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে এ যাবত আলবেনীয় বংশোদ্ভূত শত শত নারী সার্ব সৈন্যদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এরকমই একটি লোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে এক শরণার্থী তরুণী। বয়স ২১ বছর। ১ এপ্রিল সকাল সাড়ে ১১টা। যুগোশ্লাভ বাহিনীর একজন সদস্য তাদের প্রিষ্টিনার বাড়িতে ঢুকে সাথে সাথে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। বাবা, ভাই এবং ছোট বোনদের হাত ধরে রাস্তায় নেমে আসে মেয়েটি। প্রতিবেশী আরও শত শত আলবেনীয় বংশোদ্ভূত একইভাবে রাস্তায় নেমে আসতে বাধ্য হয়। সৈন্যরা তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যায় রেল ষ্টেশনের দিকে। সেখানে ট্রেনে উঠিয়ে হয় আলবেনিয়া নয়ত ম্যাসিডোনিয়ায় ঠেলে দেয়া হয় তাদের। বাড়ি থেকে সামান্য কিছুটা পথ এগুনোর পরই সবুজ মুখোশ পরা এক সার্ব সৈন্য মেয়েটিকে হাত ধরে জোর করে টেনে নিয়ে সামনে এগিয়ে যান। অতঃপর সার্বসৈন্যদের একটি গ্যারেজে নিয়ে মেয়েটির উপর চালানো হয় সম্মিলিত ভাবে মর্মস্পর্শী পাশবিক নির্যাতন। নির্যাতন শেষে মেয়েটিকে প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থায় রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হয়। রক্তাক্ত মুখমণ্ডল নিয়ে কিছু পথ পেরিয়ে মেয়েটি অবশেষে তার পরিবারের সাথে মিলিত হয়। ম্যাসিডোনিয়ার একটি শরণার্থী শিবিরে অন্ধকার তাঁবুর নিচে এখন তাদের আশ্রয়।

শরণার্থীদের দুর্দশাঃ বলকান অঞ্চলে খারাপ আবহাওয়া বিরাজ করায় কসোভোর হাযার হাযার জাতিগত আলবেনীয় শরণার্থী চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। অনেকেই অনাহারে ঝোপ ঝাড়ে লুকিয়ে আছে। বৃষ্টিতে শরণার্থীদের দুর্দশা আরো চরমে উঠেছে। বৃষ্টির কারণে তাঁবুর সামনে কাদাপানিতে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া সারা রাত ধরে তাঁবুর ভিতর বৃষ্টির পানি পড়ছে। পিতা-মাতারা সন্তানদের বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষার জন্য কম্বলের স্তুপের ওপরে কিংবা কোলে করে সারা রাত কাটিয়ে দিচ্ছেন। তিন সন্তানের জনক জাফর জোপি বলেন, এভাবে আর এক সপ্তাহ থাকলে আমার সন্তানরা মারা যাবে।

গণকবরের সন্ধানঃ ন্যাটোর মুখপাত্র জেমি শেয়া বলেছেন, কসোভোর দক্ষিণ-পশ্চিমে বিমান থেকে তোলা ছবিতে বহু গণকবরের সন্ধান পাওয়া গেছে। বৃটিশ কর্মকর্তারা বলেছেন, সার্ব বাহিনীর নির্যাতনের মুখে কসোভোর ১ লাখ মুসলমান নিখোঁজ হয়েছে। সার্ব বাহিনী এদেরকে হত্যা করেছে।

নিষেধাজ্ঞাঃ ন্যাটো যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ও তেল নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয় নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছে। ২৩ এপ্রিল ন্যাটো প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকে এ অনুমোদন দেয়া হয়। বৈঠকে জোটের নৌবাহিনীকে যুগোস্লাভিয়ায় তেল ও অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে সন্দেহজনক জাহাজে উঠে তল্লাশি চালানোর ক্ষমতা দেওয়ার বিষয়টিও অনুমোদিত হয়। ন্যাটোর ৫০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯টি দেশের নেতৃবৃন্দ এ শীর্ষ বৈঠকে যোগদান করেন।

মীমাংসার আহবানঃ ন্যাটোভুক্ত ১৯টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা কসোভো সংকটের মীমাংসার আহবান জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচ তাদের দাবীদাওয়া মেনে না নেয়া পর্যন্ত যুগোশ্লাভিয়ায় বোমা আক্রমণ চলতে থাকবে। যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে বিমান আক্রমণ শুরু হবার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে ব্রাসেলসে গত ১২ এপ্রিল তাদের এক বৈঠকের পর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচকে অবশ্যই কসোভোতে সকল সামরিক তৎপরতা বন্ধ করতে হবে। এখান থেকে সকল সার্ব সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে এবং উদ্বাস্তুরা যাতে নিরাপদে ফিরে যেতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে সেখানে আন্তর্জাতিক সেনা বাহিনী মোতায়েনে রাযি হ'তে হবে।

৩৩ হাযার রিজার্ভ সৈন্যঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে ন্যাটোর সামরিক অভিযান জোরদার করার লক্ষ্যে ৩৩ হাযারেরও বেশি রিজার্ভ সৈন্য প্রেরণের বিষয় অনুমোদন করেছেন। ইতোমধ্যে দু'হাযার সৈন্য গন্তব্যস্থলে রওনাও হয়ে গেছে।

আমিরাতের উপহার

সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ জায়েদ বিন সুলতান আন-নাহিয়ান আলবেনিয়ার ককাসে একটি বিমানবন্দর নির্মাণ করে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। কসোভোর উদ্বাস্তুদের জন্য পাঠানো আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ত্রাণসামগ্রী বহনকারী বিশালাকার বিমানগুলো যাতে সহজে ওঠা-নামা করতে পারে, এ লক্ষ্যেই সুপরিসর একটি বিমানবন্দর তৈরীর কাজে হাত দেয়া হয়েছে। আরবী দৈনিক 'আল-ইত্তেহাদ' গত ২০ এপ্রিল জানিয়েছে যে, প্রকল্পটির কাজ দু'একদিনের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে এবং ২৭ দিনের মধ্যে প্রকল্পটির প্রথম পর্যায় সম্পন্ন হওয়ার কথা।

বে-নজীর ও তাঁর স্বামীর ৫ বছরের কারাদণ্ড

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বে-নজীর ভুট্টো ও তাঁর স্বামী আসিফ আলী জারদারীকে দুর্নীতির দায়ে ৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে সে দেশের লাহোর হাইকোর্ট। হাইকোর্টের জবাবদিহিমূলক বেঞ্চ তাদেরকে ৮৬ লাখ ডলার জরিমানা করেছে। একটি সুইস কোম্পানীর কাছ থেকে উৎকোচ ও কমিশন বাবদ কোটি কোটি ডলার গ্রহণ করার অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করা হয়। বে-নজীর ভুট্টো এখন লণ্ডনে রয়েছেন এবং তাকে সরকারী কোন দায়-দায়িত্ব গ্রহণ থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে বে-নজীর ভুট্টোর স্বামী আসিফ আলী জারদারী বিভিন্ন অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়ে এখন কারাবন্দী রয়েছেন।

ফাহদের ইন্তেকাল ?

সৌদী প্রিন্স ফাহ্দ ইবনে সা'দ ইবনে সাউদ ইবনে আব্দুল আযীয গত ১৮ এপ্রিল ৪১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজে'উন)। সরকারী বার্তা সংস্থা এসপিএ জানায়, গত ১৯শে এপ্রিল যোহরের নামাজের পর যুবরাজকে দাফন করা হয়।

প্রিন্স ফাহদ ছিলেন সাবেক বাদশাহ স'উদের পৌত্র। বাদশাহ স'উদ ১৯৫৩ হ'তে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত দেশ শাসন করেন এবং ১৯৬৯ সালে ইন্তেকাল করেন।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কৃত্রিম রক্ত আবিষ্কার

কৃত্রিম রক্ত আবিষ্কার করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুনমাত্রা যোগ করেছেন জাপানের বিজ্ঞানীরা। তারা এ কৃত্রিম রক্তের নাম দিয়েছেন 'সিনটেথিক'। জাপানের ওসাকা শহরের একটি কোম্পানী এ ধরনের রক্ত বাজারজাত করেছে। সর্বপ্রথম রাশিয়ার একটি গবেষণাগারে একটি বিড়ালের শরীরে এ রক্ত প্রয়োগ করা হয়েছিল। রক্ত বদল করে 'সিনটেথিক' রক্ত প্রয়োগ করে বিড়ালটিকে ৬৮ ঘণ্টা বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল। 'সিনটেথিক' রক্তের উপাদান হচ্ছে ক্লোরোকার্বন। হৃদপিণ্ড থেকে টিস্যু সমূহের গ্যাস চলাচল করতে এ রক্ত সাহায্য করে। চিকিৎসকরা বলেছেন যে, 'সিনটেথিক' রক্ত প্রয়োগ করে কোন রোগীকে কমপক্ষে ৩ থেকে ৪ দিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। রক্তের গ্রুপজনিত সমস্যার কারণে যরূরী প্রয়োজনে রক্ত জোগাড় করা কঠিন হলেও 'সিনটেথিক' রক্ত ব্যবহারের জন্য কোন গ্রুপিং সমস্যা নেই। যে কোন গ্রুপের রোগী এ রক্ত ব্যবহার করতে পারে। 'সিনটেথিক' বা কৃত্রিম রক্তের স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য গবেষকরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

মিথ্যা সনাক্তকারী ফোন আবিষ্কার

সম্প্রতি বৃটেনে এক নতুন ধরনের টেলিফোন আবিষ্কার হয়েছে। এর বিশেষ গুণ হচ্ছে, টেলিফোনকারী সত্য বলছে না মিথ্যা বলছে, তা সনাক্ত করা। অর্থাৎ অপর প্রান্তের টেলিফোনকারী যদি মিথ্যা বলে তাহ'লে এই টেলিফোনে তা ধরা পড়ে যাবে। এটি অনেকটা মেটাল ডিটেক্টরের মত 'লাই ডিটেক্টর' হিসাবে কাজ করে। এই টেলিফোন ব্যক্তির কণ্ঠস্বরের কম্পনের তীব্রতা পরিমাপের জন্য ইলেকট্রনিক্স পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। কণ্ঠস্বরের তীব্রতা মিথ্যা বলার প্রবণতাকে সনাক্ত করে। যদি কম্পনের রিডিং বেশী হয় তবে বুঝতে হবে, টেলিফোনকারী মিথ্যা বলছে। ফোনটির মূল্য ধরা হয়েছে ৩ থেকে ৫ হাযার ডলার।

বাতাস থেকে বিদ্যুৎ

বিদ্যুতের অভাবে যখন শহরগুলোতে নাভিশ্বাস উঠেছে তখন গ্রামীণ ব্যাংক বাতাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। এ বিদ্যুতের জন্য ৮০ ফুট উঁচু টাওয়ারের উপর একটি পাখা স্থাপন করা হয়। পাখার সঙ্গে থাকে তার। পাখাটি বাতাস থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করে তারের সাহায্যে ভূমিতে স্থাপিত কন্ট্রোল রুমে পাঠায়। সেখান থেকে আবার তারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছায় গ্রাহকের বাড়িতে। বাতাস পাওয়া না গেলেও অসুবিধা নেই। বিদ্যুৎ সংরক্ষণ করা হয় ব্যাটারীতে। গ্রামীণ ব্যাংক এ প্রযুক্তি এনেছে যুক্তরাষ্ট্রের বার্মিং উইণ্ড পাওয়ার কোম্পানির কাছ থেকে। সাগর পাড়ের প্রচুর বাতাসকে কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ ব্যাংক কুয়াকাটা, পাথরঘাটা, নলি ও চরদোয়ানীর নিজস্ব ভবনে কয়েক মাস আগে পরীক্ষামূলকভাবে ঐ প্রকল্প চালু করে।

'আল-কাওছার হজ্জ প্রকল্পে'র মাধ্যমে প্রেরিত হাজী ছাহেবদের সাক্ষাৎকার

[আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর পক্ষ হ'তে গৃহীত **'আল-কাওছার হজ্জ প্রকল্প'**-এর মাধ্যমে প্রেরিত প্রথম হজ্জ কাফেলা হজ্জ ব্রত পালন শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর গত ২১শে এপ্রিল '৯৯ বুধবার বাদ মাগরিব মারকাযী দারুল ইমারতে **মাসিক আত-তাহরীক**-এর পক্ষ থেকে হজ্জ কাফেলার আমীর, নায়েবে আমীর ও সদস্যগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। নিম্নে তার বিবরণ পেশ করা হ'ল। -সম্পাদক]

প্রশ্ন-১ঃ 'আল-কাওছার' আপনাদেরকে হজ্জের সফরে যে সেবা দিয়েছে সে বিষয়ে আপনাদের মন্তব্য কি?

উত্তরঃ 'আল-কাওছার হজ্জ প্রকল্প' একটি নতুন হজ্জ প্রকল্প এবং আমরাই এর প্রথম হজ্জ যাত্রী। অভিজ্ঞতায় প্রথম হওয়া সত্ত্বেও আল-কাওছার আমাদের যে সহযোগিতা দিয়েছে, তাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও খুবই সন্তুষ্ট। ঢাকা থেকে মক্কা-মদীনা সর্বত্র আমাদের ভাইয়েরা আমাদেরকে যে আন্তরিক সহানুভূতি দেখিয়েছে ও সেবা প্রদান করেছে, তা বর্ণনাতীত।

বিশেষ করে ঢাকা 'তাওহীদ ট্রাষ্ট' অফিসে কর্মরত ভাই আকমল হোসায়েন, আবুল খায়ের, কফীলুদ্দীন, হাফীযুর রহমান আহলেহাদীছ যুবসংঘের যে সব ভাই সঊদীতে লেখাপড়া করছেন ও কর্মরত আছেন, তাঁরা আমাদের সাধ্যমত খেদমত করেছেন। আহলেহাদীছ যুবসংঘের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ভাই মুহাম্মাদ হারূণ (সিলেট), ঢাকা যেলার সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মিয়াঁ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান (নারায়ণগঞ্জ), কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মুহাম্মাদ আবদুল হাই ও ভাই মশফিকুর রহমান (রাজশাহী) সর্বদা আমাদের খোঁজ খবর রেখেছেন ও খিদমতের জন্য যথেষ্ট করেছেন। আমাদের অধিক সেবাদানের জন্য মিয়াঁ হাবীব মক্কা শরীফে অগ্রিম ঘরভাড়া করেছিলেন। যদিও সেটা পরে কোন কাজে আসেনি। কেননা ওখানে সব সময় ঘরভাড়া পাওয়া যায়। বরং কম মূল্যে পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য দেশী ছাত্র ভাইয়েরা আমাদেরকে যে আন্তরিক মহব্বত প্রদর্শন করেছেন, তা কখনোই ভুলবার নয়। সর্বোপরি সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আমাদের ভাই মিয়াঁ হাবীব (নারায়ণগঞ্জ) ও আমানুল্লাহ (পাবনা) **মদীনার হরম শরীফে যে দাওয়াতের কাজ করছেন,** তা দেখে আমাদের অন্তর ভরে গেছে। আমরা তাদের জন্য প্রাণভরা দো'আ করি। আমরা মনে করি এসবই সংগঠনের বরকত ও আল্লাহ্র খাছ রহমত। আল্লাহ আমাদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও মর্যাদামণ্ডিত করুন। আমীন!

প্রশ্ন-২ঃ হজ্জের জন্য আগাম প্রশিক্ষণের গুরুত্ব আপনাদের নিকটে কতটুকু?

উত্তরঃ হজ্জের জন্য অভিজ্ঞ ও যোগ্য আলেমদের মাধ্যমে হাতে কলমে আগাম প্রশিক্ষণ অত্যন্ত যরূরী। হজ্জের সফরে বিভিন্ন স্থানে হাজী ছাহেবদের ভুল আমল দেখে আমরা এর গুরুত্ব আরও বেশী করে উপলব্ধি করেছি। আমাদের ভয় হচ্ছে ছহীহ প্রশিক্ষণ বিহীন এবং ভুল আমলকারী এই সব হাজী ছাহেবদের হজ্জ কবুল হবে কি-না।

'আল-কাওছার হজ্জ প্রকল্প' আমাদেরকে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ করার যে বাস্তব প্রশিক্ষণ দিয়েছে ও হজ্জে যাওয়ার পূর্বে হজ্জ ও ওমরাহ্র বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যোগ্য আলেম দ্বারা হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছে, আমরা আন্তরিকভাবে তার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। সম্মানিত প্রশিক্ষকদ্বয় কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা-র সদস্য মাওলানা সাঈদুর রহমান ও মাওলানা আখতারুল আমান-কে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রশ্ন-৩ঃ 'আল-কাওছারে'র ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনারা কতটুকু আশাবাদী?

উত্তরঃ আমরা অত্যন্ত আশাবাদী। আগামীতে এই প্রকল্প আরও সমৃদ্ধ করা হৌক এটাই আমাদের দাবী। আমাদের সেবাযত্ন ও ছহীহ মতে হজ্জ দেখে এবং অন্যান্য হজ্জ কাফেলায় দুঃখ পেয়ে অনেকেই আমাদের বলেছেন যে, আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত ভাইদেরকে আমরা আগামীতে 'আল-কাওছার হজ্জ প্রকল্পে'র মাধ্যমে যাওয়ার জন্য বলব। হাজী সংখ্যা বাড়িয়ে মিনা ও আরাফাতে একটি তাঁবু একটি কাফেলার জন্য হ'লে সকল আমল সুন্দরভাবে করা সম্ভব হয়। আমরা আশা করছি আগামীতে 'আল-কাওছারে'র কাফেলায় লাইন পড়ে যাবে। কেননা 'আল-কাওছার' ব্যক্তি স্বার্থহীন একটি সেবাধর্মী সংস্থা। এতে দু'টো পয়সা বাঁচলে সেটা কোন ব্যক্তি পাবেনা। বরং সংগঠন পাবে এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রচার ও প্রসারে তা ব্যয় হবে।

প্রশ্ন-৪ঃ এই প্রকল্পকে সমৃদ্ধ করার জন্য আপনাদের পরামর্শ কি?

উত্তরঃ হজ্জ কাফেলার সঙ্গে প্রকল্পের পক্ষ থেকে এক বা একাধিক অভিজ্ঞ ও যোগ্য আলেমকে প্রশিক্ষক হিসাবে পাঠালে আরও ভাল হবে। এ ব্যাপারে সংগঠনের যেসব ভাইয়েরা সঊদীতে লেখাপড়া ও চাকুরীর কারণে অবস্থান করছেন, তাদের ও সংগঠনের সঊদী আরব শাখার সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন।

প্রশ্ন-৫ঃ অন্যান্য হজ্জ কাফেলা গুলির সেবার মান সম্পর্কে আপনারা কিছু বলবেন কি?

উত্তরঃ আমাদের সুপরিচিত যে দু'টো হজ্জ কাফেলা গিয়েছিল, তাদের একটির বিরুদ্ধে মদীনাতেই বাংলাদেশ হজ্জ মিশনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে আমরা প্রত্যক্ষদর্শী। টাকা কম দেখিয়ে এই ধরণের অনেক হজ্জ কাফেলা সরলমনা মানুষকে প্রতারিত করছে। ওখানে গিয়ে হাজী ছাহেবদের হাতে তারা পয়সা দেয়নি। ফলে তারা অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করেছেন। কোন কোন কাফেলা ওখানে গিয়ে মো'আল্লেমের বিশ্রামাগারে পৌঁছে দিয়েই পালিয়ে গেছে। অনেকে ৯০ হাযার টাকা নিয়েও যথার্থ সেবা দেয়নি। কারণ হাজী ছাহেবদের হাতে তারা টাকা দেয় না। প্রয়োজন হ'লে তাদের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিতে হয়। যা অত্যন্ত মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়। তাছাড়া তারা এক মাসের কম সময়ে খুব দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় থাকে। যাতে তাদের কাফেলার খরচ কম হয় ও লাভ বেশী হয়। মূলতঃ ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোন থেকেই তারা এগুলি করেন। কিন্তু 'আল-কাওছারে'র দৃষ্টিকোন ছিল সেবাধর্মী এবং ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ করানোর মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকটে যাতে হজ্জ কবুল হয়, সেই চেষ্টা করা। দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পৃথক।

অধিকাংশ হজ্জ কাফেলার লোকদের পক্ষ থেকে আমরা বিভিন্ন অভিযোগ শুনেছি। তবে দু'একটি সম্পর্কে প্রশংসাও শুনেছি।

প্রশ্ন-৬ঃ সংগঠনের পক্ষ হ'তে এই প্রকল্প গ্রহণ সম্পর্কে আপনাদের মন্তব্য কি?

উত্তরঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পক্ষ থেকে এই প্রকল্প গ্রহণ অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছে। এই প্রকল্প শুধু বাংলাদেশের **দু'কোটি আহলেহাদীছ** ভাই বোনের জন্য নয় বরং ঐ সকল ভাই যারা ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ করতে ইচ্ছুক, সেই সকল আল্লাহ ভীরু ভাই-বোনদের জন্য সত্যিই একটি সুসংবাদ। এই সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমরা মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে আল্লাহ পাক যেন আমাদের হজ্জ কবুল করেন ও আমাদের সকল গুনাহ-খাতা মাফ করেন, সেই প্রার্থনা করছি।

আল-কাওছার হজ্জ কাফেলা-র পক্ষে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীঃ

১. মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান (৫০), আমীর, আরাম নগর, জয়পুরহাট ২. মুহাম্মাদ বদী'উয্ যামান (৫২), নায়েবে আমীর, শিকারপুর, চাচকৈড়, নাটোর ৩. মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান (৩৭), সদস্য, ঝলক জুয়েলার্স, সাহেব বাজার, রাজশাহী। ফোনঃ ৭৭৩৯৫৬, ৭৭৩০৪২ (বাসা)।

পাঠকের মতামত

পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

বাংলাদেশের মাটিতে প্রতিদিন অসংখ্য ইসলামী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ যাবৎ এমন কোন পত্রিকা পাইনি যা প্রিয়নবী (ছাঃ)-এর সরল-সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে। অবশ্য হৃদয়ে সাময়িক আনন্দ-অনুভূতি সৃষ্টির জন্য অনেক লেখাই প্রকাশিত হয় প্রতিনিয়ত। অথচ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক লেখা আমাদের দেশে খুবই অপ্রতুল।

দেশের এই ক্রান্তি লগ্নে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক লেখার সমাহার নিয়ে সম্প্রতি একটি খাঁটি ইসলামী দাওয়াতী পত্রিকা বের হয়েছে যার তুলনা দ্বিতীয়টি আর নেই। প্রকৃত আলোর বিস্ফোরণ এই পত্রিকাটির নাম হ'ল **'মাসিক আত-তাহরীক'**। আমি মনে করি প্রতিটি মুমিন নর-নারীর জন্য এই পত্রিকাটি ছিরাতুল মুস্তাক্বীমের পথ দেখাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দিতে পারবে ছহীহ শুদ্ধ আত্মার খোরাক।

অবশ্য ধর্মের নামে বিভিন্ন কল্পনা ভাষ্য ভিত্তিক গল্প-কাহিনী অনেক পত্রিকায় দেখা যায়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মওজুদ থাকতে ঐ সব গল্প-কাহিনী বিশ্বাস করা কোন খাঁটি মুসলমানের আক্বীদা হ'তে পারে না। পরিশেষে আরও একটি বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই, তা হ'লো- বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অনন্য সাধারণ তুলনাহীন ব্যতিক্রমধর্মী একটি তথ্য সমৃদ্ধ মূল্যবান গ্রন্থ **'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ; এশিয়া প্রেক্ষিতসহ'**। গ্রন্থটি প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে রাখা অতীব যরূরী। সেই সাথে **মাসিক আত-তাহরীক** হউক সকলের নিত্য সঙ্গী এই কামনা করি। আমীন!

যহুরুল বিন ওছমান
সিনিয়র শিক্ষক,
আউলিয়া পুকুর সিনিয়র ফাযিল মাদরাসা
চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

জুম'আর খুৎবা প্রকাশ প্রসঙ্গে

মাননীয়

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

বিষয়ঃ মুহতারাম আমীরে জামা'আতের জুম'আর খুৎবা সমূহ পত্রিকায় প্রকাশের আবেদন।

জনাব,

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক নিবেদন এই যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রতি মাসে জুম'আর দিন গুলিতে যে মূল্যবান খুৎবা প্রদান করেন, তা শুধু কিছু সংখ্যক মুছল্লী ছাড়া দেশের অধিকাংশ আহলেহাদীছ এবং সাধারণ মুসলমানের পক্ষে শোনা সম্ভব হয় না। যদি **'মাসিক আত-তাহরীক'**-এর মাধ্যমে ঐ খুৎবা সমূহ নিয়মিত প্রকাশিত হয়, তবে সে সম্পর্কে সকলেই সম্যক জ্ঞান লাভে ধন্য হবে।

অতএব, মুহতারাম আমীরে জামা'আতের জুম'আর খুৎবা সমূহ পত্রিকায় প্রকাশের যথাযথ ব্যবস্থা করে বাধিত করবেন।

[সুন্দর প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ। প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য যথাস্থানে বলব।-সম্পাদক]

বিনীত
হাফেয মুহাম্মাদ বাকী বিল্লাহ
পুরাতন সাতক্ষীরা।

সাপ্তাহিক আত-তাহরীক চাই

মুহতারাম সম্পাদক ছাহেব, মাসিক আত-তাহরীক। আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ-হি ওয়া বারাকা-তুহু।

আমি প্রথম থেকেই 'মাসিক আত-তাহরীক' পত্রিকার একজন নিয়মিত ভক্ত পাঠক। এখানে আমার সঙ্গে আরো চারজন গ্রাহক আছেন। প্রতিটি দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর 'মাসিক আত-তাহরীক' হাতে পেয়ে এক নিমিষেই পুরো পত্রিকাটি পাঠ শেষ হয়ে যায়। ফলে আবার সুদীর্ঘ সময় অবধি বসে থাকতে হয়। অনেকে এই বসে থাকতে থাকতে আনমনা হয়ে কখনো অন্য পত্রিকা হাতে তুলে নেন। এমতাবস্থায় আমাদের সবার ইচ্ছা 'মাসিক আত-তাহরীক'কে 'সাপ্তাহিক আত-তাহরীকে' পরিণত করা হউক। অথবা মাসিক আত-তাহরীকের কলাম আরো বৃদ্ধি করে অন্ততঃ ৫/৬ গুণ আকারে প্রকাশ করা হউক।

বাংলাদেশে আমরা প্রায় ২ কোটি আহলেহাদীছ। কিন্তু আমাদের এই একটিমাত্র মুখপত্র। যার পরিধি এতই সংকীর্ণ যে, একটি কলাম বৃদ্ধি করলে অন্যটির আর স্থান সংকুলান হয় না। অথচ অন্যদের ২০০/৩০০ পৃষ্ঠাধারী বড় বড় অসংখ্য পত্রিকায় বাজার সয়লাব। সেখানে আমাদের ৫৬ পৃষ্ঠার ছোট্ট ১ খানা পত্রিকা কতটুকু যথেষ্ট? অনেক যুগ পর আজ আহলেহাদীছগণ ভ্রাতৃত্বের, ঐক্যের ও শৃংখলার মন্ত্র পাচ্ছে। এখন তারা আরো কিছু জানতে চায়। বলতে ও লিখতে চায়। এখন তাদের মধ্য হ'তে অনেক প্রতিভা তৈরী হচ্ছে। তৈরী হচ্ছেন অনেক লেখক, বক্তা, গবেষক ও পাঠক। তাদের পরিপূর্ণতার পথে যাতে অন্তরায় সৃষ্টি না হয়, তার ব্যবস্থা করা একান্ত যরূরী। যে জ্ঞানের উৎস ভাণ্ডার উন্মোচন করে পাঠকদের দৃষ্টির বিকাশ ঘটিয়েছেন, তা যেন কোনরূপ সংকীর্ণতায় রুদ্ধ না হয়ে যায়। অধিকাংশ পাঠকের মতামত অনুযায়ী সুন্দর হউক আমাদের প্রাণপ্রিয় **'মাসিক আত-তাহরীক'**।

[সম্মানিত পত্র লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের সাধ রয়েছে অনেক কিন্তু সাধ্য বড়ই সীমিত। যোগ্য লেখকের আকাল তো আছেই। তদুপরি পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়াবার সাথে মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টিও রয়েছে। বারবার চেয়েও কেউ বিজ্ঞাপন দেননা। ফলে পত্রিকায় আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী। সম্মানিত পাঠকগণ এব্যাপারে আমাদেরকে সহযোগিতা করলে আমরা রিস্ক নিতে পারি ইনশাআল্লাহ।

বিনীত
ডাঃ মুহাম্মাদ বণী আমীন বিশ্বাস
সাং- ফুলবাড়ীয়া (বাজার)
ডাকঃ কাথুলী
থানা ও যেলাঃ মেহেরপুর।

যেলা সম্মেলন '৯৯

দিনাজপুর (পঃ)ঃ

বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার খানসামা উপযেলার টাংগুয়া সিনিয়র মাদরাসা প্রাঙ্গণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর (পশ্চিম) যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বিশাল সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহাতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন যে, মানুষ যুগে যুগে বিভিন্ন ইজম ও মতবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে। কিন্তু কোন মতবাদই মানুষের জীবনে শান্তি এনে দিতে পারেনি। একমাত্র ইসলামই পারে তৃষিত মানব জাতিকে শান্তির আবেহায়াত পান করাতে। কিন্তু সে ইসলাম আজকের সমাজে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আত মিশ্রিত ইসলাম নয়। বরং তা হ'ল আদি ও খাঁটি ইসলাম যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের মধ্যে সংকলিত আকারে অভ্রান্ত সত্যের উৎস হিসাবে মওজুদ রয়েছে। আমাদেরকে জাতীয় ও বিজাতীয় সকল প্রকার তাক্বলীদ ও অন্ধ অনুকরণ থেকে মুক্ত হ'য়ে নিঃশর্তভাবে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানের নিকটে আত্মসমর্পন করতে হবে এবং জান-মাল সময়-শ্রম সবকিছু দিয়ে তা সার্বিক জীবনে প্রতিষ্ঠা দানের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। নইলে ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি কোনটাই সম্ভব নয়। সম্মেলনের বিশেষ অতিথি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশে'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী সকলকে তাওহীদের মূল বিষয়টি অনুধাবন করে সার্বিক জীবনে তা বাস্তবায়নের আহবান জানান।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নওদাপাড়া আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র শিক্ষক ও দারুল ইফতা-র সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা), সোনামণি শিশু-কিশোর সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান (খুলনা) ও স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

যেলা সম্মেলনে যাওয়ার পথে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও সিনিয়র নায়েবে আমীর তাওহীদ ট্রাষ্টের সৌজন্যে নবনির্মিত বিরামপুর উপযেলার মল্লিকপুর ও পলিখাঁপুর জামে মসজিদ এবং ফেরার পথে খানসামা উপযেলাধীন নবনির্মিত টাংগুয়া জামে মসজিদ পরিদর্শন করেন ও মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।

রাজশাহীঃ

গত ২৭ শে ফেব্রুয়ারী শনিবার **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে যেলা সম্মেলন'৯৯ রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়।

বাদ আছর বিকাল ৪ টায় যথারীতি তেলাওয়াতে কালামে পাকের পরে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন 'যেলা সম্মেলন ব্যবস্থাপনা কমিটি'র আহবায়ক ও রাজশাহী নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ। সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, মহান আল্লাহ মানুষের কল্যাণে অগণিত বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য নির্ভুল জীবন বিধান প্রদান করেছেন। কিন্তু মানুষ প্রতিনিয়ত আল্লাহ্র আইনের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের বিপর্যস্ত সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি দেশের শাসন ব্যবস্থার কথা তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহ্র আইন বিরোধী আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে এবং তা সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সূদ, লটারী, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি হারামগুলিকে আইনসম্মত করা হয়েছে। তিনি বলেন, মুসলিম দেশে বসবাস করেও আমরা অমুসলিম আইন এমনকি জাহেলী যুগের আইন দ্বারা শাসিত হচ্ছি। তিনি বলেন, আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত বিধানকে উপেক্ষা করে নিজেদের রচিত ভ্রান্তিপূর্ণ আইন দ্বারা দেশে কখনোই শান্তি আসতে পারে না। শান্তি পেতে হ'লে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে। মেনে নিতে হবে এর যাবতীয় আদেশ এবং বর্জন করতে হবে -এর যাবতীয় নিষেধ। তিনি দেশের শাসক গোষ্ঠীকে মানব রচিত বিধান পরিত্যাগ করে অহি-র বিধানের আলোকে দেশ পরিচালনার আহবান জানান।

বিশেষ অতিথির ভাষণে শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী শিরক ও বিদ'আত বিমুক্ত আমল করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা), **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র** কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক ও দারুল ইফতা-র সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাওলানা সাঈদুর রহমান ও মাওলানা মুহাম্মাদ রুস্তম প্রমুখ।

সম্মেলনে রাজশাহী যেলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা '৯৯ -এর বিজয়ী ভাই-বোনদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও সিনিয়র নায়েবে আমীর

মহোদয়গণ। প্রকাশ থাকে যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ভাষণের পরে দু'জন ভাই মঞ্চে এসে তাঁর হাতে হাত রেখে বায়'আত গ্রহণের মাধ্যমে 'আহলেহাদীছ' হয়ে যান।

সাতক্ষীরাঃ

৪ঠা মার্চ বৃহস্পতিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা সভাপতি আলহাজ্জ মাষ্টার আব্দুর রহমান ছাহেবের সভাপতিত্বে সাতক্ষীরা শহরের প্রাণকেন্দ্র চিলড্রেন্স পার্কে যেলা সম্মেলন'৯৯ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

কুরআন তিলাওয়াতের পর যেলা সভাপতি আলহাজ্জ মাষ্টার আব্দুর রহমান যেলা সম্মেলনে আগত হাযার হাযার মুসলিম জনতাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং সকলের সহযোগিতা কামনা করে আল্লাহ্‌র নামে সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ শেষ করেন।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** তাঁর ভাষণে বর্তমানে মুসলিম জাতির করুণ অবস্থা এবং এ থেকে উত্তরণের উপায়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, মুসলিম জাতি আজ শতধা বিভক্ত। ইহুদী, খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি এই অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে মুসলিম জাতির ঐতিহ্যকে বিনষ্ট করছে। আমাদের ঈমান-আক্বীদা ধ্বংস করার জন্য অশুভ চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, 'আলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' শতধা বিভক্ত এই মুসলিম জাতিকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরণের একটি মাত্র শর্ত মেনে নেওয়ার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী জাতি হিসাবে গড়ে তুলতে চায়। এছাড়া অন্য কোন পথে মুসলিম জাতির ঐক্য সম্ভব নয়। তিনি বলেন, আজকে যে আমরা ইসলামের নামে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকা দেখতে পাচ্ছি তা ইসলামের সোনালী যুগে ছিল না। হিজরী চতুর্থ শতকের পর এগুলি সৃষ্টি হয়েছে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বিশ্ববাসীকে ধর্মের নামে সৃষ্ট অসংখ্য মাযহাব তরীকা, ইজম থেকে মুক্ত করে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত অভ্রান্ত সত্যের পথে পরিচালনার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তিনি সবাইকে অহি-র বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করার আহবান জানান।

সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, মৌলবী আব্দুল্লাহ আল-বাকী, অধ্যাপক নযরুল ইসলাম, মাওলানা আব্দুর রহীম (বাগের হাট), মাওলানা কফীলুদ্দীন (গাযীপুর), মাওলানা আব্দুল মান্নান, যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ প্রমুখ। উক্ত সম্মেলনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান মীযান অত্র যেলার যুবসংঘের নব নির্বাচিত কর্ম পরিষদের নামের তালিকা ঘোষণা করেন।

কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা'৯৯

গত ৫ই মার্চ শুক্রবার 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' -এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা'৯৯ অনুষ্ঠিত হয়। ৪টি বিষয়ে (হাদীছ, ক্বিরাআত, আযান ও জাগরণী) ১৪টি গ্রুপে মোট ৮৫ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী যেলার সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশ ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

যেলা ওয়ারী উত্তীর্ণদের মেধাভিত্তিক নামের তালিকাঃ

১। হাদীছ প্রতিযোগিতাঃ

গ্রুপ -ক

(৪০টি হাদীছ অর্থসহ মুখস্ত, বয়স ৩২-৪০)

১. মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান	(১ম)	(জয়পুরহাট)
২. মুহাম্মাদ আফযাল হোসায়েন	(২য়)	(বগুড়া)

গ্রুপ -খ [পুরুষ]

(২৫টি হাদীছ অর্থসহ মুখস্ত, বয়স ১৩-৩২)

১. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব	(১ম)	(রাজশাহী)
২. আব্দুর রশীদ	(২য়)	(")
৩. আব্দুল হামীদ	(২য়)	(ঢাকা)
৪. আবুল বাশার	(৩য়)	(ময়মনসিংহ)
৫. আব্দুর রাক্বীব	(৩য়)	(সাতক্ষীরা)।

গ্রুপ -খ [মহিলা]

(২৫টি হাদীছ অর্থসহ মুখস্ত, বয়স ১৩-৩২)

১. ত্বাইয়েবা খাতুন	(১ম)	(বগুড়া)
২. নাজনীন আরা	(১ম)	(রাজশাহী)
৩. হালীমা খাতুন	(২য়)	(")
৪. শাহীনুর খাতুন	(৩য়)	(বগুড়া)
৫. মাহফূযা খাতুন	(৩য়)	(রাজশাহী)

গ্রুপ -গ সোনামণি [বালক]

(১০টি হাদীছ অর্থসহ মুখস্ত, বয়স ৬-১২)

১. হাফেয শাহাদাৎ হোসায়েন	(১ম)	(রাজশাহী)
২. আতীকুল ইসলাম	(২য়)	(")
৩. হাসানুল মাহদী	(২য়)	(বগুড়া)
৪. মুফীযুল ইসলাম	(৩য়)	(সাতক্ষীরা)
৫. রফীকুল ইসলাম	(৩য়)	(")

গ্রুপ -গ সোনামণি [বালিকা]

(১০টি হাদীছ অর্থসহ মুখস্ত, বয়স ৬-১২)

১. মর্জিনা খাতুন	(১ম)	(রাজশাহী)
২. রেহানা খাতুন	(২য়)	(")
৩. শারমীন ফেরদৌস	(৩য়)	(")

২। ক্বিরাআত প্রতিযোগিতাঃ

গ্রুপ -খ [পুরুষ]

১. মোশাররফ হোসায়েন	(১ম)	(রাজশাহী)
২. আব্দুল্লাহ	(২য়)	(ঢাকা)
৩. শিহাবুদ্দীন	(৩য়)	(রাঃ বিঃ)

গ্রুপ -খ [মহিলা]

১. মোসলেমা খাতুন	(১ম)	(বগুড়া)
২. ত্বাইয়েবা খাতুন	(২য়)	(")

গ্রুপ -গ সোনামণি [বালক]

১. মোসলেমুদ্দীন	(১ম)	(গাইবান্ধা)
২. আব্দুল আযীয	(২য়)	(রাজশাহী)
৩. সোহাইল	(৩য়)	(")

৩। আযান প্রতিযোগিতাঃ

গ্রুপ -খ [পুরুষ]

১. শিহাবুদ্দীন	(১ম)	(রাঃ বিঃ)
২. হাফেয কাওছার আলী	(২য়)	(")
৩. আব্দুল্লাহ	(৩য়)	(ঢাকা)

গ্রুপ -গ সোনামণি [বালক]

১. ত্বা-হা হোসায়েন	(১ম)	(রাজশাহী)
২. আব্দুল্লাহ আল-মামূন	(২য়)	(যশোর)
৩. তাজুল ইসলাম	(৩য়)	(বগুড়া)
৪. আব্দুছ ছবুর	(৩য়)	(বগুড়া)

৪। জাগরণী প্রতিযোগিতাঃ

গ্রুপ -খ [পুরুষ]

১. আব্দুল্লাহ	(১ম)	(ঢাকা)
২. আব্দুস সালাম	(২য়)	(যশোর)
৩. মহীদুল ইসলাম	(৩য়)	(বগুড়া)

গ্রুপ -গ সোনামণি [বালক]

১. আব্দুল্লাহ আল-মামুন	(১ম)	(যশোর)
২. শাব্বীর আহমাদ	(২য়)	
৩. আব্দুল্লাহিল কাফী	(৩য়)	(রাজশাহী)
৪. আনোয়ারুল ইসলাম	(৩য়)	

অতঃপর গত ৩০ এপ্রিল শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন শেষে বাদ জুম'আ মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারীদেরকে **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ** -এর মনোগ্রাম খচিত ক্রেষ্ট উপহার দেন।

সুধী সমাবেশঃ কুষ্টিয়াঃ

গত ৬ই মার্চ শনিবার সকাল ১০ ঘটিকায় কুষ্টিয়া শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত 'রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টার' মিলনায়তনে এক উপচে পড়া সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলা সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** স্বীয় ওজস্বিনী ভাষণে বলেন, বিভিন্ন ইজম, মতবাদ, মাযহাব ও তরীকাবিক্ষুব্ধ বাংলাদেশের সুধী সমাজকে চিরাচরিত চিন্তাধারার শৃংখল ভেঙ্গে সমাজ সংস্কারের নতুন চিন্তা নিয়ে সামনে এগিয়ে আসতে হবে। এই পুঁতিগন্ধময় সমাজকে ঢেলে সাজানোর জন্য তিনি মানবরচিত ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ সমূহকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানকে সার্বিক জীবনে প্রতিষ্ঠা করার দৃপ্ত শপথ গ্রহণের আহবান জানান। তিনি বৃটিশ আমল থেকে এ পর্যন্ত এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খৃষ্টানী ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রান্তের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন ও এসবের দূরীকরণের জন্য দায়িত্বশীল মহলের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, প্রয়োজনে নিজেদের উদ্যোগে স্বাধীন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে ও তার মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের দক্ষ কারিগর তৈরী করে সমাজ পরিবর্তনে বাস্তব ভূমিকা রাখতে হবে। এ জন্য তিনি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি এবং দেশের মঙ্গলকামী বুদ্ধিজীবী মহলের প্রতি সকল জড়তা ছুঁড়ে ফেলে সামনে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশে'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, কুষ্টিয়া-পূর্ব ও পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সভাপতি যথাক্রমে জনাব মুস্তাক্বীম হোসায়েন ও জনাব গোলাম যিল কিবরিয়া, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক জনাব লোকমান হোসায়েন ও ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান জনাব এডভোকেট সা'দ আহমাদ প্রমুখ।

কুষ্টিয়া শহরে কোন আহলেহাদীছ সংগঠনের উদ্যোগ অনুষ্ঠিত এই প্রথম সুধী সমাবেশে শহরের সর্বস্তরের সুধী ও বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় এবং তাঁদের উপচে পড়া ভীড়ে সমাবেশ অবশেষে বিরাট সম্মেলনে রূপ নেয়। সুধী সমাবেশটি পরিচালনা করেন ট্রাষ্টের ডাইরেক্টর জনাব বাহরুল ইসলাম।

গাজীপুরঃ

গত ১৭ই মার্চ বুধবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাজীপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা সভাপতি মাওলানা এ.বি.এম. শামসুদ্দীন আহমাদ -এর সভাপতিত্বে স্থানীয় চান্দপাড়া জামিরিয়া দাখিল মাদরাসা ময়দানে যেলা সম্মেলন'৯৯ অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। মানব রচিত মতবাদের বিষবাষ্পে মানুষ আজ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ন্যায়-নীতি ও ন্যায় বিচার সবকিছুই এখন শক্তিমানদের একচ্ছত্র অধিকারে। জাহেলী যুগের

গোত্র দ্বন্দ্ব এখন নগ্ন রাজনৈতিক দলীয় দ্বন্দ্বে রূপ লাভ করেছে। পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ও দলতন্ত্রের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মানবতা আজ ব্যাকুল হয়ে চেয়ে আছে এক সর্বব্যাপী রেনেসাঁর দিকে, পূর্ণাঙ্গ সমাজ বিপ্লবের দিকে, একটি নির্ভেজাল আদর্শ ও তার নির্ভেজাল অনুসারীদের দিকে। সে আদর্শ আর কিছুই নয়। সে হ'ল ইসলাম। তিনি সবাইকে মানবতা বিধ্বংসী জাহেলী রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে বিশ্ব মানবতার কল্যাণে নিবেদিত আল্লাহ প্রদত্ত 'অহি' ভিত্তিক রাজনীতি শুরু করার আহবান জানান।

সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, দারুল ইফ্তা-র সদস্য মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, হাফেয মুহাম্মাদ শামসুর রহমান (সাতক্ষীরা), 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক ঢাকা যেলা সভাপতি তাসলীম সরকার প্রমুখ। উক্ত সম্মেলনে জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

নরসিংদীঃ

'বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। কিন্তু দুর্ভাগ্য এ দেশবাসীর মধ্যে আজ অনুপ্রবেশ করেছে জাহেলী আরবদের মত অসংখ্য শেরেকী আক্বীদা ও বিদ'আতী প্রথা। মূল ও সঠিক আমলগুলো লোপ পেয়ে ইসলাম বিভিন্ন বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাই পরকালে মুক্তি পেতে হ'লে আজ আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে মূল ইসলামের দিকে। আত্মসমর্পণ করতে হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিকটে'। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নরসিংদী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গত ১৮ই মার্চ বৃহস্পতিবার পাঁচদোনা হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলন '৯৯-য়ে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' শেরেকী আক্বীদা ও বিদ'আতী প্রথাসমূহ মূলোৎপাটনের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে ও জিহাদের কঠিন পথ বেছে নিয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানের এই ফের্কাবন্দীর যুগে আমাদের আক্বীদা ও আমলগুলি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কষ্টি পাথরে যাচাই করতে হবে এবং পরকালীন মুক্তির স্বার্থে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালাকে নিঃশর্ত ভাবে মেনে নিতে হবে।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। তিনি তাওহীদের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের পতাকা তলে সমবেত হয়ে নিজেদের জান-মাল আল্লাহ্র রাস্তায় কুরবানী করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান।

আলহাজ্জ খন্দকার মেছবাহুদ্দীন (ইঞ্জিনিয়ার) ছাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, দারুল ইফতা-র অন্যতম সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাওলানা আব্দুস সাত্তার ত্রিশালী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম। উক্ত সম্মেলনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র নব গঠিত যেলা কর্মপরিষদের নামের তালিকা ঘোষণা করেন।

জয়পুরহাটঃ

গত ২২শে মার্চ সোমবার জয়পুরহাট শহরের উপকণ্ঠে কমরগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান-এর সভাপতিত্বে যেলা সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা'৯৯ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, দুনিয়ার সমস্ত মানুষ মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত। (১) একদল হাকিম মানে হুকুমও মানে (২) একদল হাকিম মানে কিন্তু হুকুম মানে না (৩) একদল হাকিমও মানে না এবং হুকুমও মানে না। তিনি বলেন, আমরা প্রথমোক্তদের দলভুক্ত হয়ে মরতে চাই। তিনি বলেন, বাংলাদেশে যে গণতন্ত্র চলছে, এর দ্বারা কেবল মাথা গোণা হয়। কিন্তু মাথার মধ্যে কি আছে, তা দেখা হয় না। তিনি বলেন, সংখ্যা কখনোই সত্যের মানদণ্ড নয়। তাই এ মতবাদের মাধ্যমে আর যাই হোক ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না। বর্তমান মুসলমানদের অবস্থা পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আজ বিশ্বের মুসলমানরা বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকায় বিভক্ত হয়ে পরস্পরে হিংসায় লিপ্ত। প্রত্যেক দল মনে করে কেবলমাত্র তার দলের মাধ্যমেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব। অন্য কোন দলের মাধ্যমে নয়। সেকারণে একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে কাফের ফৎওয়া দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এই মুহূর্তে আমাদের প্রয়োজন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে নিঃশর্ত ভাবে মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে যত দ্রুত সম্ভব সকলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ, এস, এম, আযীযুল্লাহ ও দপ্তর সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম।

নাটোরঃ

২৪শে মার্চ '৯৯ বুধবার নাটোর শহরের ঐতিহ্যবাহী

কাচারী মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর সাংগঠনিক যেলা কর্তৃক আয়োজিত যেলা সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, মহান আল্লাহ সূদ, ঘুষ ও বেহায়াপনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান আল্লাহ পাকের এই নির্দেশকে অমান্য করে সূদ, ঘুষ, জুয়া ও বেহায়াপনার চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। দেশের মুসলিম সরকার গুলি মহান আল্লাহ্‌র আইনকে উপেক্ষা করে সূদকে রাষ্ট্রীয়ভাবে হালাল করে সাধারণ মুসলমানদের উপরে পরোক্ষ ভাবে চাপিয়ে দিয়েছে। এই চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ প্রথায় সাধারণ মানুষ নির্যাতিত হয়ে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। ঘুষ প্রথা বাংলাদেশে এখন ওপেন সিক্রেট। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীরা উচ্ছৃংখলতায় গা ভাসিয়ে দিচ্ছে। ফলে নৈতিক মূল্যবোধে ধ্বস নেমেছে এবং পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থায় ভাঙ্গণ দেখা দিয়েছে। নৈতিক অবক্ষয় রোধ এবং পরিবার ও সমাজের এই ভাঙ্গণ ঠেকাতে হ'লে মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-নিষেধ যরূরী ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করতে হবে।'

মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, বাংলাদেশে পাশ্চাত্য ষ্টাইলে নারী ও পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা চলছে। ফলে ব্যভিচার সমাজে ব্যাপকতা লাভ করেছে। সমাজের এই নোংরামী প্রাক ইসলামী যুগের কথা স্মরণ করে দেয়। দেশ ও জাতিকে এই ভয়াবহ ধ্বংস হ'তে রক্ষা করতে হ'লে নারী ও পুরুষকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' আপামর জনসাধারণকে আখেরাতমুখী করে গড়ে তুলে একটি সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে।

বিশেষ অতিথির ভাষণে সম্মানিত সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী বলেন, পীরতন্ত্র একটি শেরেকী তন্ত্র। এই শেরেকী তন্ত্রের খপ্পরে পরে অনেক মুসলমান তাদের ঈমান হারাচ্ছে। তাওহীদের স্বচ্ছ আলো থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে অনেকে মুশরিক হয়ে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে। তিনি বলেন, মুসলমানদেরকে শিরকের এই মহাপাতক হ'তে রক্ষা করে সার্বিক জীবনে নির্ভেজাল তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ বাবর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন 'আলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, দারুল ইফ্‌তা-র সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হাবীবুর রহমান মীযান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা' শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)। সম্মেলন শেষে শহরের শুকলপট্টিতে তাওহীদ ট্রাষ্টের সৌজন্যে নবনির্মিত জামে মসজিদে যেলা সভাপতি মাওলানা বাবর আলী, যেলা কর্মপরিষদ সদস্য ডাঃ হাবীবুর রহমান কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ২২ জন ভাই মুহতারাম আমীরে জামা'আতের হাতে বায়'আত গ্রহণের মাধ্যমে 'আহলেহাদীছ' হন।

মেহেরপুরঃ

গত ১লা এপ্রিল বৃহস্পতিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বামুন্দী বাজার হাইস্কুল ময়দানে যেলা সম্মেলন '৯৯ সফল ভাবে সম্পন্ন হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, আমাদের দেশসহ সমগ্র বিশ্ব আজ সর্বব্যাপী জাহেলিয়াতের মধ্যে নিমজ্জিত। এ জাহেলিয়াত সার্বভৌম ক্ষমতার চাবিকাঠি মানুষের হাতে ন্যস্ত করেছে এবং কতিপয় মানুষকে মানুষের জন্য রব-এর মর্যাদা দিয়েছে। বস্তুবাদী শক্তিগুলি তাদের স্ব স্ব দার্শনিক পণ্ডিত ও রাজনৈতিক প্রভুদেরকে উক্ত আসনে বসিয়েছে। ধর্মীয় শক্তিগুলিও স্ব-স্ব ধর্ম নেতাদেরকে নামে-বেনামে উক্ত মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। নিজেদের তৈরী করা মাযহাব ও তরীকার নিকটে শরীয়তের চাবিকাঠি ন্যস্ত করে তারা নিশ্চিন্ত হয়েছেন। স্ব স্ব ফৎওয়ার পক্ষে কখনও জাল হাদীছ শুনানো হচ্ছে। কখনো বা কুরআন ও হাদীছের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। কখনো বা মাযহাবী স্বার্থে ছহীহ ও গায়র মানসূখ হাদীছকে 'মানসূখ' বা হুকুম রহিত ঘোষণা করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, এদেশের ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলিও প্রচলিত মাযহাবী তাক্বলীদ ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের জাহেলী চক্রান্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। এরাও রাষ্ট্রীয় আইন রচনার ক্ষেত্রে অধিকাংশের লালিত মাযহাবকে অগ্রাধিকার দেবার সুস্পষ্ট ঘোষণা দিচ্ছে। অথচ এটাই সত্য যে, ইসলামী সমাজ বিপ্লব কেবলমাত্র ইসলামী তরীকাতেই সম্ভব। পাশ্চাত্য হ'তে আমদানী করা শেরেকী তরীকার মাধ্যমে কখনোই নয়। তিনি সবাইকে বর্তমান নব্য জাহেলী সমাজ পরিবর্তনের জন্য রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানান।

সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ -এর সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মাদ লোকমান হোসাইন, দারুল ইফতার সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মাওলানা কফীলুদ্দীন (গাযীপুর) প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম।

ইসলামী জাগরণী পেশ করেন 'আল-হেরা' শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। প্রকাশ থাকে যে, এখানে ১২ জন ভাই প্রকাশ্য স্টেজে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নিকটে বায়'আত গ্রহণের মাধ্যমে 'আহলেহাদীছ' হয়ে যান।

মসজিদ উদ্বোধন ও সুধী সমাবেশে ভাষণ দানঃ যেলা সম্মেলন শেষে পরদিন সকালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত, সিনিয়র নায়েবে আমীর ও সফর সঙ্গীগণ দৌলতপুর উপযেলাধীন গড়বাড়িয়া গমণ করেন। এখানে তাওহীদ ট্রাষ্ট-এর সৌজন্যে নবনির্মিত জামে মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন ও বাদ জুম'আ আয়োজিত সুধী সমাবেশে ভাষণ দেন। যাওয়ার পথে তাঁরা তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত কিশোরীনগর ও ধর্মদহ পশ্চিম জামে মসজিদ দু'টিও পরিদর্শন করেন। সুধী সমাবেশ শেষে তাঁরা দৌলতপুর শহরে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর যেলা কার্যালয়ে এসে মাগরিব পড়েন এবং তার পরপরই কুষ্টিয়া রওয়ানা হয়ে সুধী সমাবেশে যোগদান করেন।

সুধী সমাবেশঃ পরদিন ২রা এপ্রিল শুক্রবার বাদ মাগরিব কুষ্টিয়া শহরের ঐতিহ্যবাহী 'রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টারে' জনাব বাহরুল ইসলামের পরিচালনায় এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে সার্বিক সামাজিক অশান্তির জন্য প্রধানতঃ চারটি বিষয় দায়ী (ক) ধর্মহীন বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা (খ) সূদ ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা (গ) দল ও প্রার্থী ভিত্তিক প্রচলিত নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা এবং (ঘ) অনৈসলামী বিচার ব্যবস্থা। তিনি বলেন, দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত চারটি বিষয়ের প্রতি আমাদের নযর দিতে হবে। তিনি বলেন, ক্ষমতার মসনদে যারা সমাসীন, তারা দেশ ও জাতির কল্যাণের কথা খুব কমই চিন্তা করেন। সম্ভবতঃ তারা সব সময় চিন্তিত থাকেন কিভাবে ক্ষমতায় যাওয়া যায় ও সেখানে টিকে থাকা যায়। যার ফলশ্রুতিতে আজ সরকারী ও বিরোধী দলের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চরমে উঠেছে। আর এতে মার খাচ্ছে সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ। তিনি সরকারী ও বিরোধী দল সমূহকে দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য 'অহি' ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা, সূদ মুক্ত অর্থ ব্যবস্থা, ইসলামী বিচার ব্যবস্থা এবং সর্বত্র দল ও প্রার্থী বিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করার আহবান জানান।

বিশেষ অতিথির ভাষণে সিনিয়র নায়েবে আমীর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাংগঠনিক কার্যক্রম ব্যাখ্যা করে বলেন, আল্লাহর দেওয়া পথে শান্তি আসবে। এছাড়া অন্য কোন পথে শান্তি আসতে পারে না। তিনি দুনিয়ায় শান্তি ও পরকালে মুক্তির জন্য জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টার আহবান জানান।

সুধী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের স্বনামধন্য এডভোকেট এবং উক্ত সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জনাব সা'দ আহমাদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মাদ লোকমান হোসাইন, অধ্যাপক মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম ছিদ্দীকী, অধ্যাপক মুহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহ, অধ্যাপক মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক, অধ্যাপক মুযযাম্মিল আলী, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান মীযান এবং কুষ্টিয়া শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ঝিনাইদহঃ

'অহি-র বিধান অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনা করুন!'' 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** গত ৩রা এপ্রিল শনিবার ঝিনাইদহ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ডাক বাংলা বাজার 'রেনবো' ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে দেশের সাধারণ জনগণ, শিক্ষিত ও আলেম সম্প্রদায়ের প্রতি উপরোক্ত আহবান জানান।

তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আদেশ-নিষেধকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিঃশর্তভাবে ও বিনা দ্বিধায় কবুল করে নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করার উদাত্ত আহবান জানান। তিনি বক্তব্যের এক পর্যায়ে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আজ আমাদের দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্তৃক 'আহলেহাদীছ' সম্পর্কে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে। অথচ ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ কর্তৃক সম্পাদিত 'ইনসাইক্লোপেডিয়াতে' এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য তুলে ধরেছেন। তিনি ইমাম চতুষ্টয়ের উক্তি সমূহ উল্লেখ করে বলেন, তাঁরা সকলেই ছহীহ হাদীছের উপর আমল করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। অথচ আমরা তাদের নামে মাযহাব রচনা করে দলাদলি করছি। অতএব আসুন আমরা সকলেই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজেদের সার্বিক জীবন পরিচালনা করি।

যেলা সভাপতি জনাব মাষ্টার ইয়াকুব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হাবীবুর রহমান মিজান, দারুল ইফ্তা-র সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যুবসংঘের যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল আহাদ।

সুধী সমাবেশঃ উল্লেখ্য, সম্মেলনের দিন বিকাল ৪-টায় **ডাকবাংলা বাজার** দোকান মালিক সমিতির নতুন অফিস কক্ষে আয়োজিত এক সুধী সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' -এর উপরে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন। অতঃপর পরদিন সকালে পার্শ্ববর্তী শাখা **নারায়ণপুর-বাটিকাডাঙ্গা** আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উপস্থিত মুছল্লীদের মাঝে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং **গোবরাপাড়া** মসজিদে গমন করে সেখানকার নূতন আহলেহাদীছ ভাইদের বায়'আত গ্রহণ করেন।

প্র শ্নো ত্ত র

প্রশ্ন (১/১১১)ঃ কোথাও ঈদের খুৎবা দু'টি দিতে দেখা যায়, আবার কোথাও একটি দিতে দেখা যায়। আসলে খুৎবা ক'টি? এবং কখন ও কিভাবে দিতে হবে?

-মীযানুর রহমান
পুটিহার, ভাদুরিয়া
দিনাজপুর।

উত্তরঃ একটি খুৎবা দেওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। ঈদায়নের ছালাতে ইমাম প্রথমে ছালাত আদায় করবেন ও পরে খুৎবা দিবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবল মাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন। যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল *(মির'আত ৫/২৭-২৮)*। দুই খুৎবা সম্পর্কে কয়েকটি যঈফ হাদীছ আছে। ইমাম নববী বলেন, প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। খুৎবা শেষে বসে সম্মিলিত ভাবে মুনাজাত করার রেওয়াজটিও হাদীছ সম্মত নয়। ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। খত্বীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে উদ্দেশ্য করে মাতৃভাষায় কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যাসহ খুৎবা দিবেন। ঋতুবতী মহিলাগণ কেবল খুৎবা শ্রবণ করবেন ও দো'আয় শরীক হবেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৩১; মির'আত ৫/৩০-৩১ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৭২)*।

فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيْرِهِمْ وَ يَدْعُوْنَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُوْنَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ طُهْرَتِهِ –

অর্থাৎ 'মুছল্লীদের তাকবীরের সাথে ঋতুবতী মেয়েরা তাকবীর পড়বেন, তাদের দো'আর সাথে তারা দো'আ করবেন এবং উক্ত দিনের বরকত ও পবিত্রতার আকাংখা করবেন' *(বুখারী 'ঈদায়েন' অধ্যায় 'মিনার দিবস সমূহে তাকবীর' অনুচ্ছেদ হা/৯৭১; ঐ, 'সূর্য গ্রহণের ছালাত' অধ্যায় হা/১০৬৬)*।

যাঁরা ঈদায়নের দু'টি খুৎবা সমর্থন করেন, তাঁরা মূলতঃ জাবের বিন সামুরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ হ'তে দলীল গ্রহণ করেন। যেখানে সাধারণভাবে বলা হয়েছে,

كانت للنبى صلى الله عليه و سلمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দু'টি খুৎবা ছিল। যার মাঝে তিনি বসতেন' (মুসলিম, 'জুম'আ' অধ্যায় ১/২৮৩ পৃঃ)। কিন্তু তাঁর অন্য বর্ণনায় ব্যাখ্যা এসেছে وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَ صَلَاتُهُ قَصْدًا 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। তারপর বসতেন। তারপর দাঁড়াতেন।... তাঁর খুৎবা ছিল মধ্যম প্রকৃতির ও ছালাত ছিল মধ্যম প্রকৃতির' (ইবনু মাজাহ হা/১১০৬ হাদীছ ছহীহ)। এ হাদীছে একই রাবী কর্তৃক স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা এসেছে। তাছাড়া খুৎবা সংক্ষিপ্ত হওয়া মূলতঃ জুম'আর জন্য খাছ। এতদ্ব্যতীত হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছেও স্পষ্টভাবে এর ব্যাখ্যা এসেছে, كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثم يَجْلِسُ ثم يَقُوْمُ... 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম'আর দিন দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। অতঃপর বসতেন অতঃপর দাঁড়াতেন...' (মুসলিম, 'জুম'আ' অধ্যায় ১/২৮৩ পৃঃ)।

দ্বিতীয়তঃ জাবের বিন সামুরা বর্ণিত হাদীছটি কুতুবে সিত্তাহ সহ অধিকাংশ মুহাদ্দিছ 'জুম'আর খুৎবা' অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জাবের বিন সামুরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের শাব্দিক বর্ণনায় কোন ব্যাখ্যা না থাকলেও এটা জুম'আর জন্য খাছ। যদি এটাকে 'আম' ধরা হয়, তাহ'লে জুম'আ, ঈদায়েন সহ সকল প্রকার খুৎবা বা ভাষণের মাঝে বসতে হয়। যার কোন ভিত্তি নেই।

তৃতীয়তঃ ঈদায়নের দুই খুৎবার পক্ষে ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, বাযযার প্রভৃতি গ্রন্থে যে হাদীছগুলি এসেছে, তা যঈফ। অমনিভাবে হাফেয ইবনু হযম ও ইবনু কুদামা প্রমুখ বিদ্বানগণ ছহীহ দলীল ছাড়াই ঈদায়নের দুই খুৎবার পক্ষে যে মত প্রকাশ করেছেন, ছহীহ হাদীছের বিপরীতে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

চতুর্থতঃ হযরত জাবের (রাঃ) ও উম্মে আত্বিইয়াহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে *(বুখারী 'ঈদায়েন-এর ছালাত' অধ্যায়, 'ঈদের দিন মহিলাদের প্রতি উপদেশ' অনুচ্ছেদ, হা/৯৭৮; মুসলিম, 'ঈদায়েনের ছালাত' অধ্যায়, হা/৮৮৫; বুখারী 'মিনার দিবস সমূহে তাকবীর' অনুচ্ছেদ হা/৯৭১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত 'ঈদায়নের ছালাত' অধ্যায়, হা/১৪৩১; অনুরূপভাবে আবু সাঈদ খুদরী হ'তে মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, ঐ, হা/১৪২৬; ইবনু আব্বাস হ'তে ঐ, হা/১৪২৯)* দুই খুৎবার কথা নেই। বরং স্পষ্টভাবেই এক খুৎবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ সেকারণেই ইমাম বায়হাক্বী ও ইমাম নববী বলেছেন যে, ঈদায়েনের প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করে চালু হয়েছে *(বায়হাক্বী ৩/২৯৯ পৃঃ; মির'আত ৫/৪৭-৪৮ পৃঃ)*। অতএব ঈদায়নের জন্য একটি খুৎবাই সুন্নাত সম্মত বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন(২/১১২)ঃ যাকাত, ফিতরা, ওশর বা কুরবানীর চামড়া বিক্রির টাকায় মসজিদের বেতনভুক ইমাম-মুওয়াযযিনের কোন হক আছে কি? থাকলে কি পরিমাণ? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিস্তারিত জানতে চাই।

-আব্দুল জাব্বার খান
গোলনা, সাজিয়াড়া,
ডুমুরিয়া, খুলনা।

উত্তরঃ যাকাত, ফিৎরা, ওশর বা কুরবানীর চামড়া বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত টাকায় মসজিদের ইমাম বা মুওয়ায্যিনের নির্দিষ্ট কোন হক নেই। অবশ্য যারা বাধ্য ও মুখাপেক্ষী, তারা প্রয়োজন মত বায়তুল মাল থেকে নিতে পারবেন। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি মুখাপেক্ষীহীন, সে যেন বিরত থাকে এবং যে ব্যক্তি মুখাপেক্ষী সে যেন ন্যায়নিষ্ঠভাবে ভক্ষণ করে' (নিসা ৬)। ইমাম বা মুওয়ায্যিন যদি নিয়মিত দায়িত্বশীল হন, তবে তাদের দায়িত্বের বিনিময়ে সম্মানজনক রূযীর ব্যবস্থা সমাজকেই গ্রহণ করতে হবে *(আবুদাঊদ হা/৩৫৮৮ সনদ ছহীহ; মিশকাত 'দায়িত্বশীলদের ভাতা' অধ্যায় হা/৩৭৪৮)*।

ফকীর-মিসকীন, ফী সাবীলিল্লা-হ ইত্যাদি খাত সমূহ কমিয়ে বা বাদ দিয়ে অনেক স্থানে ফিৎরা-কুরবানী ইত্যাদির সমস্ত পয়সা বা অধিকাংশ পয়সা ইমাম ও মুওয়ায্যিনের ভাতা বাবদ ব্যয় করেন। এটা নিতান্তই অন্যায়।

প্রশ্ন (৩/১১৩)ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য হাফেয বা আলেমগণ দ্বারা কুলখানী, চেহলাম, চল্লিশা, দো'আ পাঠ ইত্যাদি করা কি শরীয়ত সম্মত? ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মোস্তফা কামাল
পাটগ্রাম বুড়ীমারি
লালমণিরহাট।

উত্তরঃ হাফেয, আলেম বা অশিক্ষিত যার দ্বারাই হোক না কেন উক্ত অনুষ্ঠানগুলি মৃত ব্যক্তির জন্য করা বিদ'আত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় এসবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের শরীয়তের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে, যা তার মধ্যে নেই সেটি প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী-মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)। -আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী'৯৮ সংখ্যা প্রশ্নোত্তর (৪/৫৭) দ্রষ্টব্য।*

প্রশ্ন (৪/১১৪)ঃ বর্তমানে কিছু সংখ্যক মহিলা সমস্ত শরীর ঢেকে রাখেন শুধুমাত্র কপাল অথবা চোখ ব্যতীত। এটা কি জায়েয? ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ কামাল হোসায়েন
গাড়ফা পূর্বপাড়া
মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তরঃ প্রয়োজনে মেয়েদের কপাল বা চোখ খোলা জায়েয আছে। সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে-

وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

'আর তারা (মহিলাগণ) যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে শুধু এটুকু ছাড়া যেটুকু এমনিতেই প্রকাশ পায়'। ইবনে আব্বাস বলেন, 'যেটুকু এমনিতেই প্রকাশ পায়' অর্থ- মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় (তাফসীর ইবনে কাছীর ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৫৩)।

অতএব মহিলাগণ কপাল ও চোখ খোলা রেখে চলতে পারেন।

প্রশ্ন (৫/১১৫)ঃ ফরয ছালাতে তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়া সুন্নাত। তেমনি নফল, বিত্র ও তারাবীর ছালাতেও কি তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়া সুন্নাত? দলীল সহ উত্তর দিলে উপকৃত হব।

-মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম
চৌরাপাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ ফরয বা নফল যে ছালাতই হোক তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়া সুন্নাত।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকবীর ও ক্বিরাআতের মাঝে চুপ থাকতেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাকবীর এবং ক্বিরাআতের মাঝে চুপ থেকে আপনি কি বলেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি 'আল্লাহুম্মা বা'ইদ বাইনী..' বলি *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮১২)*।

উপরোক্ত বর্ণনায় কোন খাছ ছালাতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। অতএব ফরয ছালাত হোক বা নফল ছালাত হোক তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়া বিধিসম্মত।

প্রশ্ন (৬/১১৬)ঃ কবর যিয়ারতের সময় কবর মুখী না কেবলা মুখী হয়ে যিয়ারত করতে হবে। দলীল সহকারে বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

-আবুল খায়ের
উত্তর খান, ঢাকা।

উত্তরঃ কবর মুখী হয়ে যিয়ারত (ও যিয়ারতের দো'আ পাঠ) করবে। তবে সাধারণ দো'আ পাঠের সময় কবরকে সম্মুখীন করবে না বরং কেবলাকে সম্মুখীন করবে। কারণ নবী করীম (ছাঃ) কবরের দিকে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন (মুসলিম হা/৯৭২; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৭৫৭)। আর দো'আ হ'ল ইবাদত। সুতরাং ছালাতের ন্যায় দো'আও কবরের দিকে মুখ করে করা যাবে না। *দ্রষ্টব্য- তালখীছু আহকামিল জানায়েয পৃঃ ৮৩; জমঈয়াতু এহয়া-ইং তুরা-ছি ল ইসলামী কর্তৃক প্রকাশিত।*

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! কবর যিয়ারতের সময় আমি কি বলব? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি বল, মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! আল্লাহ আমাদের পূর্বগামী ও পশ্চাদগামীদের উপর রহম করুন! আল্লাহ চাইলে আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হব'। - *মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৭ 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ।*

প্রশ্ন (৭/১১৭)ঃ আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মহিলারা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই মহিলাদের ভোট দেওয়া যাবে কি? ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পার্টি কংগ্রেস, সিপিএম, আরএমপি, এসইউসি ও মুসলিম লীগ এই দলগুলোকে ভোট দেওয়া যাবে কি-না? আমি কোন পার্টি করব খুঁজে পাই না। কোন পার্টি করলে ভাল হবে?

-যিয়াউল হক বিন মুহাম্মাদ রূহুল আমীন
সাং- বেনীপুর, আখেরীগঞ্জ
ভগবাণ গোলা, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ ভোটের মাধ্যমে বিজয়ীদেরকে জনগণের দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা হয়। অথচ মহিলা পুরুষদের দায়িত্বশীল হ'তে পারে না। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'ঐ জাতি কখনই সফলকাম হবে না, যারা তাদের নেতৃত্ব সমর্পণ করেছে কোন মহিলাকে' (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ছহীহুল জামে হা/৫২২৫, ইরওয়াউল গালীল হা/২৬১৩)। বর্তমান যুগের দল ও প্রার্থীভিত্তিক ভোটাভুটির মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচন নীতিও শরীয়ত সমর্থিত নয়।

এক্ষণে যদি আপনার ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকে, তবে সকল পার্টিকে বর্জন করুন এবং কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক যারা চলে তাদের সঙ্গে থাকুন। যদি ঐ লোকদের না পান, তবে একাকী কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে চলুন এবং সেই মতে নিজ পরিবার গড়ে তুলুন।

প্রশ্ন (৮/১১৮)ঃ 'ফজরের জামা'আত আরম্ভ হয়ে গেলে উক্ত ছালাতের ২ রাক'আত সুন্নাত পড়তে হবে কি-না? আর পড়তে হলে কিভাবে?' এই প্রশ্নের উত্তরে একটি মাসিক পত্রিকায় বলা হয়েছে, সে যদি সুন্নাত আদায়ের পরে ১ রাক'আত জামা'আতে শরীক হ'তে পারে, তাহ'লে মসজিদের এক প্রান্তে বা বারান্দায় সুন্নাত পড়ে জামা'আত ধরতে হবে। কারো কারো মতে তাশাহহুদ বা আত্তাহিইয়া-তুতে শরীক হ'তে পারলেও আগে সুন্নাত পড়ে নিতে হবে। এই উত্তরটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুয্যাম্মেল হক
গ্রাম- কোটগ্রাম
পোঃ- হাট গাঙ্গোপাড়া
থানা- বাঘমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত উত্তরটি সঠিক নয়। কেননা ফরয ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হ'লে আর কোন ছালাত জায়েয নয়। নবী (ছাঃ) বলেন, 'যখন ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হবে তখন আর কোন প্রকার ছালাত হবে না ফরয ছালাত ব্যতীত' (মুসলিম হা/৭১০ 'ছালাত' অধ্যায়)। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الَّتِىْ أُقِيْمَتْ لَهَا অর্থাৎ 'কোন ছালাতই শুদ্ধ হবে না শুধু মাত্র ঐ ছালাত ব্যতীত যার এক্বামত দেওয়া হয়েছে' (মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ ছহীহ; তালখীছুল হাবীর ২/২৩)।

অত্র হাদীছে ইক্বামতের পর যার জন্য ইক্বামত দেওয়া হয়েছে, ঐ ছালাত ব্যতীত বাকী সমস্ত ছালাতকে নাকচ করা হয়েছে, যার মধ্যে ফজরের পূর্বের দু'রাক'আত সুন্নাতও গণ্য।

আব্দুল্লাহ বিন শারজাস বলেন, একজন লোক এলো। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের ছালাতে রত ছিলেন। লোকটি দু'রাক'আত পড়ে জামা'আতে যোগ দিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাত শেষ করলেন তখন বললেন, ওহে! তোমার ছালাত কোন্‌টি? যেটি আমাদের সাথে পড়লে সেটি? না যেটি তুমি একাকী পড়লে সেটি? (নাসাঈ ১/১০১)। অন্য হাদীছে এসেছে 'তুমি কি ফজরের ছালাত চার রাক'আত পড়লে?' (ছহীহ নাসাঈ হা/৮৩৫)। এর দ্বারা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ঐ ব্যক্তির ছালাতের প্রতিবাদ করলেন।

উক্ত হাদীছ দু'টি দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ফজরের ছালাত সহ যে কোন ফরয ছালাতের ইক্বামতের পর সুন্নাত ছালাত আদায় করা নবী (ছাঃ)-এর সুন্নাতের পরিপন্থী।

প্রশ্ন (৯/১১৯)ঃ সূর্য ডোবা দেখে ইফতার করতে হবে, না ইফতারের সময়সূচী দেখে ইফতার করতে হবে? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুসাব্বর আলী বিন মুখলেছুর রহমান
গ্রাম- নানাহার
পোঃ- মোলামগাড়ীহাট
যেলা- জয়পুরহাট।

উত্তরঃ সূর্য ডোবা দেখে ইফতার করতে হবে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৮৫)। তবে কোন সময়সূচীতে যদি সূর্য ডোবার সময় অনুসারে ইফতারের সময় নির্ধারণ করা থাকে, তবে তা মেনে চলা মোটেই দোষনীয় নয়। বরং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা অবস্থায় তা মেনে চলা আবশ্যক। প্রকাশ থাকে যে, দেশে প্রচলিত অধিকাংশ ছাহাবী ইফতারের সময়সূচী সূর্যাস্তের সঠিক সময়ের সাথে সাবধানতা বশে কিছু সময় যোগ করে রচিত। সুতরাং এগুলি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পন্থীদের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রকাশিত সময়সূচী বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ প্রদত্ত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী রচিত। অতএব সেটার অনুসরণ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন (১০/১২০)ঃ মহিলারা আলাদাভাবে জামা'আতবদ্ধ হয়ে মহিলা ইমাম দিয়ে ছালাত আদায় করতে পারবে কি-না? হাদীছের উদ্ধৃতি সহ বিস্তারিত ভাবে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া ছিদ্দীকী
সাং- ভেবামতলী

পোঃ- বারো তলা, থানা- শ্রীপুর
যেলা- গাযীপুর।

উত্তরঃ মহিলা ইমাম মহিলাদের জামা'আতে ইমামতি করবেন ও মহিলাদের কাতারে ছফের মধ্যস্থলে দাঁড়াবেন। উম্মে ওয়ারাক্বাহ বিনতে আব্দুল্লাহ আনছারিয়াহ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার বাড়ীস্থ সকলের জন্য ছালাত সমূহের জামা'আতের ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। -আবুদাঊদ, ইবনু খুযায়মা একে 'ছহীহ' বলেছেন। -*শাওকানী, আস-সায়লুল জারার (বৈরুতঃ ছাপা, তাবি) ১/২৫১; ঐ, নায়লুল আওত্বার (কায়রো ছাপাঃ ১৯৭৮) ৪/৬৩।* অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি তাঁকে ফরয ছালাত সমূহে গৃহবাসীর ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন'। -*বায়হাক্বী ৩/১৩০; হাকেম ১/২০৩-৪ পৃঃ।* আত্বা বলেন যে, আয়েশা (রাঃ) আযান-ইক্বামত সহ মহিলাদের জামা'আতে ছফের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে ইমামতি করতেন। -*বায়হাক্বী ১/৪০৮।* রায়েত্বা আল-হানাফিইয়াহ বলেন যে, আয়েশা (রাঃ) ফরয ছালাত সমূহে মহিলাদের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে ইমামতী করতেন। -*বায়হাক্বী ৩/১৩১ পৃঃ।*

ইমাম শা'বী (রাঃ) বলেন, রামাযান মাসে মহিলারা মহিলাদের জামা'আতে ইমামতি করবেন ও ছফের মধ্যস্থলে দাঁড়াবেন। -*মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ২/৮৯ পৃঃ।* ইমাম মুযানী, আবু ছওর, ইবনু জারীর ত্বাবারী বলেন, মহিলারা মহিলাদের তারাবীহ্র জামা'আতে ইমামতি করবেন, যখন কুরআন মুখস্ত আছে এমন কোন ব্যক্তিকে না পাওয়া যাবে'। -*নায়লুল আওত্বার ৪/৬৩।* ইমাম শাওকানী বলেন, এটা প্রকাশ্য কথা যে, মহিলারা মহিলাদের জামা'আতে ইমামতি করবে। এতে কোন বাধা নেই। -*আস-সায়লুল জারার ১/২৫১ পৃঃ* সকলেরই দলীল উপরোক্ত হাদীছ সমূহ। যে সম্বন্ধে শায়খ আলবানী বলেন, 'মোটকথা উক্ত আছার সমূহের উপরে আমল করা চলে। বিশেষ করে এগুলি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সেই হাদীছের সহায়ক শক্তি যেখানে তিনি বলেছেন, إنما النساء شقائق الرجال 'মহিলারা পুরুষদের অংশ'। -*তামামুল মিন্নাহ (রিয়াযঃ দারুল রায়াহ, ৩য় সংস্করণ ১৪০৯ হিঃ) পৃঃ ১৫৪।*

প্রশ্ন (১১/১২১)ঃ মুছাফাহ-'র নিয়ম কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সাং- সন্যাসবাড়ী
পোঃ- বান্দাইখাড়া
যেলা- নওগাঁ।

উত্তরঃ মুছাফাহ ডান হাতে করতে হবে, দুই হাতে নয়। এটিই মুছাফাহা'র সুন্নাতী তরীকা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উমর (রাঃ)-এর এক হাত ধরে মুছাফাহা করেছিলেন (বুখারী, কিতাবুল ইস্তীযান, 'মুছাফাহা' অধ্যায়)। ইবনে মাজাহ'র বর্ণনায় এসেছেঃ

و اذا صافحه لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذى ينزعها رواه ابن ماجه

'তিনি যখন তার (কোন ছাহাবীর) সাথে মুছাফাহা করতেন, তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর পবিত্র হাত সরিয়ে নিতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে স্বীয় হাত সরিয়ে নিত' (ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৯৯৫; সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছহীহাহ হা/২৪৮৫)। এখানে একবচন (يَدٌ) বলা হয়েছে।

অত্র হাদীছ দ্বয়ের বক্তব্য এ ব্যাপারে স্পষ্ট যে, মুছাফাহা দুই হাতে নয়, বরং এক হাতে-ই করতে হবে। অর্থাৎ নিজের ডান হাতের তালুর সাথে অপর মুসলিম ভাইয়ের ডান হাতের তালু মিলাতে হবে। দুই হাতে মুছাফাহা করা যেমন সুন্নাতের খেলাফ তেমনি অভিধানেরও খেলাফ। কারণ মুছাফাহা'র অর্থ হচ্ছে- একজনের হাতের তালু অপর জনের হাতের তালুর সাথে মিলানো (তাজুল আরূস; নেহায়া; মুখতারুছ ছেহাহ প্রভৃতি)। সুতরাং দুই হাতে মুছাফাহা অবশ্যই বর্জনীয়।

প্রশ্ন (১২/১২২)ঃ জুম'আর দিনে মসজিদে এক আযান দেওয়া হয়। কিন্তু একজন আলেম এসে দুই আযান দেওয়া সঠিক বলে ফৎওয়া দেওয়ায় সমাজে এ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। কোনটি উত্তম? এক আযান না দুই আযান? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-শফীউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ এক আযান দেওয়াই উত্তম। কারণ নবী করীম (ছাঃ), হযরত আবুবকর ও হযরত ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) প্রমুখদের যামানায় এক আযানই চালু ছিল।

হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবুবকর ও উমর (রাঃ)-এর যুগে জুম'আর দিনে আযান দেওয়া হ'ত, যখন ইমাম মিম্বরে বসতেন। অতঃপর যখন হযরত উছমান (রাঃ)-এর যুগ আসল এবং লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি 'যাওরা' নামক স্থানে তৃতীয় একটি 'নেদা' বা আহ্বান ধ্বনি বৃদ্ধি করলেন (ছহীহ আল-বুখারী, মিশকাত হা/১৪০৪; 'ছালাত' অধ্যায় 'খুৎবা ও ছালাত' অনুচ্ছেদ)।

এক আযান চালু করার পর দুই আযান দেওয়া সঠিক বলে ফৎওয়া দেওয়া এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা নবীর সুন্নাতের উপর হামলা করার-ই শামিল। তাদের জেনে রাখা উচিত, মসজিদে জুম'আর দু'টি আযান দেওয়া নবীর (ছাঃ) সুন্নাত তো নয়ই এমনকি হযরত উছমানেরও সুন্নাত নয়। কারণ হযরত উছমান (রাঃ) তাঁর চালুকৃত আযানটি মসজিদে দেননি বরং 'যাওরা' বাজারে দিয়েছিলেন। তবে হাফেয ইবনে হাজারের

তথ্যানুযায়ী উক্ত আযান মসজিদে দেওয়া উমাইয়া খলীফা হেশাম বিন আব্দুল মালেক (১০৫-১২৫ হিঃ) -এর সৃষ্ট বিদ'আত। *[জুম'আর সুন্নাতী আযান সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাসিক আত-তাহরীক মার্চ '৯৯, ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা দ্রষ্টব্য]।*

প্রশ্ন (১৩/১২৩)ঃ রামাযান মাসে একই রাত্রিতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পড়া যাবে কি-না?

-আলহাজ্জ আব্দুস সাত্তার
মেইল বাস ষ্ট্যাণ্ড
দুপচাঁচিয়া, যেলা- বগুড়া।

উত্তরঃ রামাযান মাসে একই রাত্রিতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা নবী করীম (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়। বরং মা আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনানুসারে বলা যায় যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত রামাযান ও রামাযান ব্যতীত অন্যান্য মাসে একই রকম ছিল। আর তা ছিল বিতর সহ ১১ রাক'আত। বর্ণনাটি নিম্নরূপঃ মা আয়েশা (রাঃ) বলেন- ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يزيد فى رمضان و لا فى غيره على إحدى عشرة ركعة رواه البخارى باب فضل من قام رمضان 'নবী করীম (ছাঃ) রামাযানে ও রামাযান মাস ব্যতীত অন্যান্য মাসে ১১ রাক'আতের বেশী ছালাত আদায় করতেন না'(বুখারী, দেউবন্দ ছাপা ১৪০৫ হিঃ ১/২৬৯ পৃঃ)।

রামাযান মাসে যে ছালাতকে 'তারাবীহ' বলা হয়, সেটিকেই বাকী ১১ মাসে 'তাহাজ্জুদ' বলা হয়। এ দু'টি ছালাত মূলতঃ রাতের একটি ছালাতেরই নাম। কাজেই রামাযান মাসে একই রাত্রিতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ নামে দুই রকম ছালাত -এর কোন দলীল নেই।

প্রশ্ন (১৪/১২৪)ঃ স্বামীর মৃত্যুর ৭দিন পর জনৈকা বিধবা মহিলা ১০ম শ্রেণীর এক ছাত্রের সাথে বিবাহ বসে এবং কাযী দ্বারা বিবাহ রেজিষ্ট্রি করে নেয়। বর্তমানে তারা সংসার করছে। এরূপ বিবাহের সঠিকতা জানতে চাই।

-মহিউদ্দীন
আন্দারীয়া পাড়া
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ কোন বিধবা মহিলা স্বামী মারা যাওয়ার চার মাস দশ দিনের পূর্বে বিবাহ বসতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা মরে যায় এবং স্ত্রী রেখে যায়, তাদের স্ত্রীগণ অপেক্ষা করবে চার মাস ১০ দিন' (বাক্বারাহ ২৪৩)। উম্মে আত্বীইয়াহ হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মৃত্যুর জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন না করে। তবে স্বামীর জন্য চার মাস ১০ দিন শোক পালন করবে' (বুখারী মুসলিম, মিশকাত ২৮৯ পৃঃ)। সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব ও সোলায়মান ইবনে ইয়াসার হ'তে বর্ণিত যে, তুলায়হা আসাদিয়াহ নামক মহিলা রশীদ সাফাকীর অধীনে ছিল। সে তাকে তালাক দেয়। তখন মহিলা ঐ ইদ্দতেই বিবাহ বসে। ফলে উমর ফারূক (রাঃ) তাকে ও তার স্বামীকে শাস্তি দেন। অতঃপর উমর ফারূক (রাঃ) বলেন, যদি কোন মহিলা তার ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ বসে এবং তার স্বামী বিবাহ করে তাকে সম্ভোগ না করে। তাহ'লে তাদের মাঝে পৃথক করে দেয়া হবে এবং সে প্রথম স্বামীর বাকী ইদ্দত অতিবাহিত করবে। ...(মুওয়াত্ত্বা হা/৫৩৬)।

উল্লেখিত হাদীছ সমূহ স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, কোন বিধবা মহিলা স্বামী মারা যাওয়ার চার মাস ১০ দিন পূর্বে বিবাহ বসলে উক্ত বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

প্রকাশ থাকে যে, গর্ভধারিণীর ইদ্দত হচ্ছে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত।

প্রশ্ন (১৫/১২৫)ঃ আমাদের মাদরাসায় পরীক্ষা দিবার সময় বিদায় অনুষ্ঠান করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে চাঁদা আদায় করে মাদরাসার হুযুরদের নিয়ে দো'আর অনুষ্ঠান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আমি চাঁদা দেইনি এবং অংশগ্রহণও করিনি। তাতে আমি হুযুরদের দো'আ হ'তে মাহরূম হয়েছি এবং তাঁদের বদ দো'আর শিকার হয়েছি। এতে কি আমার কোন ক্ষতি হবে? এবং এরূপ অনুষ্ঠান কি জায়েয আছে?

-মুসাম্মাৎ মরিয়ম
কড়ই আলিয়া মাদরাসা
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উপদেশ দেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে মন্দ কর্ম হ'তে সতর্ক করার জন্য বিদায় অনুষ্ঠান করতে পারে এবং চাঁদাও আদায় করতে পারে। তবে বিদায় অনুষ্ঠানকে শরীয়ত বহির্ভূত কর্ম হ'তে মুক্ত হ'তে হবে এবং অনুষ্ঠানটি কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক হ'তে হবে। রাসূল (ছাঃ) কোন সৈন্য দল বিদায় করলে অথবা কোন মেহমান বিদায় করলে তাকওয়ার উপদেশ দিতেন এবং নিম্নের দো'আগুলি পড়তেন।-

استودع الله دينكم و أمانتكم وأخر عملكم اوخواتيم عملكم - استودع الله دينك وأمانتك وأخرعملك وزوّدك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث ماكنت ترمذى-

প্রকাশ থাকে যে, এরূপ অনুষ্ঠান একটা সামাজিক অনুষ্ঠান মাত্র। সেখানে উপস্থিত হওয়া যরূরী নয়। বরং শরীয়ত বিরোধী কর্ম হ'লে উপস্থিত না হওয়াই উত্তম। কাজেই প্রশ্নকারিনীর কোন ক্ষতি হবে না এবং সে বদ দো'আর শিকারও হবে না বরং দো'আর অনুষ্ঠানে উল্লেখিত দো'আ না পড়ে প্রচলিত পদ্ধতিতে সবাই মিলে হাত তুলে দো'আ করলে শরীয়ত পরিপন্থী আমল হয়ে যাবে, যা প্রত্যাখানযোগ্য।

শায়খ বিন বায আর নেই

সঊদী আরবের গ্রাণ্ড মুফতী, বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী পণ্ডিত, বুখারী শরীফের হাফেয ও ফৎহুল বারীর ভাষ্যকার, মুহাদ্দিছকুল শিরোমণি সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা সংস্থা-র প্রধান শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (৮৬) গত ১৩ই মে '৯৯ বৃহস্পতিবার ভোরবেলায় সঊদী আরবের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ত্বায়েফের 'আল-হাদা' সামরিক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন।

আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁর গায়েবানা জানাযা আদায়ের আহবান জানাচ্ছি। আল্লাহ পাক তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নছীব করুন! -আমীন!

(মরহুমের জীবনী পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।)

-সম্পাদক।